NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

EKDIN

একদিন

এগিয়ে চলার সঙ্গী

২ বাধ্য হয়ে মমতা ব্যানার্জিকে জয় শ্রীরাম বলতে হচ্ছে: অর্জুন সিং

বকেয়া ডিএ মেটাতে প্রক্রিয়া শুরু, মার্চেই প্রথম কিস্তি দেওয়ার প্রস্তুতি ২

কলকাতা ২৮ মার্চ ২০২৬ ১৩ চৈত্র ১৪৩২ শনিবার উনবিংশ বর্ষ ২৮৫ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 28.03.2026, Vol.19, Issue No. 285, 8 Pages, Price 3.00

অযোধ্যায় রামলালার সূর্যতিলক, দেশবাসীর মঙ্গল কামনা মোদীর

নয়াদিল্লি, ২৭ মার্চ: ঘড়ির কাঁটায় তখন ঠিক দুপুর ১২টা। 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনিতে কেঁপে উঠল সরযূ তট। ঠিক সেই মাহেন্দ্রক্ষণেই ঘটল বিস্ময়কর ঘটনা। নবনির্মিত মন্দিরের গর্ভগৃহে রামলালার কপালে এসে পড়ল সূর্যের প্রখর রশ্মি। দপ করে জ্বলে উঠল চন্দনের তিলক। চার মিনিট ধরে চলল সূর্যদেবতার এই বিশেষ অভিষেক। এই ঐতিহাসিক মুহূর্তের সাক্ষী থাকলেন খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও। নিজ ব্যস্ততার মাঝেও টিভি স্ক্রিনে এই অভূতপূর্ব দৃশ্য দেখেন তিনি। অসম্ভব আবেগঘন মুহূর্ত। প্রধানমন্ত্রী হাত জোড় করে রামলালার কাছে দেশবাসীর মঙ্গল প্রার্থনা করেন। অযোধ্যা পৌঁছতে না পারা কোটি কোটি ভক্তও এলএইডি স্ক্রিনের মাধ্যমে এই অলৌকিক দৃশ্যের সাক্ষী হন।

অযোধ্যার এই অনুষ্ঠান কেবল আধ্যাত্মিক নয়। বিজ্ঞানের চরম নিদর্শন। রুরকির সিবিআরআই এবং বেঙ্গালুরুর ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ অ্যাস্ট্রোফিজিক্সের বিজ্ঞানীরা এই অসাধ্য সাধন করেছেন। আয়না এবং লেন্সের সমন্বয়ে তৈরি একটি অপ্টো-মেকানিক্যাল সিস্টেমের মাধ্যমে সূর্যের আলোকে তিন তলা থেকে নামিয়ে আনা হয় গর্ভগৃহে। ৫.৮ সেন্টিমিটার ব্যাসের সেই আলোকবিন্দু যখন রামলালার কপালে স্থির হল, মনে হচ্ছিল স্বয়ং সূর্যদেব তাঁর উত্তরপুরুষকে আশীর্বাদ করছেন।

উৎসবের মেজাজে ভোর ৫টা থেকেই খুলে দেওয়া হয়েছিল মন্দিরের দরজা। সরযূ নদীতে পুণ্যস্নান সেরে ভক্তরা লাইন দেন মন্দিরে। প্রশাসনের হিসেব অনুযায়ী, দশ লক্ষেরও বেশি মানুষের ভিড় জমেছে আজ। ব্রহ্মমুহূর্তে পঞ্চগব্য ও সুগন্ধি জলে অভিষেকের পর বেলা ১১টায় সাজানো হয় রামলালাকে। দুপুর ১২টায় সূর্য তিলকের সঙ্গে সঙ্গে নিবেদন করা হয় ৫৬ প্রকারের ভোগ।

গণতন্ত্র ভ্যানিশ, কটাক্ষ মমতার

নিজস্ব প্রতিবেদন: পূর্বনির্ধারিত সূচি মেনে শেষ পর্যন্ত শুক্রবার বিমানে চেপেই অন্ডাল গেলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। উড়ানে চাপার আগে কেন্দ্রীয় সরকারকে বার্তা দিলেন, রাজ্যে যে রান্নার গ্যাস উৎপাদিত হয়, তা বাইরে পাঠানো চলবে না। তাঁর আশঙ্কা, ভোটের আবহে জেলাশাসক, পুলিশ অফিসারদের বদলি করে রাজ্যে উৎপাদিত গ্যাস বাইরে পাঠানো হতে পারে। পাশাপাশি মমতা হুঁশিয়ারি দিয়ে জানান, পশ্চিমবঙ্গে ভোটের কাজে ভিনরাজ্য থেকে সরকারি কর্মী, জওয়ানেরা আসবেন। তাঁদের রান্নার জন্য এ রাজ্যের মানুষের গ্যাসের জোগান নিয়ে সমস্যা হলে চলবে না। অতিরিক্ত ভোটার তালিকা নিয়েও কেন্দ্রীয় সরকারকে একহাত নিয়েছেন মমতা।

এসআইআরের সাপ্লিমেন্টারি তালিকা নিয়ে নানামহলে ক্ষোভের সুর। এখনও অনিশ্চিত বহু ভোটারের ভাগ্য। ভোটের মুখে তা নিয়ে ভোটারদের মধ্যে ক্রমশ বাড়ছে উত্তেজনা। তারই মাঝে দমদম বিমানবন্দরে দাঁড়িয়ে বিজেপি এবং নির্বাচন কমিশনকে একযোগে বিঁধলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, 'ধর্মের কল বাতাসে নড়ে, রামনবমীর দিন বলে গেলাম।'

মমতা বলেন, 'সুপ্রিম কোর্ট বলেছিল তালিকা বের করতে। আমরা এখনও প্রথম সাপ্লিমেন্টারি তালিকা হাতে পাইনি। পাবলিক ডোমেনেও আসেনি। গণতন্ত্রের হত্যা। এর থেকে বেশি কিছু আর হতে পারে না। দুর্ভাগ্যজনক। আমি শুনেছি দেখে দেখে নাম বাদ গিয়েছে। সুতির একটা ব্লকে, বসিরহাটের একটি বুথে বাদ দেওয়া হয়েছে। এসব কে করেছে? কারা করেছে? মানুষ একদিন না একদিন তো জবাব চাইবেই। বুকের পাটা থাকলে মানুষকে জানতে দিন কার নাম আছে, কার নাম নেই। জেলায় জেলায় ট্রাইবুনাল করুন। আমরা দরকারে আইনি সুবিধা দেব।' কমিশনকে 'সুপার হিটলার' কটাক্ষ করেন মমতা। তিনি আরও বলেন,

'বিজেপির ভ্যানিশের ওয়াশিং মেশিন। এরা গণতন্ত্রকে ভ্যানিশ করে দিয়েছে। মানুষের অধিকার ভ্যানিশ করে দিয়েছে। ওদের দেখলে আমার ঘৃণা হয়। লজ্জা হয়। বাংলার প্রত্যেক মানুষ জবাব দেবে। মানুষের ভোটাধিকার কেড়ে নিয়ে ভোট করবে? আর সব কিছু মানুষ সহ্য করবে? ধর্মের কল বাতাসে নড়ে, রামনবমীর দিন বলে গেলাম।'

সূত্রের খবর ছিল, শুক্রবার সড়কপথে তিনি দুর্গাপুরের উদ্দেশে রওনা দিতে পারেন। কিন্তু শেষে পূর্বনির্ধারিত সূচি অনুসারে বিমানে চেপেই কলকাতা থেকে অন্ডালের উদ্দেশে রওনা দেন মমতা। তার আগে তিনি বিমানবন্দর চত্বরে দাঁড়িয়ে একের পর এক বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের দিকে আঙুল তোলেন। এলপিজি নিয়ে দেশে যে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে, তা নিয়ে একহাত নেন নরেন্দ্র মোদী সরকারকে। তাঁর আশঙ্কা, ভোটের আগে রাজ্যের পুলিশ এবং প্রশাসনিক স্তরে রদবদল করে রাজ্যে উৎপাদিত গ্যাস বাইরে পাঠিয়ে দেওয়া হতে পারে। তাঁর কথায়, 'রাজ্যে পেট্রল রয়েছে। গ্যাসও আছে। ডিএম, পুলিশ অফিসারদের বদলে দিয়ে বাংলার হলদিয়ায় উৎপাদিত গ্যাস বাইরে পাঠানো হোক, তা চাই না।' এখানেই থামেননি তিনি। মমতা আরও বলেন, '১০ লক্ষ লোক বাইরে থেকে নির্বাচনের সময়ে ডিউটি করতে আসবেন। তাঁদের গ্যাস দিতে গিয়ে বাংলার লোকের যাতে গ্যাসের সমস্যা না হয়!' রাজ্যে কেরোসিনের জোগান বাড়ানো হয়েছে বলে জানান মমতা। তিনি বলেন, 'কেরোসিন আমরা বাড়িয়েছি কিছুটা। লোকজন কেরোসিন রেশনের মাধ্যমে পাবেন। কিন্তু বেশির ভাগ মানুষ এখন গ্যাসে রান্না করেন।'

কেন্দ্রীয় সরকার পেট্রল-ডিজেলের অন্তঃশুল্ক হ্রাস করেছে। তা নিয়েও মমতা কটাক্ষ করেছেন। তিনি বলেন, 'আগে তো কমুক। বাড়িয়েছে কত? শাড়ির দোকানের মতো। এটা অনেকটা ১,০০০ টাকা দাম বাড়িয়ে শাড়িতে ৪০০ টাকা ছাড় দেওয়ার মতো। শুল্ক কমানো মানে কত দাম কমবে? শুল্ক কত শতাংশ? আমি চাই, লোকে পাক। লোকের অসুবিধা যাতে না হয়।'

শাহের সফরে আজ চার্জশিট

নিজস্ব প্রতিবেদন: নির্বাচনের মুখে রাজ্য রাজনীতিতে চাপ বাড়াতে কলকাতায় এসে বড়সড় বার্তা দিতে চলেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। বিজেপি সূত্রে খবর, তাঁর উপস্থিতিতেই তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে আজ এক বিস্তৃত অভিযোগপত্র প্রকাশ করা হবে, যেখানে দুর্নীতি, প্রশাসনিক শৈথিল্য এবং আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে একাধিক প্রশ্ন তোলা হবে।

দলীয় মহলের মতে, এই পদক্ষেপ নিছক রাজনৈতিক সমালোচনা নয়, বরং ভোটের আগে জনমত গঠনের একটি অঙ্গ। দলের এক শীর্ষ নেতা বলেন, 'এই নথি আসলে রাজ্যের বাস্তব চিত্র তুলে ধরবে, মানুষকে সত্যিটা জানাতেই আমাদের এই উদ্যোগ।'

শুল্ক-হ্রাস পেট্রোল-ডিজেলে

লিটারে ১০ টাকা

নয়াদিল্লি, ২৭ মার্চ: পেট্রোল ও ডিজেলের উপর লিটার প্রতি ১০ টাকা করে অন্তঃশুল্ক কমানোর সিদ্ধান্ত নিল নরেন্দ্র মোদী সরকার। এই সিদ্ধান্তের পর পেট্রলের উপর চাপানো শুল্ক ১৩ টাকা থেকে কমে দাঁড়াল ৩ টাকা। আর ডিজেলের ক্ষেত্রে শূন্যে নেমে এল। পাশাপাশি, প্রতি ১৫ দিন অন্তর দেশে পেট্রোল এবং ডিজেলের দাম পর্যালোচনা করা হবে। জ্বালানিতে অন্তঃশুল্ক কমানোর পরে জানিয়ে দিল কেন্দ্রীয় সরকার। প্রশ্ন উঠছে, ১৫ দিন পরে কি আবার বাড়তে পারে এই শুল্ক। যদিও এই শুল্ক কমানোর ফলে সাধারণ মানুষের খুব একটা লাভ হবে না।

পেট্রোল, ডিজেলের মতো জ্বালানি তেলে অন্তঃশুল্ক কেন কমাল নরেন্দ্র মোদী সরকার, তার ব্যাখ্যা দেন কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরী। পাশাপাশি এ-ও জানিয়েছেন, লকডাউন সম্পর্কিত সব খবরই ভুয়ো। এমন কোনও সম্ভাবনা নেই। বর্তমানে লকডাউন নিয়ে নানা জল্পনা ছড়িয়েছে। মানুষও বিভ্রান্ত।

শুক্রবার হরদীপ জানান, বর্তমান পরিস্থিতিতে সরকারের কাছে মাত্র দু'টি পথ খোলা ছিল। সব দিক বিবেচনা করে দেশবাসীকে পেট্রোল, ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধি থেকে রক্ষা করতেই সরকার অন্তঃশুল্কের পরিমাণ কমানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তবে এতে সরকারের আর্থিক ক্ষতি হবে, তা-ও বুঝিয়ে দিয়েছেন হরদীপ।

পেট্রোল, ডিজেলের উপর অন্তঃশুল্ক কমানো নিয়ে বিজ্ঞপ্তি জারি করে কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম মন্ত্রক। তার পরেই এক্স পোস্টে সরকারের এই পদক্ষেপের ব্যাখ্যা দেন হরদীপ। লেখেন, 'গত এক মাসে আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম আকাশছোঁয়া। ব্যারেল প্রতি ৭০ ডলার থেকে বেড়ে প্রায় ১২২ ডলার হয়েছে। ফলস্বরূপ, বিশ্ব জুড়ে ভোক্তাদের পেট্রোল, ডিজেল কিনতে বেশি টাকা দিতে হচ্ছে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে ৩০-৫০ শতাংশ, উত্তর আমেরিকার দেশগুলিতে ৩০ শতাংশ, ইউরোপে ২০ শতাংশ এবং আফ্রিকার দেশগুলিতে ৫০ শতাংশ দাম বৃদ্ধি পেয়েছে।'

নির্মলার পোস্ট

■ পেট্রোল-ডিজেলের উপর অতিরিক্ত আবগারি শুল্ক কমিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। কেন্দ্রের এই সিদ্ধান্তের উপকৃত হতে চলেছেন সাধারণ মানুষ। এক্স হ্যান্ডলে পোস্ট করে এমনই জানালেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ। তাঁর দাবি, সরকারের সিদ্ধান্তে পেট্রোল-ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধির থেকে রক্ষা পাবেন ভোক্তারা। একইসঙ্গে তিনি জানিয়েছেন, সাধারণ মানুষের উপর যাতে কোনও বোঝা না বাড়ে, তা নিশ্চিত করতেই প্রধানমন্ত্রী আবগারি শুল্ক কমানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। নির্মলা সীতারমণ এক্স হ্যান্ডলে লিখেছেন, 'পশ্চিম এশিয়ার সংকটের কথা মাথায় রেখে দেশে পেট্রোল ও ডিজেলের উপর প্রতি লিটারে ১০ টাকা করে অতিরিক্ত আবগারি শুল্ক কমানো হয়েছে। এই পদক্ষেপ মূল্যবৃদ্ধির হাত থেকে রক্ষা করবে ভোক্তাদের।' তিনি আরও লেখেন, 'ডিজেল রপ্তানির উপর প্রতি লিটারে ২১.৫ টাকা শুল্ক আরোপ করা হয়েছে। এটিএফ অর্থাৎ এভিয়েশন টারবাইন ফুয়েল-এর উপর প্রতি লিটারে ২৯.৫ টাকা শুল্ক আরোপ করা হয়েছে।'

বাসন্তীতে গ্রেপ্তার ৯, সাসপেন্ড আইসি

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভোটের আগেই রাজনৈতিক উত্তাপ বাড়ছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাসন্তীতে। বিজেপি প্রার্থী বিকাশ সর্দারের প্রচার চলাকালীন তৃণমূল দুষ্কৃতীরা হামলা চলে বলে অভিযোগ। ওই ঘটনার পর থেকেই পুলিশ-প্রশাসন কড়া ভূমিকা নিয়েছে। এলাকায় টহলদারি চালাচ্ছে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা। বৃহস্পতিবারের ওই ঘটনার শুক্রবার বেলা পর্যন্ত মোট ৯ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এদিন ধৃতদের আলিপুর আদালতে তোলা হয়। ধৃতদের পুলিশ হেপাজতে রেখে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে বলে খবর।

এদিকে বাসন্তীর ঘটনায় কড়া বার্তা দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। কেন, কীভাবে ওই ঘটনা ঘটল? পুলিশ-প্রশাসন কী করছিল? সেই প্রশ্ন তোলা হয়েছে। বিষয়টির খোঁজখবর করা হচ্ছে। এই ঘটনার পর থেকে পুলিশ-প্রশাসন এলাকায় নজরদারি চালাচ্ছে। মোতায়েন রয়েছে বাহিনী। ঘটনার পর থেকেই বাসন্তীর বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়েছে প্রশাসন। ৯জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পুলিশকে মারধর-খুনের চেষ্টা, এলাকায় হিংসা ছড়ানো, প্রচারে বাধা দেওয়া, সম্পত্তি নষ্ট করার অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। সবকটি অভিযোগই জামিনঅযোগ্য ধারায় বলে জানা গিয়েছে। ঘটনার পর থেকেই এলাকায় চাপা আতঙ্ক রয়েছে।

উল্লেখ্য, বৃহস্পতিবার বিজেপির প্রচারকে কেন্দ্র করে ধুন্ধুমার পরিস্থিতি তৈরি হয় বাসন্তীতে। অভিযোগ, বিজেপি প্রার্থী বিকাশ সর্দারের প্রচার চলাকালীন সেখানে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা হামলা করে। খবর পেয়ে পুলিশ গিয়ে প্রচারে বাধা দিলে অশান্তি চরমে ওঠে। এরপরই নতুন করে আক্রমণ-পালটা আক্রমণে জড়িয়ে পড়েন তৃণমূল ও বিজেপির কর্মীরা। পরিস্থিতি আয়ত্তে আনতে গিয়ে জখম হন ৮ পুলিশকর্মী। যদিও এর সঙ্গে তাঁদের যোগ নেই বলেই দাবি তৃণমূলের।

ভোটের প্রশিক্ষণে 'মমতার প্রচার', প্রতিবাদী পিটিয়ে অভিযুক্ত বিডিও

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিধানসভা নির্বাচনের প্রশিক্ষণ চলাকালীন রাজ্য সরকারের প্রচারমূলক ভিডিয়ো দেখানোর অভিযোগে উত্তপ্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি হল নদিয়ার রানাঘাট-১ ব্লকের একটি স্কুলে। ভোটকর্মীর দায়িত্ব পাওয়া শিক্ষককে মারধরের অভিযোগ বিডিও এবং সরকারি কর্মীদের বিরুদ্ধে। তাঁর কপাল ফেটে রক্ত বার হতে দেখা যায়। তবে বিডিও মারধরের অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছেন। অভিযোগকারী শিক্ষককে 'মানসিক রোগী' বলে কটাক্ষ করেছেন তিনি। স্বাভাবিক ভাবে এ নিয়ে রাজনৈতিক চাপানউতর চলছে।

প্রহৃত শিক্ষকের নাম সৈকত চট্টোপাধ্যায়। শুক্রবার নদিয়ার রানাঘাট দেবনাথ ইনস্টিটিউট ফর বয়েজ স্কুলে ভোটের প্রশিক্ষণ চলছিল তাঁদের। শিক্ষক তথা ওই

ভোটকর্মীর অভিযোগ, নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘনের প্রতিবাদ করায় তাঁকে একটি ঘরে আটকে মারধর করেন বিডিও অফিসের কর্মীরা। তাতে নেতৃত্ব দিয়েছেন বিডিও। এমনকি, বাইরে বেরোলে তাঁকে প্রাণে মেরে ফেলা হবে বলেও হুমকি দেওয়া হয়েছে বলেও অভিযোগ করেন সৈকত।

ওই শিক্ষক এবং তাঁর কয়েক জন সহকর্মীর দাবি, প্রশিক্ষণের শুরুতে প্রোজেক্টরের মাধ্যমে রাজ্য সরকারের উন্নয়নমূলক কাজ এবং দিঘায় জগন্নাথ মন্দির নির্মাণ সংক্রান্ত একটি ভিডিয়ো দেখানো হচ্ছিল ভোটকর্মীদের। কিন্তু এতে আচরণবিধি লঙ্ঘন হয়েছে বলে অভিযোগ করেন সৈকত। তিনি আরও জানান, হামলাকারীরা প্রকৃতই সরকারি কর্মী কি না, সে নিয়ে তাঁর সন্দেহ রয়েছে। তিনি পরিচয়পত্র দেখতে চেয়েছিলেন। কেউ তা দেখাননি এবং উল্টে তাঁকে আক্রমণ করেন বলে অভিযোগ।

প্রশিক্ষণ শিবিরে উপস্থিত সৈকতের কয়েক জন সহকর্মী এই ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়েছেন। গন্ডগোলের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় পুলিশ। জখম শিক্ষক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। তিনি নির্বাচন কমিশনের হস্তক্ষেপ দাবি করেছেন।

রেকর্ড পতন টাকার

নয়াদিল্লি, ২৭ মার্চ: মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধের ধাক্কায় সর্বকালের রেকর্ড ছুঁয়ে ফেলল ডলার পিছু টাকার দাম। শুক্রবার এক মার্কিন ডলারের দাম দাঁড়িয়েছে ৯৪.৬৬ টাকা। আর এর ধাক্কায় বাজার থেকে উড়ে গেল ৭ লক্ষ কোটি টাকা। শুক্রবার সকাল ১০টা ২০ মিনিটে জানা যায়, বাজারের মূলধন রাতারাতি একলাফে এতটাই কমে গিয়েছে।

গত ৪ মার্চ প্রথমবার মধ্যপ্রাচ্যে

যুদ্ধের ধাক্কায় টাকার দাম ৭০ পয়সা বেড়ে ৯২ টাকার গণ্ডি ছাপিয়ে যায়। মার্কিন ডলারের দাম দাঁড়ায় ৯২.১৭ টাকা। এবার তা সর্বকালের রেকর্ড ছুঁয়ে ফেলল। যুদ্ধ যদি অব্যাহত থাকে এবং অপরিশোধিত তেলের দাম বৃদ্ধি পেতে থাকে, তবে টাকার আরও পতন হতে পারে বলেই মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

গত কয়েক মাসে নানাবিধ কারণেই ক্রমেই নিম্নমুখী হয়েছে টাকা। এর পিছনে এক প্রধান কারণ ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রত্যাবর্তন। মার্কিন শেয়ার বাজার চাঙ্গা হতে শুরু করেছে। আর তারই প্রভাবে টাকার দাম পড়তে শুরু করেছে। কিন্তু যুদ্ধের বাজারে পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়েছে। ক্রমে তা তৈরি করল নয়া নজির।

মোদীর বৈঠক

■ **দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী শুক্রবার ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে নির্বাচনের মুখে থাকা রাজ্যগুলি ছাড়া দেশের অন্যান্য সব রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে বৈঠক করছেন। মূলত, পশ্চিম এশিয়ায় চলা যুদ্ধের পরিস্থিতিতে বিভিন্ন রাজ্যের প্রস্তুতি ও পরিকল্পনা খতিয়ে দেখতেই এই বৈঠক। সংবাদমাধ্যম সূত্রে খবর, এই বৈঠকে 'টিম ইন্ডিয়া'-র ভাবনায় রাজ্যগুলির মধ্যে সমন্বয় ও যৌথ উদ্যোগ নিশ্চিত করার ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে। উল্লেখযোগ্যভাবে, পশ্চিম এশিয়ার সংঘাত নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর এই ধরনের বৈঠক এই প্রথম। গত ২৮ ফেব্রুয়ারি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইজরায়েলের যৌথভাবে ইরানের ওপর হামলা চালানোর পর থেকেই এই সংঘাতের সূচনা হয়।**

মন্ত্রীদের অপসারণ বিল

পর্যালোচনায় আরও সময় চাইল জেপিসি

নয়াদিল্লি, ২৭ মার্চ: প্রধানমন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী বা অন্য মন্ত্রীদের অপসারণ সংক্রান্ত বিল পর্যালোচনা করে রিপোর্ট দিতে আরও কিছু দিন সময় লাগবে। শুক্রবার সংসদের কাছে জানাল যৌথ কমিটি (জেপিসি)। তাদের সেই আবেদন মঞ্জুর করেছে লোকসভা। আগামী বাদল অধিবেশনের শেষ সপ্তাহের প্রথম দিন পর্যন্ত রিপোর্ট জমা করার সময় দেওয়া হয়েছে যৌথ সংসদীয় কমিটিকে।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ সংসদে ওই বিলগুলি পেশ করার পরই জানিয়েছিল, পর্যালোচনার জন্য পাঠানো হবে যৌথ কমিটির কাছে। সেই মতো বিজেপি সাংসদ অপরাজিতা ষড়ঙ্গীর নেতৃত্বে কমিটি গঠন করা হয়। তবে বিল নিয়ে প্রথম থেকেই আপত্তি তোলেন বিরোধীরা। সংবিধানের ১৩০তম সংশোধনী বিল লোকসভায় পেশের সময়েই বিরোধিতা করা হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গের শাসকদল তৃণমূলের তরফে। কার্যক্ষেত্রে ৩১ সাংসদকে নিয়ে গঠিত জেপিসিতে প্রস্তাব পাশ করানোর গরিষ্ঠতা রয়েছে সরকারপক্ষের। বিরোধিতা করতে গিয়ে সেই বিষয়টি সামনে এনেছিল তৃণমূল।

বিরোধীদের অভিযোগ ছিল, ওয়াকফ বিল সংক্রান্ত জেপিসির মতোই এ ক্ষেত্রেও রাজ্যসভা ও লোকসভা মিলিয়ে যে যৌথ কমিটি

হবে, তাতে বিজেপির কাউকেই চেয়ারম্যান করা হবে। তাতে বিজেপি নেতৃত্বাধীন জোট এনডিএ-র সাংসদদেরই সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকবে। ফলে বিরোধীরা যতই প্রতিবাদ করুক, যৌথ কমিটি বিলের পক্ষেই সুপারিশ করবে। বিরোধীদের আপত্তি 'ডিসেন্ট নোট'-এই আটকে থাকবে। বিরোধীরা যে অভিযোগ তুলেছিলেন, তার প্রতিফলন দেখা গিয়েছিল অপরাজিতাকে কমিটির মাথায় বসানোয়।

উল্লেখ্য, গত বছর অগস্টে সংসদের বাদল অধিবেশনের শেষ পর্বে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সরকার একটি সংবিধান সংশোধনী বিল-সহ তিনটি বিল পেশ করেছিল। প্রধানমন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী, কেন্দ্র বা রাজ্যের মন্ত্রীরা যদি পাঁচ বছরের বেশি কারাদণ্ড হতে পারে এমন অপরাধে গ্রেপ্তার হয়ে টানা ৩০ দিন আটক থাকেন, তা হলে তাঁদের পদ চলে যাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে ওই বিলগুলিতে।

'মোদী আর আমি কাজ করে দেখাই, সকলে তা পারে না'

ওয়াশিংটন, ২৭ মার্চ: মঙ্গলবারই দু'জনের ফোনে কথা হয়েছিল। তিন দিনের মাথায় ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। শুক্রবার ভারতে অবস্থিত মার্কিন দূতাবাস সমাজমাধ্যমে ট্রাম্পের এই প্রশংসাবার্তা প্রকাশ করেছে। প্রেসিডেন্টের বয়ানে তাতে লেখা হয়েছে, 'ভারতের সঙ্গে আমাদের অসাধারণ সম্পর্ক ভবিষ্যতে আরও সুদৃঢ় হবে। প্রধানমন্ত্রী মোদী এবং আমি, আমরা এমন দু'জন মানুষ, যাঁরা কাজ সম্পন্ন করে দেখাই। এটা সকলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় না।' মোদী এবং ট্রাম্পের

একটি ছবির সঙ্গে এই বার্তা প্রকাশ করেছে মার্কিন দূতাবাস।

পশ্চিম এশিয়ার যুদ্ধ থামানোর জন্য গত কয়েক দিনে একাধিক দেশ সচেষ্ট হয়েছে। আমেরিকা এবং ইরানকে সমঝোতার আলোচনায় বসাতে আগ্রহী পাকিস্তান, তুরস্ক, মিশরের মতো দেশ। এমনকি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ জানিয়ে দিয়েছেন, ইরান এবং আমেরিকা রাজি থাকলে পাকিস্তানের মাটিতেই তাঁরা আলোচনায় বসতে পারেন। ট্রাম্প নিজে সেই পোস্ট শেয়ার করেছেন। অনেকের মতে, পাকিস্তানে শান্তি-আলোচনায় যোগ দিতে আমেরিকা যে আগ্রহী, ট্রাম্পের এই পদক্ষেপই তার ইঙ্গিত। তবে ট্রাম্পের দেওয়া ১৫ দফা প্রস্তাব ইরান ফিরিয়ে দিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে পাকিস্তানের মধ্যস্থতা কতটা সফল হবে, তা নিয়ে সংশয় রয়েছে। তার মধ্যেই কূটনৈতিক পদ্ধতিতে দূতাবাসের মাধ্যমে ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে প্রশংসাবার্তা পাঠালেন ট্রাম্প।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

I, Sk Sabir Ali, S/o. Sk Sahansha Ali @ Sahensha Ali, R/o. Barasara, Alipur, Dadpur, Hooghly-712305, W.B., do hereby declare that in my Bank Pass Book of Central Bank of India, Alipur Branch, Account No. XXXX2668, where my name has been recorded as Sabir Ali instead of my correct & actual name is Sk Sabir Ali. I, Sk Sabir Ali & Sabir Ali S/o. Sk Sahansha Ali @ Sahensha Ali both are the same & one identical person vide an affidavit no. 8240, dated 27/03/2026, sworn before Judicial Magistrate, Sadar, Hooghly Court.

নাম-পদবী

গত ২৮/০১/২০২৬, S.D.E.M., সদর, হুগলী, কোর্টে ৯৭২ নং এফিডেভিট বলে আমি Monifar Rahaman Mondal S/o. Lt. Asraf Uddin Mondal, Monifar Mondal S/o. Asraf Mondal ও Monifan Mondal S/o. Sk Asrafuddin Mondal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৭/০৩/২০২৬, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ৮৩০৮ নং এফিডেভিট বলে আমি Saukotara Begum D/o. Late Hamid Mallick & W/o. Safikul Mallick, সাং জামদারা, ধনিয়াখালী, হুগলী-৭১২৪১০, ঘোষণা করিয়াছি যে, ২০০২ সালের ভোটার লিস্টে (১৯১ ধনিয়াখালী বিধানসভা, অংশ নাম্বার ০৮, ক্রমিক নাম্বার ৬১, হুগলী) আমার সঠিক নাম Saukotara Begum W/o. Safikul Mallick-এর পরিবর্তে Mallick Sauk Tara Bibi W/o. Safikul Mallick লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। আমি Saukotara Begum D/o. Late Hamid Mallick & W/o. Safikul Mallick ও Mallick Sauk Tara Bibi W/o. Safikul Mallick সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৯/০৩/২০২৬, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী, কোর্টে ৫৭১৪ নং এফিডেভিট বলে আমি Kartik Sarkar ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Madhusudan Sarkar ও M S Sadukhan সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ০৬/০৩/২০২৬, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ৭০৭৪ নং এফিডেভিড বলে আমি Md Osman Mondal S/o. Late Abdul Hakim Mondal, সাং উত্তর হরাল মুসলিমপাড়া, হরালদাসপুর, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৩৪, ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার কন্যার (Muskan Mondal) জন্ম সার্টিফিকেটে (being Regn. no. 2155, dt. 23.10.2006, D.O.B. 17.10.2006) আমার/কন্যার পিতার সঠিক নাম Md Osman Mondal-এর পরিবর্তে Usman Mondal লিপিবদ্ধ আছে। আমি/কন্যার পিতা Md Osman Mondal ও Usman Mondal, সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৯/০৩/২০২৬, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী, কোর্টে ৫৭১৫ নং এফিডেভিট বলে আমি Prabir Kumar Giri S/o. Gyanendra Giri ও Prabir Giri S/o. J. N. Giri সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ২৮শে মার্চ, ১৩ই চৈত্র। শনি বার। দশমী তিথী। জন্মে কর্কট রাশি। অষ্টোত্তরী চন্দ্রর মহাদশা বিংশোত্তোরী শনির মহাদশা কাল। মৃতে একপাদ দোষ।

মেষ রাশি : সাধারণ মানের দিন। গ্রহ অবস্থান একপ্রকার। বিদ্যার্থীদের জন্য সুখবর আছে, তবে ধৈর্য রাখতে হবে। গৃহবধূদের নিজস্ব সঞ্চয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা। ব্যবসা-বাণিজ্যে এক প্রকার ধৈর্য রাখতে হবে। জমি বাড়ি বাস্তু সম্পর্কেও মধ্যাবস্তা, শুভ অশুভ মিশে থাকবে। কোন ইলেকট্রিক্যাল দ্রব্য বিষয়ে দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হবে। মা তারার নাম করুন এবং হলুদ দান করুন তারা মায়ের চরণে। শুভ নিশ্চিত।

বৃষ রাশি : শারীরিক দিক থেকে সুস্থতার লক্ষণ প্রবীণ নাগরিকদের। সুযোগ বৃদ্ধি হবে যারা মাছের ব্যবসা করেন, যারা কাগজ-বস্ত্র বিক্রয় করেন তাদের। সুযোগ বৃদ্ধি হবে প্রতিবেশীর দ্বারা, সম্মান প্রাপ্তি যোগ বিদ্যমান। গৃহবধূ রা নতুন বাণিজ্যের পরিকল্পনা করলে, আজকের দিনটি অত্যন্ত শুভ। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। দুশ্চিন্তা শুধু যারা যানবাহনের ব্যবসা করেন তাদের। ধৈর্য রাখুন। ভগবান শিবের চরণে ১০৮ বিল্লোপত্র দিন প্রদীপ জ্বালুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মিথুন রাশি : জ্ঞান বর্ধক দিন। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। পুরাতন কোন মামলা-মোকদ্দমায় জয়ের ইঙ্গিত। বাড়ি বাস্তু জমিতে শুভ। ব্যবসায়িক যে যোগাযোগ হাতের বাইরে চলে গিয়েছিলে, আবার তা পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্ণ সম্ভাবনা। নারীর বুদ্ধিতে এগিয়ে যাওয়ার শুভ লক্ষণ। ধৈর্য ধরে চিন্তা করে মানুষের সঙ্গে আচার ব্যবহার করুন নিশ্চয়ই আজ নতুন কোন পথের সন্ধান পাওয়া যাবে। বিদ্যার জন্য শুভ প্রেমিক যুগল শান্তির বাতাবরণ। দেবী মা দুর্গার চরণে ১০৮ রক্ত জবা নিবেদন করুন নিজের নাম গোত্র সহ।

কর্কট রাশি : অত্যন্ত শুভ দিন। যারা বিদ্যার্থী যারা উচ্চ বিদ্যায় আছেন, গবেষণায় আছেন, তাদের নতুন কোন সূত্র পাওয়া যাবে। লেখালেখি যারা করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। অভিনয় শিল্পকলার মধ্যে যারা আছেন তাদেরও সম্মান প্রাপ্তি যোগ। বান্ধবী বান্ধব দ্বারা ছোট ভ্রমণ। ভগবান শ্রীবিষ্ণুর চরণে ১০৮ তুলসীপত্র নিবেদন করুন শুভ হবে।

সিংহ রাশি : যে প্রবীণ নাগরিককে দায়িত্ব দিয়েছিলেন, তিনি তা পালন করার জন্য আজ শুভত্ত বৃদ্ধি হবে। যে বন্ধুর দ্বারা আপনি উপকৃত হবার কথা ভেবেছিলেন, আজ নিশ্চয়ই তা পাওয়া যাবে। বাণিজ্যে অর্থবৃদ্ধির সম্ভাবনা। বাণিজ্যে নতুন পথের সহযোগিতা। প্রবীণ নাগরিকদের শরীর সুস্থ হয়ে উঠবে। ভগবান গণেশের চরণে ১০৮ দুর্বা প্রদান করুন নিশ্চিত শুভ বৃদ্ধি হবে।

কন্যা রাশি : যারা বস্ত্রের ব্যবসা করেন, যারা খাদ্যদ্রব্যের দোকান পরিচালনা করেন, তাদের ব্যবসা বৃদ্ধির নতুন পথের সন্ধান। আয় বৃদ্ধি অর্থবৃদ্ধি সম্পদ বৃদ্ধির এক যোগ। নিশ্চিত দূর ভ্রমণ হতে পারে প্রতিবেশী দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। বিদ্যার্থীদের অতীব শুভ। ভগবান শ্রী বিষ্ণুর চরণে ১০৮ তুলসী পত্র প্রদান করুন।

তুলা রাশি : প্রেমে সফলতা নিশ্চিত। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। পিতা-মাতাকে প্রণাম করে বাড়ি থেকে বেরোন। আজ কর্মে শুভ যোগাযোগ। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ আপনাকে যে ভুল বুঝেছিল, তা নিজে থেকেই শুধরে নেবেন। আজ ব্যবসা-বাণিজ্য, অর্থবৃদ্ধির সম্ভাবনা। বিদ্যার্থীদের শুভ। তবে প্রতিবেশী থেকে সতর্ক থাকা ভালো। দেব দেব মহাদেবের শিবলিঙ্গের উপর মধু দুগ্ধ ঘৃত শর্করা দধি এই পঞ্চামৃত নিবেদন করুন। শুভ হবে।

বৃশ্চিক রাশি : আজ খুব ছোট বিষয়কে কেন্দ্র করে বান্ধব এবং পরিবারে তর্ক-বিতর্ক। যানবাহন নিয়ে বিপদ বাড়বে। নৌ ভ্রমণ জল ভ্রমণ না করা ভালো। প্রতিবেশীর সাথে বিবাদ এর সম্ভাবনা প্রবল। জমি বাড়ি বাস্তুকে কেন্দ্র করে বিবাদ। প্রবীণ নাগরিক যিনি আপনাকে উপদেশ দেন। তার কথা অমান্য করা শুভ নয়। আজ ভগবান শ্রীবিষ্ণুর চরণে ১০৮ তুলসী পত্র প্রদানে মহাসুখ।

ধনু রাশি : আজকের দিনটা সতর্ক থাকতে হবে, দুপুর ১২ টা পর্যন্ত গ্রহ সংস্থান আপনার পক্ষে থাকবে। দুপুর ১টার পরে দুর্বল গ্রহ যুগে বিবাদ বিতর্কের সম্ভাবনা প্রবল ফ্ল্যাটে বাড়িতে বাস্তুতে যেখানে থাকেন তার আশেপাশে, গুপ্ত শত্রু আজ মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে পারে। বিদ্যার্থীদের জন্য অশুভ। ব্যবসায়ীদের ধৈর্য ধরতে হবে।। ২১ টি প্রদীপ জ্বালিয়ে দিন, বাড়ির গৃহ মন্দিরে।

মকর রাশি : প্রবীণ মানুষের সহযোগিতায় নতুন বাণিজ্যের পথ পাওয়া যাবে। যারা সোশ্যাল মিডিয়ায় কাজ করেন, তাদের শুভ বৃদ্ধি হবে। যারা কুটির শিল্প বা বাড়িতে কোন রকম কাজকর্মে আছেন, যেখানে লোহা আছে, অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা। বিদ্যার্থীদের একপ্রকার। প্রেমিক যুগলের জন্য অত্যন্ত শুভ দিন। আজ বুদ্ধ পূর্ণিমা। দেব-দেব মহাদেবের চরণে ১০৮ বিশ্ব পত্র প্রদানে মহাসুখ প্রাপ্তি।

কুম্ভ রাশি : শুভ দিন। বিবাদ বিতর্কের সম্ভাবনা নেই। অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা প্রবল। বাণিজ্যে লাভ প্রাপ্তি। সম্মান প্রাপ্তির যোগ। এক প্রভাবশালী মানুষের দ্বারা বিশেষ সহযোগিতা প্রাপ্ত করা যাবে। গৃহ মন্দিরে নটি প্রদীপ জ্বালুন। শুভ হবে।

মীন রাশি : ভয়-ভীতি যোগ রয়েছে গ্রহ সংস্থানে। মনের মধ্যে অহেতুক ভয় আসবে। মানসিকভাবে দুর্বলতা দেখা যাবে। গৃহ মন্দিরে একুশ টি প্রদীপ প্রজ্বলন করুন শুভ হবে। বিদ্যার্থীদের জন্য দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি। যানবাহন নিয়ে বিশেষ বিবাদ বিতর্ক। সতর্ক থাকা ভালো।

(আজ শ্রীশ্রী বাসন্তী দুর্গা অন্নপূর্ণা দেবীর দশমী বিহিত পূজা সমাপনান্তে বিসর্জন, দেবীর ঘোটকে গমন, ছত্রভঙ্গ।)

NAME CHANGE

I Smt. Mugdha Gayen W/O Sri Pabitra Kumar Gayen residing at Flat No. SSB/2/1202, Siddha Suburbia, Southern Byepass, near Smritimahal, Khasmalik, P.O - Dakshin Gobindapur, Baruipur, 24 Pgs South, Kolkata - 700145 vide an Affidavit No. 28822, before the 1st class Judicial Magistrate, Alipore on 25/03/2026 that Mugdha Gayen and Mugdha Gayen Das both are same and identical person.

NAME CHANGE

I Sri Pabitra Kumar Gayen S/O Kamal Krishna Gayen residing at Flat No. SSB/2/1202, Siddha Suburbia, Southern Byepass, near Smritimahal, Khasmalik, P.O - Dakshin Gobindapur,Baruipur, 24 Pgs South, Kolkata - 700145 vide an Affidavit No. 28823, before the 1st class Judicial Magistrate, Alipore on 25/03/2026 that Pabitra Kumar Gayen and Pabitra Gayen both are same and identical person.

DECLARATION

I, NIRMAL CHAND SETHIA, son of Late Kripa Chand Sethia, residing at Fortune Estates, BL-A, 9th Floor, FL-9A, 27, Chetla Central Road, Kolkata - 700027, have executed an Affidavit before Notary Public at Kolkata on 27.03.2026, to the effect that Nirmal Chand Sethia and Nirmal Sethia are same and identical person. That my daughter namely Prachi Sethia's Pass Certificate cum Statement of Marks of Class 10 and Class 12 issued by the concerned Authority, my name in the said certificates, is recorded as NIRMAL SETHIA. I am known by both names Nirmal Chand Sethia and Nirmal Sethia.

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, **ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১**
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, **মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬**

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,
সবাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, **মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।**

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,
প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, **মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪**

নদিয়া

টাইপ কর্ণার,
নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, **মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮**

রাজ টেলিকম,
অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, **মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।**

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ,
শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, **মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।**

অবসর,
ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। **মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।**

সবিতা কমিউনিকেশন,
প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, **মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১**

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, **মোঃ ৯৭৩২৬৬০৬৫২**

শ্যাম কমিউনিকেশন,
দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, **মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬**

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

পাঁশকুড়া পূর্ব কেন্দ্রে দলীয় প্রার্থী অসীম কুমার মাজির সমর্থনে কোলাঘাটে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জনসভা।

এখানে তৃণমূল দ্বিতীয় হওয়ার জন্য লড়ছে, আসল প্রতিদ্বন্দ্বিতা অন্য জায়গায়: শুভেন্দু

নিজস্ব প্রতিবেদন, নন্দীগ্রাম: নির্বাচনের প্রাক্কালে নন্দীগ্রামের মাটিতে দাঁড়িয়ে শাসকদলকে নিশানা করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। রাম নবমীর শোভাযাত্রায় অংশ নিয়ে জনতার উদ্দেশে ধারালো রাজনৈতিক বার্তা দেন তিনি। তাঁর দাবি, এই কেন্দ্রে মূল লড়াই আর তৃণমূলের সঙ্গে নয়। স্পষ্ট ভাষায় বলেন, এখানে তৃণমূল দ্বিতীয় হওয়ার জন্য লড়ছে, আসল প্রতিদ্বন্দ্বিতা অন্য জায়গায়।

সংখ্যালঘু ভোটব্যাংক নিয়েও নতুন সমীকরণের ইঙ্গিত দেন তিনি। তাঁর বক্তব্য, সংখ্যালঘুরাও বুঝে গিয়েছে কাজের জন্য মোদীজিই ভরসা।

একইসঙ্গে তিনি ইঙ্গিত করেন, নির্দিষ্ট কিছু এলাকায় তৃণমূলের প্রভাব কমছে এবং বিকল্প শক্তি উঠে আসছে। শোভাযাত্রার শেষে জানকিনাথ মন্দিরে পুজো দেন শুভেন্দু। ধর্মীয় আবহের মধ্যেই তিনি উন্নয়ন ও আর্থিক সহায়তার প্রতিশ্রুতি তুলে ধরেন। ঘোষণা করেন, ১ জুন থেকে অন্নপূর্ণা প্রকল্পের টাকা সরাসরি মানুষের অ্যাকাউন্টে পৌঁছবে। পুরো কর্মসূচি জুড়েই আক্রমণাত্মক সুর বজায় রেখে তিনি বোঝাতে চান, নন্দীগ্রামে রাজনৈতিক জমি দ্রুত বদলাচ্ছে। তাঁর বক্তব্যে স্পষ্ট, ভোটের আগে সংগঠন ও জনসমর্থন;দুই ক্ষেত্রেই নিজেদের এগিয়ে রাখার বার্তা দিতে চাইছে বিজেপি শিবির।

শান্ত থাকুন, সতর্ক থাকুন, ভোটের আগে বার্তা দিলেন সশস্ত্র সীমা বলের ডিজি

নিজস্ব প্রতিবেদন, শিলিগুড়ি: রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনের আগমুহূর্তে উত্তরবঙ্গের মাটিতে কড়া বার্তা কেন্দ্রীয় বাহিনীর শীর্ষকর্তার। পরিস্থিতি যতই সংবেদনশীল হোক, আবেগে নয়; সংযমেই দায়িত্ব পালন করতে হবে, এমনই নির্দেশ দিলেন সশস্ত্র সীমা বলের ডিরেক্টর জেনারেল সঞ্জয় সিংঘল ।

উত্তরবঙ্গ সফরে এসে জওয়ানদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলেন তিনি। নির্বাচনী দায়িত্বে থাকা বাহিনীকে স্পষ্ট ভাষায় সতর্ক করে দেন, কোনও অবস্থাতেই মাথা গরম করা চলবে না। প্রশাসনিক মহলের মতে, ভোটের সময় অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতি সামলাতে এই বার্তাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। দু'দিনের কর্মসূচিতে তিনি শিলিগুড়ি ফ্রন্টিয়ার এলাকায় পৌঁছে বাহিনীর প্রস্তুতি খতিয়ে দেখেন। উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠকের পাশাপাশি জওয়ানদের মনোবল বাড়াতে একটি বিশেষ সম্মেলনও আয়োজন করা হয়। পরে জলপাইগুড়ির সেক্টর সদর দপ্তরে গিয়ে নিরাপত্তা ব্যবস্থার খুঁটিনাটি পর্যালোচনা করেন তিনি।

পরিদর্শনের সময় বাহিনীর কাজের ধরন, মোতায়েনের পরিকল্পনা এবং ভোটের দিন কীভাবে পরিস্থিতি সামলানো হবে; সব দিকেই নজর দেন ডিজি। একই সঙ্গে সীমান্তবর্তী এলাকাগুলির নিরাপত্তাও গুরুত্ব দিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানা গেছে। এক আধিকারিকের কথায়, নির্বাচন যেন নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়, সেটাই এখন প্রধান লক্ষ্য।

আর সেই লক্ষ্য পূরণে জওয়ানদের মানসিক প্রস্তুতি ও শৃঙ্খলাকেই সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে বাহিনী। শান্তিপূর্ণ ভোট করাতে কেন্দ্রীয় বাহিনীর ভূমিকা যে কতটা গুরুত্বপূর্ণ, তা আবারও স্পষ্ট হল এই সফরে।

গারুলিয়ায় রামনবমীর শোভাযাত্রায় অর্জুন সিংয়ের সঙ্গে পা মেলালেন সুনীল সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: শুক্রবার সন্ধেয় নোয়াপাড়া বিধানসভা কেন্দ্রের গারুলিয়ায় রামনবমীর শোভাযাত্রায় বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিংয়ের সঙ্গে পা মেলালেন প্রাক্তন বিধায়ক তথা তৃণমূল নেতা সুনীল সিং। পদ্ম প্রার্থীর সঙ্গে রামনবমীর শোভাযাত্রায় সুনীল সিংয়ের অংশগ্রহণ রাজনৈতিক মহলে চর্চার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে। তাহলে কি খুব শীঘ্রই অনুষ্ঠানিকভাবে দলবদল করতে চলেছেন নোয়াপাড়ার প্রাক্তন এই বিধায়ক। যদিও সুনীল সিংয়ের দাবি, গারুলিয়ার বুকে রামনবমীর এই শোভাযাত্রা অতি প্রাচীন।

এই শোভাযাত্রায় সব দলের লোকজনই সামিল হন। এদিন বিজেপি প্রার্থী শোভাযাত্রায় অংশ নিয়েছিলেন। তিনিও তাঁর সঙ্গে পা মেলালেন। খুব শীঘ্রই কি অনুষ্ঠানিকভাবে গেরুয়া শিবিরে যোগ দিচ্ছেন, এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি কিছুই বলতে চাননি। তিনি শুধু বলেছেন, 'দেখা যাক'। তবে নির্ভরযোগ্য সূত্র বলছে, খুব শীঘ্রই জার্সি বদল করতে চলেছেন নোয়াপাড়ার প্রাক্তন বিধায়ক। সূত্র বলছে, তৃণমূলে একেবারে কোণঠাসা হয়ে পড়েছিলেন প্রাক্তন বিধায়ক সুনীল সিং। তৃণমূলে তাঁকে গুরুত্বই দেওয়া হচ্ছে না। এমনকী নির্বাচনের সময়ও দল তাঁকে প্রাধান্য দিচ্ছে না। স্বভাবতই, তিনি ঘাসফুল ছেড়ে পদ্ম শিবিরে যোগ দিতে চলেছেন। উক্ত শোভাযাত্রায় এদিন হাজির ছিলেন বিজেপির ব্যারাকপুর জেলার সম্পাদক কুন্দন সিং, বিজয় কুমার পান্ডে প্রমুখ।

ভাঙড়ে সংঘর্ষের পর বোমা উদ্ধার, ভোটের আগে চরম উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, ভাঙড়: ভোটের প্রাক্কালে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ভাঙড় ফের অশান্তির কেন্দ্রবিন্দু। বৃহস্পতিবার রাতেই নওশাদ সিদ্দিকির সভা ঘিরে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে, আর তার রেশ কাটতে না কাটতেই শুক্রবার সকালে মিলল বিস্ফোরক ভর্তি ব্যাগ; ফলে পরিস্থিতি আরও জটিল হয়েছে।

আইএসএফের অভিযোগ, সভা শেষের পর তাদের সমর্থকদের উপর হামলা চালানো হয়। দলটির বক্তব্য, পরিকল্পিতভাবে আমাদের কর্মীদের উপর আক্রমণ করা হয়েছে, গাড়িও ভাঙচুর করা হয়েছে। যদিও তৃণমূলের তরফে সেই অভিযোগ খারিজ করে পাল্টা দাবি, অশান্তির সূত্রপাত আইএসএফের দিক থেকেই।

এ প্রসঙ্গে তৃণমূল প্রার্থী শওকত মোল্লা বলেন, এই ঘটনায় আমাদের কোনও ভূমিকা নেই, এটা সম্পূর্ণ ওদের নিজেদের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব। এরই মধ্যে চালতাবেড়িয়া এলাকায় উদ্ধার হয় দুটি ব্যাগ ভর্তি তাজা বোমা।

স্থানীয়দের সতর্কতায় পুলিশ খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, এলাকায় অশান্তি তৈরির উদ্দেশ্যেই বিস্ফোরক মজুত করা হয়েছিল। ভোটের মুখে এই ঘটনা প্রশাসনের নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে নতুন করে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করাল।

বাধ্য হয়ে মমতা ব্যানার্জিকে জয় শ্রীরাম বলতে হচ্ছে: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: নির্বাচনের আবহে রাজ্য জুড়ে সাড়ম্বরে পালিত 'রামনবমী'। মিশ্র ভাষাভাষীর শিল্পাঞ্চলেও ধুমধাম করেই পালিত হল 'রামনবমী' উৎসব। রামনবমী উপলক্ষে শুক্রবার বিকেলে কাঁকিনাড়ার আর্যসমাজ মোড় থেকে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়েছিল। উক্ত শোভাযাত্রায় অংশ নিয়ে নোয়াপাড়া কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী তথা প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং বলেন, এবারের রামনবমী উৎসব একটু আলাদা। এবারে গোটা রাজ্য 'রামময়' হয়ে গেছে। বাধ্য হয়ে মমতা ব্যানার্জিকেও জয় শ্রীরাম বলতে হচ্ছে। তাঁর দাবি, পরিবর্তন দেওয়ালে লেখা হয়ে গেছে। কিন্তু আপনারা সেটা দেখতে পারছেন না। অপরদিকে ভাটপাড়ার বিজেপি প্রার্থী পবন কুমার সিং বলেন, বাংলায় পরিবর্তনের ঝড় বইছে। তাই এবারে রামনবমী উৎসবের স্বাদটা আলাদা। তাঁর দাবি, শুধু ভাটপাড়া নয়, বাংলা জুড়ে এই পরিবর্তনের হওয়া বইছে। পবনের কথায়, জয়ের মার্জিনটা বড় ফ্যাক্টর নয়। মানুষের পাশে থেকে তিনি কাজ করতে চান। পবনের লক্ষ্য, মানুষের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত রাখা।

বকেয়া ডিএ মেটাতে প্রক্রিয়া শুরু, মার্চেই প্রথম কিস্তি দেওয়ার প্রস্তুতি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্য সরকারি কর্মী ও অবসরপ্রাপ্ত পেনশন প্রাপকদের বকেয়া মহার্ঘ ভাতা (ডিএ) মেটাতে প্রক্রিয়া শুরু করল অর্থ দপ্তর। অর্থ দপ্তরের নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে, সরকারি দপ্তরের ড্রয়িং অ্যান্ড ডিসবার্সিং আধিকারিকরা (ডিডিও) এবার বকেয়া ডিএ বিল প্রস্তুত করতে পারবেন। নবান্ন থেকে জারি হওয়া নির্দেশিকায় স্পষ্ট করা হয়েছে, এইচআরএমএস পোর্টালের মাধ্যমে কর্মীভিত্তিক বকেয়া ডিএর হিসাব তৈরি করে বিল জেনারেট করতে হবে। সংশ্লিষ্ট কর্মীদের বকেয়া টাকার হিসাব যাচাইয়ের পর তা জেনারেল প্রভিডেন্ট ফান্ড (জিপিএফ) অ্যাকাউন্টে জমা করা হবে। অর্থ দপ্তরের ১৩ মার্চের বিজ্ঞপ্তির ভিত্তিতেই এই প্রক্রিয়া চালু হয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী নজরদারি কমিটির সুপারিশ মেনেই এই পদক্ষেপ বলে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে। প্রাথমিকভাবে ২০১৬ সালের জানুয়ারি থেকে ২০১৯ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত বকেয়া ডিএ দু'টি কিস্তিতে মেটানো হবে।

পঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংকের নতুন সার্কেল অফিসের উদ্বোধন

■ মুর্শিদাবাদ পঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংকের (পিএনবি) নতুন সার্কেল অফিস উদ্বোধন হল মুর্শিদাবাদের বহরমপুরে। এই আধুনিক কেন্দ্রটির লক্ষ্য হল প্রশাসনিক দক্ষতা বৃদ্ধি করা, গ্রাহক পরিষেবা উন্নত করা এবং জেলায় ব্যাংকটির উপস্থিতি আরও শক্তিশালী করা। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংক, দুর্গাপুর জোনের জোনাল ম্যানেজার সঞ্জীব কুমার, ডাব্লুবিজিবির চেয়ারম্যান অলোক কুমার গোয়েল, ভাগীরথী মিল্ক কো-অপারেটিভ প্রোডিউসার্স ইউনিয়ন লিমিটেডের এমডি ডঃ বিজয় অধিকারী, বিএসএনএল-এর ডিজিএম সব্যসাচী খিল্লার, বিএসএনএল-এর এজিএম রাম বিলাস সিং এবং পঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংকের অন্যান্য আধিকারিকরা।

সাবওয়ে কাজের জেরে ট্রেন বাতিল, সময় বদল

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: ভারতীয় রেল-এর হাওড়া বিভাগে পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজে বড়সড় প্রভাব পড়ল ট্রেন চলাচলে। রিষড়া স্টেশন সংলগ্ন লেভেল ক্রসিংয়ে সাবওয়ে তৈরির জন্য ২৮ মার্চ রাত্রি ১০টা ৪০ মিনিট থেকে ২৯ মার্চ সকাল ৬টা ৫০ মিনিট পর্যন্ত আপ ও রিভার্সিবল লাইনে এবং ভোর ৩টা ৫৫ মিনিট পর্যন্ত ডাউন লাইনে ট্রাফিক ব্লক নেওয়া হচ্ছে।

রেলের তরফে জানানো হয়েছে, নিরাপত্তা বাড়ানো ও স্থায়ী উন্নয়নের স্বার্থেই এই ব্লক জরুরি। এর জেরে ২৮ মার্চ হাওড়া-ব্যান্ডেল (৩৭২৮৩, ৩৭২৮৫, ৩৭২৮৭, ৩৭২৮৯, ৩৭২৯১), হাওড়া-তারকেশ্বর (৩৭৩৪৭, ৩৭৩৪৯, ৩৭৩৫১), হাওড়া-বর্ধমান (৩৭৮৫৭) আপ ইএমইউ বাতিল। একই দিনে ডাউন লাইনে ব্যান্ডেল-হাওড়া (৩৭২৮৬, ৩৭২৮৮, ৩৭২৯০), তারকেশ্বর-হাওড়া (৩৭৩৫৮), গোঘাট-হাওড়া (৩৭৩৮২, ৩৭৩৮৪), বর্ধমান-হাওড়া (৩৭৮৫৪) বন্ধ থাকছে।

২৯ মার্চও একাধিক ট্রেন বাতিল; হাওড়া-ব্যান্ডেল (৩৭২১১, ৩৭২১৩), হাওড়া-তারকেশ্বর (৩৭৩১১, ৩৭৩১৩, ৩৭৩১৫), হাওড়া-বর্ধমান (৩৭৮১১, ৩৭৮১৩, ৩৭৮১৫) সহ বিভিন্ন রুটে পরিষেবা মিলবে না। এছাড়া ১৩০২৭ কবিগুরু এক্সপ্রেস ও ১৩০২৯ মোকামা এক্সপ্রেস ঘুরপথে চলবে।

নির্বাচনের আগে পুলিশের জন্য কড়া নির্দেশিকা
গাফিলতিতে শাস্তির হুঁশিয়ারি কমিশনের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বিধানসভা ভোটের আগে রাজ্যের বেশ কিছু এলাকা থেকে হিংসা ও অশান্তির ঘটনা সামনে আসার প্রেক্ষিতে নির্বাচন কমিশন রাজ্যের পুলিশ প্রশাসনের উপর নজরদারি আরও কঠোর করছে। সাব-ডিভিশনাল ডেপুটি সুপারিন্টেনডেন্ট থেকে শুরু করে থানার ওসি;সব স্তরের আধিকারিকদের জন্য কড়া নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে।

মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতর থেকে জারি করা নির্দেশে বলা হয়েছে, আগের নির্বাচনের সময় হওয়া অপরাধমূলক মামলাগুলির তদন্ত দ্রুত শেষ করে চার্জশিট জমা দিতে হবে। পাশাপাশি সমস্ত জামিন অযোগ্য গ্রেফতারি পরোয়ানা কার্যকর করা এবং পলাতক অভিযুক্তদের তালিকা তৈরি করে তাঁদের ধরতে বিশেষ উদ্যোগ নেওয়ার কথা বলা হয়েছে।

এছাড়া সম্ভাব্য দুষ্কৃতী, দাগি অপরাধী ও নির্বাচনী হিংসায় জড়িত ব্যক্তিদের চিহ্নিত করে আগাম ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন জেলা ও মহকুমার মধ্যে নিয়মিত সমন্বয় বৈঠক করে তথ্য আদানপ্রদান বাড়ানোর উপরও জোর দেওয়া হয়েছে।

থানার ওসিদের জন্য পৃথক নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, নির্বাচনকে কেন্দ্র করে শান্তি বজায় রাখতে সব ধরনের প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নিতে হবে। রাজনৈতিক কর্মসূচি, মিছিল, সভা;সব ক্ষেত্রেই

নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। পাশাপাশি আন্তঃজেলা ও আন্তঃরাজ্য সীমান্তে নাকা চেকিং জোরদার, যানবাহনে তল্লাশি এবং সিসিটিভি নজরদারি চালু রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

অপরাধপ্রবণ এলাকা চিহ্নিত করে সেখানে ২৪ ঘণ্টা টহলদারি চালানো, মাদক বা অবৈধ মদের পাচার রুখতে বিশেষ নজরদারির কথাও বলা হয়েছে। হোটেল, লজ বা ধর্মশালায় নিয়মিত তল্লাশির নির্দেশও দেওয়া হয়েছে।

কমিশন স্পষ্ট করে দিয়েছে, নির্বাচনী দায়িত্বে থাকা সমস্ত আধিকারিক নির্বাচন কমিশনের অধীনস্থ। দায়িত্বে গাফিলতি বা কোনও ধরনের অনিয়ম ধরা পড়লে কড়া শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে। নির্বাচনকে অবাধ ও শান্তিপূর্ণ করতে কোনওরকম শৈথিল্য বরদাস্ত করা হবে না বলেই বার্তা দিয়েছে কমিশন।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ২৮ মার্চ ২০২৬, ১৩ চৈত্র ১৪৩২ শনিবার

ভোটে বদলি বিতর্কে আদালতে টানাপোড়েন, রায় স্থগিত রাখল হাইকোর্ট

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভোটের প্রাক্কালে আমলা ও পুলিশকর্তাদের বদলি নিয়ে জট আরও ঘনীভূত। বিষয়টি ঘিরে দায়ের হওয়া জনস্বার্থ মামলায় শুনানি শেষ হলেও আপাতত রায় স্থগিত রাখল কলকাতা হাইকোর্ট। বদলির বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে আদালতের দ্বারস্থ হয় মামলাকারী পক্ষ। শুনানিতে পাল্টা সওয়াল করে জাতীয় নির্বাচন কমিশনের আইনজীবী জানান, অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় বাংলায় বদলির সংখ্যা বরং কম। তাঁর কথায়, অন্য রাজ্যগুলিতে এর চেয়ে অনেক বেশি আধিকারিককে সরানো হয়েছে, তাই এই সিদ্ধান্তকে অস্বাভাবিক বলা যায় না। কমিশনের তরফে আদালতে তুলে ধরা হয় পরিসংখ্যানও। দাবি করা হয়, বিহারে ৪৮, মহারাষ্ট্রে ৬১, উত্তরপ্রদেশে ৮৩ এবং মধ্যপ্রদেশে ৪৯ জন আধিকারিককে নির্বাচন-পূর্ব পর্যায়ে বদলি করা হয়েছিল। সেখানে

পশ্চিমবঙ্গে সেই সংখ্যা মাত্র ২৩।

অন্যদিকে, মামলাকারী পক্ষের আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় সরাসরি প্রশ্ন তোলেন, কেন সিআইএসএফ বা বিএসএফ-এর শীর্ষকর্তাদের বদলি করা হল না? কেন আগে জানানো হয়নি যে শীর্ষ আধিকারিকরা সঠিকভাবে কাজ করছেন না? রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল কিশোর দত্তও কমিশনের ক্ষমতা নিয়েই সংশয় প্রকাশ করেন। তাঁর বক্তব্য, সংবিধান অনুযায়ী কমিশন কি শীর্ষ আধিকারিকদেরও এভাবে সরাতে পারে? ডিজি বা আইজিপিকে কি করণিক ধরা যায়? সব পক্ষের যুক্তি শোনার পর প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ কমিশনকে সংশ্লিষ্ট নথি জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। সেই নথি খতিয়ে দেখেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানাবে আদালত। ভোটের আগে প্রশাসনিক রদবদল ঘিরে এই আইনি লড়াই যে নির্বাচনী আবহে নতুন মাত্রা যোগ করল, তা বলাই যায়।

বিশ্বজুড়ে অর্থনৈতিক মন্দা থাকলেও ভারত এগোচ্ছে: শমীক

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতার মুরলীধর সেন লেনে রাজ্য বিজেপির দপ্তরে শুক্রবার সাংবাদিক বৈঠক থেকে তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানালেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট টেনে এনে তিনি জ্বালানি নীতিতে কেন্দ্রের ভূমিকা তুলে ধরেন। তাঁর কথায়, মধ্যপ্রাচ্যের সংঘাত ঘিরে দেশে বিভ্রান্তি ছড়ানোর চেষ্টা হচ্ছিল, সেই সময় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ডিজেলের উপর এক্সাইজ শুল্ক ১০ টাকা কমিয়েছেন, বিমান পরিষেবাতেও শুল্ক হ্রাস করা হয়েছে। তিনি আরও বলেন, বিশ্বজুড়ে অর্থনৈতিক মন্দা থাকলেও ভারত এগোচ্ছে, আমরা প্রধানমন্ত্রীর কাছে কৃতজ্ঞ।

এরপরই রাজ্যের পরিস্থিতি নিয়ে সরব হয়ে তাঁর অভিযোগ, সরকারি কর্মচারীদের উপর চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে, দপ্তরে অনধিকার প্রবেশ ঘটছে; এই অবস্থাই এখন বাস্তব। একইসঙ্গে তাঁর দাবি, এই সরকার কাগজে কলমে আর অল্প সময়ের অতিথি, মানুষ ইতিমধ্যেই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন।

আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, শিক্ষক আক্রান্ত, বিরোধী কর্মী আক্রান্ত; হিংসার চিত্র উদ্বেগজনক, এবং যোগ করেন, আমরা নির্বাচন কমিশনের কাছে আশা রাখি, ভোট হবে সম্পূর্ণ ভয়হীন। শিল্প পরিস্থিতি নিয়েও কড়া সুরে তিনি বলেন, হাজার হাজার কারখানা বন্ধ, বহু সংস্থা লিকুইডেশনের মুখে, রাজ্যে বিনিয়োগের পরিবেশ কার্যত ভেঙে পড়েছে।

অন্যদিকে, নির্বাচনের উত্তপ্ত

আবহে রামনবমীর পুজোর মধ্যে সাংস্কৃতিক পরিচয়কে সামনে এনে শুক্রবার শমীক ভট্টাচার্য বলেন, রামই ভারত, ভারতই রাম। তাঁর বক্তব্যে উঠে এল ধর্ম, ইতিহাস ও জাতীয় চেতনার মিশ্র সুর। স্পষ্ট ভাষায় তিনি বলেন, রাম কোনও কেবল ধর্মীয় চরিত্র নন, তিনি ভারতের আত্মা ও সভ্যতার প্রতীক। রামকে অস্বীকার করা মানে ভারতকেই অস্বীকার করা। এই মন্তব্য ঘিরে রাজনৈতিক মহলে তীব্র প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়েছে। শাসকদলের একাংশ পাল্টা কটাক্ষ ছুড়ে বলেছে, ধর্মের আবেগকে সামনে এনে ভোটের মেরুকরণ করার চেষ্টা চলছে। যদিও ভারতীয় জনতা পার্টি-র নেতৃত্বের দাবি, এটি বিভাজনের রাজনীতি নয়, বরং দেশের সাংস্কৃতিক ঐক্যের প্রশ্ন। শমীক আরও বলেন, ভারতের চেতনা বুঝতে হলে রামকে বুঝতে হবে। এই ঐতিহ্যই আমাদের একসূত্রে বেঁধে রেখেছে। তাঁর এই মন্তব্যে স্পষ্ট, নির্বাচনের আগে আদর্শ ও পরিচয়ের প্রশ্নকেই রাজনৈতিক লড়াইয়ের কেন্দ্রে আনতে চাইছে বিজেপি।

পানিহাটিতে জমে উঠেছে ত্রিমুখী লড়াই, রয়েছে অভয়া-কাণ্ডের প্রভাব

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: উত্তর ২৪ পরগনা জেলার পানিহাটি বিধানসভা ক্ষেত্রটি ২০২৬ সালের নির্বাচনে এবারের রাজ্যের অন্যতম আলোচিত আসনে পরিণত হয়েছে। সাধারণত শান্ত ও কম আলোচিত এই কেন্দ্র এবার রাজনৈতিক, সামাজিক ও আবেগগত কারণে আলোচনার কেন্দ্রে উঠে এসেছে। এর প্রধান কারণ হল, ভারতীয় জনতা পার্টি এইবার এখানে আরজি করের নিহত চিকিৎসকের মা রত্না দেবনাথ-কে প্রার্থী করেছে। ফলে, এখানে তৃণমূল কংগ্রেস, বিজেপি ও ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির (মার্ক্সবাদী) মধ্যে সরাসরি ত্রিমুখী লড়াই তৈরি করেছে।

পানিহাটি কেন্দ্রটি দমদম লোকসভা ক্ষেত্রের অংশ এবং পানিহাটি পুরসভার ২৯টি ওয়ার্ড নিয়ে গঠিত। এমনিতে এই আসনটি বামেদের ঘাঁটি, যেখানে সিপিআইএম আটবার জয় লাভ করেছে। তবে ২০১১ সালের পর থেকে এখানে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাধান্য রয়েছে এবং ধারাবাহিক তিনবার জয়ী হয়েছে। এবারের নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস বিধায়ক নির্মল ঘোষকে টিকিট না দিয়ে তাঁর পুত্র তীর্থঙ্কর ঘোষকে ভোট ময়দানে লড়াইয়ে নামিয়েছে। নির্মল ঘোষ দীর্ঘদিন ধরে এই এলাকার রাজনীতিতে নিজের শক্ত অবস্থান ধরে রেখেছেন, কিন্তু আরজিকর কাণ্ডে তাঁর নাম আসার পর দল তাঁর পুত্র তীর্থঙ্কর ঘোষকে টিকিট দিয়েছে।

অন্যদিকে, বিজেপি এই আসনে আরজি করে নিহত চিকিৎসকের মা রত্না দেবনাথকে প্রার্থী করেছে।

বিজেপি এখানে সেই সহানুভূতিকে কাজে লাগিয়ে ভোট ঘরে তুলতে চাইছে। এছাড়া, দেবনাথ পরিবার এই বিধানসভা এলাকারই ভোটার, ফলে বাড়তি সুবিধা দেবে বলে মনে করা হচ্ছে। আর, সিপিআই(এম) তাদের সক্রিয় তরুণ নেতা কলতান দাশগুপ্তকে প্রার্থী করেছে। তিনি আরজি কর আন্দোলনের অন্যতম একজন।

ভোটের আগে কলকাতায় কড়া নজরদারি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আসন্ন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন ২০২৬ সামনে রেখে নিরাপত্তা বলয়ে জোরদার কড়াকড়ি শুরু হল কলকাতা জুড়ে। নির্বাচন কমিশনের নির্দেশে শহরের প্রতিটি বিধানসভা এলাকায় নজরদারির মাত্রা বাড়িয়ে একাধিক চেকপোস্ট গড়ে তোলার কাজ দ্রুত এগোচ্ছে। সূত্রের দাবি, আগের তুলনায় এবার নজরদারি তিনগুণ বৃদ্ধি করা হয়েছে, যাতে বেআইনি লেনদেন বা অস্ত্র পাচার রোখা যায়।

পুলিশের এক কর্তা স্পষ্ট ভাষায় জানিয়েছেন, শান্তিপূর্ণ ভোট নিশ্চিত করাই আমাদের প্রথম লক্ষ্য, কোনওরকম ঝুঁকি নেওয়া হবে না। প্রতিটি তল্লাশি কেন্দ্রে থাকছে প্রশাসনিক আধিকারিকের তত্ত্বাবধান, সঙ্গে কেন্দ্রীয় বাহিনী ও পুলিশ সদস্যদের সমন্বিত দল। গোটা প্রক্রিয়া ভিডিও বন্দি করে নথিভুক্ত করার ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে। নির্বাচনী বিধি লঙ্ঘন ঠেকাতে নগদ অর্থ, মদ ও অস্ত্রের উপর বিশেষ নজরদারি চালানো হচ্ছে। প্রশাসনের মতে, এই কঠোর পদক্ষেপে ভোটের আগে শহরের নিরাপত্তা আরও মজবুত হবে এবং সাধারণ মানুষের আস্থা বাড়বে।

বাঘাযতীনে রামনবমীর প্রসাদ বিতরণ করছেন বিজেপি প্রার্থী শর্বরী মুখার্জি।

এলপিজির দাম বৃদ্ধি ও সরবরাহ সংকটে সিলিন্ডার কাঁধে প্রতিবাদ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: **এলপিজির মূল্যবৃদ্ধি ও সরবরাহ সংকটকে কেন্দ্র করে শহরে প্রতিবাদের ঝড় উঠল। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অটো সংকট, ফলে নিত্যদিনের যাতায়াতে চরম ভোগান্তির মুখে পড়েছেন সাধারণ মানুষ। শুক্রবার ভোর থেকেই শহরের বিভিন্ন অটো স্ট্যান্ডে অটো না থাকায় যাত্রীদের দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করতে দেখা যায়। এই পরিস্থিতির প্রতিবাদে আইএনটিইউসি সেবাদলের উদ্যোগে অভিনব প্রতিবাদ কর্মসূচি নেওয়া হয়। মহম্মদ আলি পার্ক থেকে সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউয়ের বিজেপি অফিস পর্যন্ত খালি গ্যাস সিলিন্ডার মাথায় নিয়ে মিছিল করেন প্রতিবাদীরা। তাদের অভিযোগ, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির কারণে যুদ্ধ শুরু হওয়ার পরও কেন্দ্র সরকার দীর্ঘমেয়াদী কোনো পরিকল্পনা নেয়নি, যার ফলেই এনার্জি সংকট তৈরি হয়েছে।**

গ্যাস সংকটে ভাঙছে পুরনো ছক, ইন্ডাকশনে টিকে চা-দোকান

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতার খাদ্যব্যবস্থায় নীরব কিন্তু গভীর পরিবর্তনের ইঙ্গিত মিলছে জ্বালানির অস্বাভাবিক সংকটকে ঘিরে। বাণিজ্যিক গ্যাসের অপ্রতুলতা ও অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির চাপে ছোট ব্যবসায়ীরা যখন দিশেহারা, তখন কেউ কেউ বাধ্য হয়ে বেছে নিচ্ছেন বিকল্প পথ। সেই ছবিই উঠে এল বাগবাজারে। সেখানে বহুদিনের পরিচিত চা বিক্রেতা কার্তিকের দোকানে আর নেই আগের মতো কয়লা বা গ্যাসের চুল্লি। এখন পুরো দোকান চলছে ইন্ডাকশন ওভেনের উপর নির্ভর করে। সীমিত পরিসরেও তিনি নতুন পদ্ধতিতে ব্যবসা ধরে রাখার চেষ্টা করছেন।

কার্তিকের কথায়, গ্যাসের দাম এমন জায়গায় পৌঁছেছে যে সেই খরচ তুলে ব্যবসা চালানো অসম্ভব। তাই এখন ইন্ডাকশনে এসেছি। বিদ্যুতের খরচ আছে, তা গ্যাসের থেকে অনেক কম। আর নিয়মিত কাজটা চালানো যাচ্ছে। এই পরিবর্তন শুধু এক ব্যক্তির নয়, বরং শহরের ক্ষুদ্র খাদ্য ব্যবসায়ীদের এক নতুন অভিযোজনের প্রতিচ্ছবি। যেখানে বড় হোটেল বন্ধ হওয়ার খবর মিলছে, সেখানে ছোট উদ্যোগপতিরা প্রযুক্তির সাহায্যে টিকে থাকার লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই প্রবণতা যদি দীর্ঘস্থায়ী হয়, তবে শহরের খাদ্য পরিষেবা খাতের কাঠামোতেই বড় রদবদল ঘটতে পারে।

আরজি করের লিফটে মৃত্যু: ধৃত ৩ লিফটম্যানই মদ্যপ অবস্থায় ডিউটিতে এসেছিলেন!

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আরজি করে লিফটে মৃত্যুর ঘটনায় সামনে এল ভয়ংকর তথ্য। জানা যাচ্ছে, ধৃত তিন লিফটম্যানই ওইদিন ছিলেন মদ্যপ। মদ্যপ অবস্থায় ডিউটি করতে এসেছিল তারা। তাই ভোররাতে যখন নাগেরবাজারের অরূপ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর স্ত্রী ও পুত্রকে নিয়ে ট্রমা কেয়ারের ২ নম্বর লিফটে বিপর্যয়ের মুখে পড়েন, মদ্যপ তিনজনে বুঝতে পারেননি ঠিক কী করণীয় তাদের। এমনকী, তালা ভাঙলেই যে সহজে বেসমেন্টে পাঠিয়ে অনেক আগেই তিনজনকে উদ্ধার করা সম্ভব হত, তা যে ওই মদ্যপ লিফটম্যানদের মাথায় আসেনি। অনিচ্ছাকৃত খুনের এই ঘটনায় লালবাজারের গোয়েন্দাদের তদন্তে উঠে এসেছে চাঞ্চল্যকর তথ্য। এমনকী, গোয়েন্দাদের টানা জেরার মুখে লিফটম্যানরা তা স্বীকারও করেছে বলে সূত্রের খবর। তারা নাকি জেরার মুখে পুলিশকে এ-ও জানিয়েছে যে, প্রায়শই তারা ও আরজি করের অন্য লিফটম্যানরাও মদ্যপান করেই ডিউটি করতে আসে।

পুলিশ জানিয়েছে, ট্রমা কেয়ারের একেকটি লিফটের দায়িত্বে ছিল একেকজন লিফটম্যান। রাত দশটা নাগাদ তাদের ডিউটি শুরুর কথা। গোয়েন্দারা জেনেছেন, গত ১৯ মার্চ, ঘটনার দিন সন্ধ্যার পর থেকেই তারা বাইরের ঠেকে বসে মদ্যপান করে। যদিও পুলিশের কাছে খবর, তারা একসঙ্গে মদ্যপান করেনি। আলাদা আলাদাভাবেই নিজেদের মতো মদ্যপান করে। মদ্যপ অবস্থায় সেদিন রাত দশটা নাগাদ তিন লিফটম্যান প্রবেশ করে আরজি করে। তারা খাতায় কলমে যে যার লিফটের দায়িত্ব নেয়। গোয়েন্দারা জেনেছেন, রাত বারোটা পর্যন্ত তারা লিফটের আশপাশেই ছিল। এখনও পর্যন্ত এই ঘটনার তদন্তে গোয়েন্দা পুলিশ আর জি করের প্রায় ৭০টি সিসিটিভির ফুটেজ খতিয়ে দেখছে। একাধিক ফুটেজে রাত বারোটা পর্যন্ত তাদের লিফটের ভিতর না থেকে বাইরে ঘোরাঘুরি করতে দেখা যায়। রাত বারোটার পর থেকে সিসিটিভির ফুটেজেও কোনও লিফটম্যানকে লিফটের ধারেকাছে দেখা যায়নি।

নির্বাচনের আগে রিটার্নিং অফিসার বদল, নন্দীগ্রামে নতুন দায়িত্বে রাজর্ষি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বিধানসভা ভোটের মুখে প্রশাসনিক কাঠামোয় গুরুত্বপূর্ণ রদবদল করল নির্বাচন কমিশন। একাধিক কেন্দ্রের রিটার্নিং অফিসার পরিবর্তনের পর নতুন করে নিয়োগ ও দায়িত্ব বণ্টনের সিদ্ধান্ত কার্যকর হয়েছে। এরই মধ্যে নন্দীগ্রাম কেন্দ্রে নতুন রিটার্নিং অফিসার হিসেবে দায়িত্ব পেলেন রাজর্ষি নাথ, যিনি রাজ্য সিভিল সার্ভিসের আধিকারিক। সূত্রের খবর, সম্প্রতি জারি হওয়া নির্দেশের ধারাবাহিকতায় কয়েকটি শূন্যপদ পূরণ করা হয়েছে। পাশাপাশি আরামবাগ মহকুমাশাসক হিসেবে দায়িত্ব পাওয়া রবি কুমার সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রের রিটার্নিং অফিসারের দায়িত্বও সামলাবেন।

ভবানীপুর কেন্দ্রকে ঘিরে জটিলতা এখনও কাটেনি। ওই কেন্দ্রের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিককে নিয়ে আপত্তি ওঠার পর নতুন করে নামের প্যানেল চাওয়া হয়েছে নবান্নের কাছে। কমিশনের এক কর্তার কথায়, নির্বাচনী প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা বজায় রাখতে প্রয়োজনীয় সব পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। অন্যদিকে, অভিযোগ উঠেছে কিছু নিয়োগকে ঘিরে রাজনৈতিক প্রভাবের আশঙ্কা রয়েছে। যদিও কমিশনের দাবি, প্রতিটি সিদ্ধান্তই প্রশাসনিক প্রয়োজন ও নিরপেক্ষতার ভিত্তিতে নেওয়া হয়েছে। নির্বাচনের আগে এই বদল রাজ্যের রাজনৈতিক মহলে নতুন করে জল্পনা উসকে দিল।

মে মাসেই সিবিএসসি ফল প্রকাশের সম্ভাবনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পরীক্ষার পর থেকেই উৎকণ্ঠায় দিন কাটছে সিবিএসসি-র দশম ও দ্বাদশ শ্রেণির পড়ুয়াদের। ফল প্রকাশের নির্দিষ্ট দিন এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে জানানো না হলেও, গত কয়েক বছরের ধারা বিশ্লেষণ করে বোঝা যাচ্ছে; মে মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহেই প্রকাশ হতে পারে ফলাফল। সাধারণত সকাল থেকে দুপুরের মধ্যে ফল ঘোষণার প্রবণতা রয়েছে বোর্ডের। ফলাফল জানতে পড়ুয়াদের নির্দিষ্ট ওয়েবসাইটে গিয়ে রোল নম্বর, স্কুল কোড, অ্যাডমিট কার্ড আইডি ও জন্মতারিখ দিতে হবে। পাশাপাশি মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমেও মার্কশিট দেখা যাবে। বোর্ড সূত্রে ইঙ্গিত, পরীক্ষার নতুন কাঠামোও এবারের ফল প্রকাশে প্রভাব ফেলতে পারে।

কয়লা দুর্নীতিতে পুলিশের ছায়া, তদন্তে নতুন মোড়

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যের বহুচর্চিত কয়লা পাচার কাণ্ডে তদন্তের পরিধি আরও বিস্তৃত করল কেন্দ্রীয় সংস্থা। আগেই একাধিক অভিযোগ সামনে এলেও এবার সরাসরি পুলিশি যোগসাজশের ইঙ্গিত মিলছে তদন্তকারীদের হাতে। সূত্রের দাবি, একাধিক থানার বর্তমান ও প্রাক্তন দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকদের ভূমিকা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তদন্তে উঠে আসা নথি ঘেঁটে সংশ্লিষ্ট এলাকার প্রশাসনিক কর্তাদের কাছ থেকে বিস্তারিত তথ্য চাওয়া হয়েছে। কোন সময়ে কে দায়িত্বে ছিলেন, কীভাবে কার্যক্রম চলেছে, এই সমস্ত তথ্যের ভিত্তিতেই জাল বিস্তার করছে সংস্থা। শিল্পাঞ্চল ঘিরে এই অনুসন্ধান বিশেষ গুরুত্ব পাচ্ছে।

এদিকে, তদন্তে অন্যতম নাম হিসেবে উঠে আসা এক প্রাক্তন থানার দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ সামনে এসেছে। বারবার নোটিস পাঠানো সত্ত্বেও তিনি হাজিরা না দেওয়ায় তাঁকে পলাতক বলেই চিহ্নিত করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার বক্তব্য, পাচার চক্রটি বিচ্ছিন্নভাবে নয়, একটি সুসংগঠিত ব্যবস্থার মাধ্যমে চলত, যেখানে প্রশাসনের একাংশের সহায়তা ছিল।

মনোনয়ন নিয়ে শুভেন্দুর জট কাটল, অপেক্ষা কৌস্তুভের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: নির্বাচনের প্রাক্কালে আইনি জটিলতা ঘিরে দুই বিজেপি নেতাকে কেন্দ্র করে ভিন্ন ছবি সামনে এল কলকাতায়। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর করা মামলার নিষ্পত্তি হয়ে গেলেও, ব্যারাকপুরের প্রার্থী কৌস্তভ বাগচীর ক্ষেত্রে এখনও অনিশ্চয়তা কাটেনি। রাজ্য পুলিশের সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ আদালতে জানায়, ২০২১ সালের পর থেকে শুভেন্দুর বিরুদ্ধে মোট ২৫টি ফৌজদারি মামলা নথিভুক্ত হয়েছে। এর সঙ্গে কলকাতা পুলিশের ৭টি মামলা যোগ করে মোট সংখ্যা দাঁড়ায় ৩২। এই তথ্য সামনে আসার পরই কলকাতা হাইকোর্টের একক বেঞ্চ বিষয়টি নিষ্পত্তি করে দেয়।

অন্যদিকে কৌস্তভ বাগচীর মামলায় সম্পূর্ণ চিত্র এখনও অস্পষ্ট। কলকাতা পুলিশের তথ্য অনুযায়ী তাঁর বিরুদ্ধে ৪টি মামলা রয়েছে, তবে রাজ্য পুলিশের পূর্ণাঙ্গ

রিপোর্ট জমা পড়েনি। বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য নির্দেশ দিয়েছেন, সম্পূর্ণ তথ্য জমা না পড়া পর্যন্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছনো সম্ভব নয়। ফলে আগামী ৩১ মার্চ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে কৌস্তভকে। ভোটের আগে এই আইনি পর্ব রাজনৈতিক অঙ্কে নতুন মাত্রা যোগ করেছে বলেই মনে করছে পর্যবেক্ষক মহল।

যাদবপুর বিধানসভার তৃণমূল প্রার্থী দেবব্রত মজুমদারের জনসংযোগ।

উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গে ঝড়-বৃষ্টির পূর্বাভাস, একাধিক জেলায় জারি সতর্কতা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ফের আবহাওয়া বদলের পূর্বাভাস দক্ষিণবঙ্গে, রবিবার পর্যন্ত একাধিক জেলায় ঝড়-বৃষ্টির পূর্বাভাস জারি করেছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। মূলত পশ্চিমের পাঁচটি জেলার জন্য জারি করা হয়েছে সতর্কতা। ঝড়-বৃষ্টির সতর্কতা জারি করা হয়েছে উত্তরবঙ্গেও। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর সূত্রের খবর, রবিবার পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সব জেলায় দফায় দফায় ঝড়-বৃষ্টি হতে পারে। কালবৈশাখীর হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে দক্ষিণবঙ্গ জুড়ে। আগামী ২৪ ঘণ্টায় পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর এবং পশ্চিম বর্ধমান জেলার কিছু অংশে বৃষ্টির সতর্কতা রয়েছে। ৫০ থেকে ৬০ কিলোমিটার পর্যন্ত গতিবেগে ঝড়ের সঙ্গে বজ্রপাত ও শিলাবৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা

রয়েছে। কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, দুই ২৪ পরগনা এবং নদিয়াতে ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝড়ো হাওয়ার সঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। শনিবার ও রবিবার কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। রবিবার উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, নদিয়া, মুর্শিদাবাদ- এই চার জেলাতে ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে।

উত্তরবঙ্গের পাঁচটি জেলা দার্জিলিং, কালিম্পং, কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ারে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। ২৮ তারিখ থেকে আগামী ৬ দিন প্রতিটি জেলাতেই হালকা থেকে মাঝারি ঝড়-বৃষ্টি চলবে। বৃষ্টির সৌজন্যে আবহাওয়া কিছুটা মনোরম হয়ে উঠবে। শুক্রবার সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৫.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ১.২ ডিগ্রি বেশি।

সম্পাদকীয়

পেট্রোপণ্যে সঙ্কট, গুজবে কান নয়, চোখ থাকুক বাস্তবে

সুদূর মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধ শুরু হতেই দেশে পেট্রো পণ্যের সঙ্কট দেখা দিয়েছে। দেশে পেট্রো পণ্য আমদানিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে হরমুজ প্রণালী। ইরানের হুমকির মুখে এখন সাময়িক বন্ধ হয়েছে ওই রুট। এটা অবশ্যই একটা সঙ্কট। আর এই সমস্যা মেটানো কোনও একটা দেশের পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু এটাও সত্যি যে এর জেরে বিপদে আমরাও পড়েছি। যুদ্ধের জেরে বিশ্বজুড়ে বাড়ছে জ্বালানির দাম। সমস্যা হচ্ছে দেশে। সেই সমস্যা নিজেদের মতো করে মেটানের চেষ্টা করছে মোদি সরকার। কিন্তু এরই মধ্যে আচমকা গেল গেল রব তুলে আসরে নেমে পড়েছে বিরোধীরা। 'সব শেষ, এমন ভাব করে প্রচারে নেমে পড়েছে তারা। দোসর হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়া। দেদার ভুয়ো খবর ও গুজবে ভরে গিয়েছে সোশ্যাল মিডিয়া। ছড়ানো হচ্ছে আতঙ্ক। কেউ বলছে দেশে নাকি ৯ দিনের মতো জ্বালানি মজুত আছে। কেউ বলছে ভাঁড়ার শেষ। আর ঘর থেকেই নাকি বেরনো যাবে না। কোথায় তো লকডাউনের স্মৃতিও উসকে দেওয়া হয়েছে। সব মিলিয়ে একটা অবাঞ্ছিত ও অনভিপ্রেত পরিস্থিতিকে হাতিয়ার করে সরকার বিরোধী খেলা শুরু হয়ে গিয়েছে। এবার যদি একটু কষ্ট করে গুজবে কান না দিয়ে বাস্তবে চোখ রাখা যায়, তাহলে দেখা আসল ছবিটা। হ্যাঁ, সঙ্কট তো আছে, কেউ অস্বীকার করছে না, কিন্তু যে হারে গুজব ছড়ানো হচ্ছে আদতে ব্যাপারটা একেবারেই তা নয়। যাবতীয় উদ্বেগ ও গুজব উড়িয়ে কেন্দ্রীয় সরকার স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, ভারত জ্বালানির ক্ষেত্রে স্বাবলম্বী। সব দেশের মধ্যে ভারতই সবথেকে স্থিতিশীল ও নিরাপদ অবস্থায় রয়েছে। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রকের বক্তব্য, দেশে সামান্যতম জ্বালানি সংকট নেই। সরকারের কাছে ২ মাসের অশোধিত তেল মজুত রয়েছে। রান্নার গ্যাসের রিজার্ভ আছে এক মাসের। পাশাপাশি রান্নার গ্যাসের উৎপাদন বৃদ্ধি হয়েছে সাধারণ সময়ের তুলনায় ৪০ শতাংশ বেশি। অতএব বাস্তবাটা যা রটছে মোটেই তা নয়। রান্নার গ্যাস নিয়ে এত হাহাকার ও গুজবের কোনও সারবত্তাই নেই। আমেরিকা, রাশিয়া, অস্ট্রেলিয়া থেকে ৮ লক্ষ মেট্রিক টন এলপিজি কার্গো জাহাজ ভারতে আসছে। ফলে সঙ্কট থাকলেও আতঙ্কের কিছু নয়।

শব্দছক ১১৩

রবি দাস

১	■	২		৩		■	৪
৫	৬		■		■	৭	
৮		■	৯		১০		
	■	১১		■	১২		■
■	১৩		■	১৪		■	১৫
১৬			১৭		■	১৮	
১৯		■		■	২০		
	■	২১				■	

পাশাপাশি: ২. অঞ্চল বিষয়ক ৫. দীর্ঘকালযাবৎ সম্মানিত ৭. সাকুল্য ৮. ধারণকারিণী ৯. আড়চোখের চাওয়া ১১. হত্যা ১২. পুকুরের জলজ গাছ ১৩. ধূলার ঝড় ১৪. কর্ণ ১৬. লক্ষ্য করা ১৮. পিতা ১৯. রক্তের রঙ ২০. ভারতীয় এক পল্লীসঙ্গীত ২১. শিব

ওপর-নিচ: ১. সতর্কতা ২. প্রথম বা প্রাচীন ৩. ক্ষুদ্র চিঠি ৪. শেষপাতে চেটে খাওয়ার টকমিষ্টি শব্দ ৬. নেতার স্ত্রীলিঙ্গ ৭. নদী সাগরের মিলনস্থল ৯. জলস্ফিতি রোধক প্রাচীর ১০. উতরের বিপরীতার্থক শব্দ ১১. কানে কালা ১৩. শাড়ীর খুঁট ১৪. জেলখানা ১৫. উন্মুখ ১৬. ফুলের রানী ১৭. বর্ষার ফুল (কদম্ব) ১৮. শিকারী পক্ষী ২০. শরতে ফোটা গুচ্ছফুল

সমাধান ১১২ — পাশাপাশি: ১. মনিব ৩. অপকর্ম ৪. রদন ৫. শশধর ৭. গদী ১০. লক্ষ ১২. টাকমাথা ১৪. ধবল ১৫. আড্ডামারা ১৬. কবর

ওপর-নিচ : ১. মনোযোগ ২. বরদা ৩. অনশন ৬. ধকল ৮. দীপক ৯. মাথাধরা ১১. ক্ষতিকর ১৩. চালক

আজকের দিন

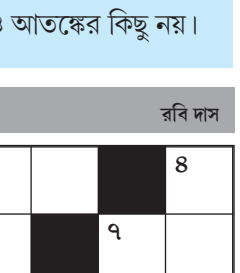

■ **১৯৫৯** — গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের রাষ্ট্রীয় পরিষদ তিব্বত সরকারকে বিলুপ্ত করে।

■ **১৯৬৯** — প্রাক্তন মার্কিন রাষ্ট্রপতি ডোয়াইট ডি. আইজেনহাওয়ার মৃত্যুবরণ করেন।

■ **১৯৭৭** — মোরারজি দেশাই ভারতের প্রধানমন্ত্রী হন এবং কংগ্রেস দলের প্রথম শাসনের অবসান ঘটে।

জন্মদিন

১৯২৬ *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় পলি উমরিগড়ের জন্মদিন।*

১৯৪৮ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী মুনমুন সেনের জন্মদিন।*

১৯৭৫ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা অক্ষয় খান্নার জন্মদিন।*

পলি উমরিগড়

রামনবমী

অবাঙালি (?) মিউজিক, তেজ ধ্বনি এবং প্রতিরোধ রণহুঙ্কার

ড. রাজলক্ষ্মী বসু

আমাদের সনাতন সংস্কৃতিতে কোথাও বুদ্ধি তেজ নিষ্ক্রিয়তা স্থান পায়নি। সীতা কি কম তেজি? বাল্মিকী রামায়ণে , সীতা রাবণের সাথে তর্ক বিতর্কে লিপ্ত। অথচ কৃত্তিবাসী রামায়ণে সীতা কাঁদছেন। এত গুলো কথা এই জন্যই দরকার, আজ সময়ের জন্য বিবেচনা করি কোন রাম জরুরী। বাঙালির হাসি মুখের ঘরোয়া রাম নাকি তেজী রাম! কোন রামচন্দ্র জেহাদিদের থেকে সীমান্ত সুরক্ষার প্রতিরোধ হবেন। কোন রামচন্দ্র দরকার যিনি সীতা খুঁজছেন নাকি যিনি অস্ত্র হাতে রাবণ বধ করছেন। খুব অপ্রিয় ইতিহাস ব্যাখ্যা এটাই, মধ্যযুগে মুসলিম শাসকদের সাথে প্রত্যক্ষ সংঘাত এড়িয়ে কৃত্তিবাসী রামায়ণ তৈরী। এটা ছিল যুগের আধিপত্যবাদ। কৃত্তিবাসী রামায়ণ নিশ্চিত ভাবে মধুর। কিন্তু তাতে তেজ কোই! আজকেও আবার যুগের আধিপত্যবাদ হাজির। মৌলবাদী শক্তির কুকর্ম সর্বত্র আগ্রাসী , সর্বস্তরেই মৌলবাদী শক্তির কুক্ষিগত করার অপকৌশল একাংশ বাঙালির এখনও চোখে পড়ছে না, একাংশ না বোঝার ভান করছে কারণ তারা স্বার্থের সেকুলার।

বাঙালির রামচন্দ্র ভাত খাবে, পূজা করবে, সীতার জন্য পাগলের মত ঘুরবে, স্মিত মুখ, শান্ত। রামচন্দ্র মানে পাঁচালি। শ্রীরামচন্দ্র কৃপালু ভজমন- গোস্বামী তুলসীদাসের ভজন। যেখানে রামচন্দ্র গুণকীর্তণ চলে। রামনবমী? বাঙালির রামচন্দ্র তো ঠিক এমন না! বলছে, বলছে কালচারাল মার্কসিজম, আঁতেলিজম, স্যাকুলারিজম রামনবমীর বিকেল থেকেই অ্যালার্জি আসার মত প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে বলেছে- এই রামনবমী আমাদের বাঙালির সংস্কৃতি না। কমিউনিস্টদের মুখে আগেও শোনা গেছে, এমন রাগী মুখের রামচন্দ্র আমাদের না। রামচন্দ্র হবেন হাসিমুখ ভরা, শান্ত, স্নিগ্ধ। প্রথম কথা, রামের মুখে ক্রোধ কিভাবে আবিষ্কার হল তা তারাই জানে। আরো বড় কথা এই, হিন্দুদের প্রতিরোধী মূর্তি অনেক স্যাকুলারের কাছে অপছন্দের। তারা শ্রীকৃষ্ণের রাশ লীলা পছন্দ করবে কিন্তু চক্র শঙ্খধারী রূপের বিষয়ে চুপ। তারা ন্যাকা চৈতন্য বলবে, বলে আনন্দ পাবে। যদি উল্লেখ করি তিনিও কিন্তু সুদর্শন চক্র স্মরণ করেছিলেন। তখন স্যাকুলারিজম বলবে ওটা বাঙালির চৈতন্যদেব নন, নিমাই নন। ও বিহারী উত্তরপ্রদেশী প্রভাব। চৈতন্যদেব অতি অবশ্যই প্রেম মানবধর্মের প্রতীক। মানবধর্ম প্রতিষ্ঠায় আঁতেলরা কখনওই চৈতন্যদেবের উদাহরণ আনে না, যিনি ঝুঁটি ধরে নাড়িয়েছিলেন পুরো বাঙালি সহ মানবজাতিকে।সেই বোধের চৈতন্যধারা আঁতেলিজম গ্রাস করে বলেই রামনবমীটা বাঙালির হয় না। নিরপেক্ষ ভাবে বললে, ওই ডিজে চড়া মিউজিক সত্যিই বাঙালি আগে দেখেনি। যদি ওরা আমরা ভেদ করি, তাহলে সত্যিই তা অনেক বেশী ওদের অর্থাত বিহার উত্তরপ্রদেশ ঝাড়খণ্ড ঘেঁষা সাংস্কৃতিক বহিঃপ্রকাশ। এখন কী করা যাবে! দীর্ঘ ৩৪ বছরের বামপন্থী সিলেবাসে রামচন্দ্রতো লেনিনবাদ এমনকি ১২ ই জুলাই কমিটি, কোঅরডিনেশন কমিটির প্রস্তাবের থেকেও কখনও এতটুকুও গুরুত্বপূর্ণ হয়নি। রামচন্দ্র মানে ছোটোদের ছবিতে রামায়ণেই সীমাবদ্ধ। বাঙালির রামচন্দ্র বলে যারা আজ শ্রেণিবিন্যাস করছে, তারা কেন বাঙালির কৃত্তিবাস ওঝার ঘরোয়া রামচন্দ্রকেও মর্যাদা পুরুষোত্তম বলে সাংস্কৃতিক অভ্যাসে প্রতিষ্ঠিত করেনি। আজকেও যদি তীব্র মিউজিকের রামনবমীর রামচন্দ্র বহিরাগত হন, তাহলে বাম ইন্টেলেকচুয়ালস কেন আমাদের রামচন্দ্র' র ওপর কোনো প্রকাশ্য আলোচনা, চর্চা, গবেষণা, সেমিনার কিছুই করেনা। বাঙালির সংস্কৃতি সংরক্ষণের জন্য যাদের এত মাথাব্যথা তারা কিন্ত একবারও বলে না- এটাও বাঙালির সংস্কৃতি না, যেখানে আরবি মিশ্রিত হিন্দি বলে একজন বাংলাভাষী প্রমাণ করেন তিনি ভালো মুসলিম। এটাও আমাদের নিউ মার্কেট না, যেখানে কাতারে কাতারে আরব ভক্ত আরবি পোশাক রীতি অবলম্বন করে ঘুরে বেড়ায়, ভিড় করে। বাঙালির সংস্কৃতি কখনও মৌলবী ছায়ায় রাজনীতি করেনি, আজ করছে, ভোট বাড়ছে । বাঙালি সংস্কৃতি ভাষা শব্দ চয়নে জেনে বুঝে সাম্প্রদায়িক রঙ আনত না। ভোট ব্যাঙ্ক শেখাল এ রাজ্যের অনেক বিধানসভা- ওয়ার্ড- বুথ - কলোনী- জেলা- গ্রাম আরবি ইসলামের তোষন করে। অমনি ইচ্ছাকৃত ভাবে বাবা হল আব্বা। মা আম্মু। যখন থেকে আম্মু আব্বা জোরদার হল তখন থেকেই রামচন্দ্র হয়ে উঠল জাস্ট কাল্পনিক দেবতা।

আদর্শ পুরুষোত্তম চরিত্র থেকে তিনি হয়ে উঠলেন বহিরাগত দেবতা। সময় বদল, রাজনৈতিক মহলে হিন্দু ভোটটাও বালাই, তৃণমূল কংগ্রেস সুর বদলে রামচন্দ্র বিষয়ে ভোল বদল করল। রামচন্দ্র কোনো রাজনৈতিক দলের না, কোনো বিশেষ শ্রেনী জাত ধর্মেরও নন। একথা সারা বিশ্ব বুঝল কিন্ত কালচারাল মার্কসবাদ এখনও কৃত্রিম ভেদাভেদ রেখেই চলছে। এখন যদি কেউ জিজ্ঞেস করে, রামনবমীর চড়া মিউজিক পছন্দ নাকি রবীন্দ্র সঙ্গীত। অবশ্যই রবীন্দ্র সঙ্গীত। সমস্যার শিকড়ে যাই। আমরা এমন এক পরিবর্তিত জনবিন্যাস, সীমান্ত বাংলাদেশের আরবি উপদ্রবের ঘনিষ্ট এবং বিতর্কের সাথে বললে- সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের মধ্যেই আছি । যে পরিস্থিতির জন্য এখন মিনমিন করা রামচন্দ্র পাঁচালী খানিক বেমানান। আজ কাল পরশু যদি আওয়াজ সহযোগে রামনবমী হয় তবেই পরের প্রজন্মের হাতে রবীন্দ্রনাথ শক্তি চট্টোপাধ্যায় থাকবে। শুরুতেই বললাম, এই তীব্র মিউজিক সত্যিই আমাদের বাঙালির খুব ললিত সংস্কৃতির অংশ না। কিন্ত আজ অংশ হচ্ছে । কারণ এই মিউজিক বুক চিতিয়ে বাজিয়ে বুক ঠুকে সেই ছেলেটা বলে আমি হিন্দু। যে ছেলেটাকে সীমান্তে পপুলেশন ডেমোগ্রাফি বদলের সাথে রোজ সংঘর্ষ করতে হয়। সংঘর্ষ চলে রোজগারে, সংসার বাঁচানোর। তুলসী মঞ্চ বাঁচানোর সংঘর্ষ যাদবপুরের গাঁজা খাওয়া ইনফিউশন প্রেমী, হাতে ইনকিলাব লেখা সুবিধাবাদী আঁতেলিজম বুঝেও না বোঝার ভান করে। কোনো প্রমত্ততা স্যাকুলারিজমের থেকে আশা করিনা। এখনও প্রকাশ্যে প্রশ্ন তোলে, প্রমাণ কী যে রাম এই দিনেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন! রামনবমীতো আর কোনো রাজনৈতিক দল সৃষ্টি করল না। প্রাগৈতিহাসিক সত্য এবং বাল্মিকী রামায়ণের আদিকান্ড কোনো রাজনৈতিক দলের ইসতিহার নয়। তা চিরন্তন তা শাশ্বত তা পরম সত্য। চৈত্র মাস ত্রেতা যুগ নবমী তিথি, পুনর্ব্বসু নক্ষত্রে কর্কট লগ্ন শুভযোগে রামচন্দ্রের জন্ম। বাল্মিকী রামায়ণের আদিকান্ডে অষ্টাদশ সর্গঃ স্পষ্ট উল্লেখ করছে-

রাম জন্মতিথি দিনের কথা। রাম মানে ধৈর্য, জিতেন্দ্রিয়, বুদ্ধি, নীতিজ্ঞ, বাগ্মী, শত্রুসংহারক, তাঁর স্কন্ধ সুদৃঢ়, বাহুযুগল দীর্ঘ, শঙ্খের ন্যায় গ্রীবাদেশ, গন্ডস্থলের উপরদিক সুস্পষ্ট, তিনি তেজস্বী। এবং এও উল্লেখ আছে তিনি বীর্যবান, ধরিত্রীর মত ক্ষমাশীল, চন্দ্রের মত স্নিগ্ধ, আবার ক্রুদ্ধ হলে তিনি প্রলয়াগ্নির মত ভয়ানক। প্রসঙ্গত, কৃত্তিবাসী রামায়ণ আমাদের প্রাণের প্রিয় হলেও তিনি কিন্ত মূল রামায়ণের থেকে অনেক দূরে সরে গেছেন। সত্যি বললে, খানিক নিজের মত রামায়ণের স্রষ্টা তিনি। অহিরাবণ মহীরাবণ পাতাল ঘটনা, বীরবাহুর বীরত্ব যুদ্ধ, তরণীসেনের কাহিনী, রামের অকাল বোধন, হনুমান কর্তৃক রাবণের মৃত্যুবান হরণ, সীতার রাবণ মূর্তি আঁকা, মৃত্যুপথযাত্রী রাবণের কাছে রামের শিক্ষা লাভ, লব কুশ যুদ্ধ, সীতার পাতাল প্রবেশ কোনোটাই বাল্মিকী রামায়ণে নেই। রবি ঠাকুর তাই বাধ্য হয়েই বলেন --

সেই সত্য যা রচিবে তুমি, ঘটে যাহা তাহা সব সত্য নহে।
কবি, তব মনোভূমি, রামের জন্মস্থান , অযোধ্যার চেয়ে সত্য জেনো।।

আমাদের সনাতন সংস্কৃতিতে কোথাও বুদ্ধি তেজ নিষ্ক্রিয়তা স্থান পায়নি। সীতা কি কম তেজি? বাল্মিকী রামায়ণে , সীতা রাবণের সাথে তর্ক বিতর্কে লিপ্ত। অথচ কৃত্তিবাসী রামায়ণে সীতা কাঁদছেন। এত গুলো কথা এই জন্যই দরকার, আজ সময়ের জন্য বিবেচনা করি কোন রাম জরুরী। বাঙালির হাসি মুখের ঘরোয়া রাম নাকি তেজী রাম! কোন রামচন্দ্র জেহাদিদের থেকে সীমান্ত সুরক্ষার প্রতিরোধ হবেন। কোন রামচন্দ্র দরকার যিনি সীতা খুঁজছেন নাকি যিনি অস্ত্র হাতে রাবণ বধ করছেন। খুব অপ্রিয় ইতিহাস ব্যাখ্যা এটাই, মধ্যযুগে মুসলিম শাসকদের সাথে প্রত্যক্ষ সংঘাত এড়িয়ে কৃত্তিবাসী রামায়ণ তৈরী। এটা ছিল যুগের আধিপত্যবাদ। কৃত্তিবাসী রামায়ণ নিশ্চিত ভাবে মধুর। কিন্ত তাতে তেজ কোই! আজকেও আবার যুগের আধিপত্যবাদ হাজির। মৌলবাদী শক্তির কুকর্ম সর্বত্র আগ্রাসী , সর্বস্তরেই মৌলবাদী শক্তির কুক্ষিগত করার অপকৌশল একাংশ বাঙালির এখনও চোখে পড়ছে না, একাংশ না বোঝার ভান করছে কারণ তারা স্বার্থের সেকুলার। তর্কের খাতিরে, যদি, দীর্ঘ সময় ধরে রামনবমীটা কৃত্তিবাসী স্টাইলেই হত তাও দাবি করা যেত বাঙালির রামচন্দ্রের মত করেই রাম জন্মতিথি পালন হবে। এরাজ্যে কৃষ্ণ,রাম, চৈতন্য সবাইকেই অশক্ত ন্যাকা দেখানোর এক দারুণ প্রবণতা ছিল বলেই আজ বিভিন্ন প্রান্তে হিন্দুদের সুরক্ষা একটা ভীষণ বিষয় হিসেবে দাঁড়িয়ে। হিন্দু প্রতিশোধ নেবে না। তা বলে প্রতিরোধটাও করতে মানা! সেটাতেও কি স্যাকুলার ফ্যাবরিক নষ্ট হবে।

স্যাকুলারিজমের জোর এত কম? এখনই আঁতেল সুবিধাবাদী শ্রেণী বলে উঠবে, জয় শ্রী রাম বলা, তীব্র মিউজিক এসব রণধ্বনি। রণহুঙ্কার। ওদের বিচারে যদি এটা রণহুঙ্কার হয়, তবেতো যখন তখন ব্রিটিশদের মত বলতেই পারে বন্দেমাতরম, জয় হিন্দ, ভারত মায়ের জয় এগুলিও রণহুঙ্কার। যারা রাষ্ট্রবোধের ভিতরে হাঁটে না, যারা এখনও রেড স্কোয়ার কিংবা চিনের পাঁচিলের থেকে গনতন্ত্র সমাজতন্ত্র ধার করে তাদের সবার কাছেই জয় শ্রীরাম, বা বন্দেমাতরম সবটাই ওয়ারক্রাই। রণহুঙ্কারতো বটেই ! এই সব ধ্বনি ততক্ষণই কেবলমাত্র ধ্বনি যতক্ষণ তা দেশ উদ্দেশ্যে অনুরনিত। যে মুহূর্তে রাষ্ট্রবোধের চ্যুতি সেখানেই তা ধ্বনি থেকে রণহুঙ্কার। ভারতের প্রতিটা সেনা রেজিমেন্টে রণহুঙ্কার আছে। ছত্রপতি শিবাজীর জয় থেকে বদ্রী বিশাল লাল কী জয়, বজরঙ্গবলী র জয়, কালীকা মাতার জয়। প্রত্যেক রেজিমেন্টের একটাই কথা সাহসী থাকো তেজী থাকো। কোথাও কীর্তন গাইতে গাইতে নিজের অস্তিত্ব প্রতিরোধ প্রতিবাদ করা যায়নি যাবেওনা।

মমতা ব্যানার্জি পরিবর্তন আনার পর ২০১১ তে রাস্তার সিগন্যালে রবীন্দ্র সঙ্গীত বাজানোর নির্দেশ দেন। যোলোআনা বাঙালি চেতনা। রবীন্দ্র সঙ্গীত আগ্রাসনী মৌলবাদ জনবিন্যাস পরিবর্তনের মুখে রণহুঙ্কার হতে পারে না। অচেতন হিন্দু বাঙালির উদ্যম জাগাতে রবীন্দ্র সঙ্গীতের যত সময় লাগবে ততক্ষণে আরো অনেকগুলো মিনি মিডিয়াম এমনি লার্জ পাকিস্তানও তৈরী হয়ে যাবে। রাম নবমীর তীব্র মিউজিক আমারও তেমন পছন্দ না, কিন্তু যখন দেখি গ্রামের মফস্বলের শহরের খেটে খাওয়া ছেলে মেয়েদের স্বতঃস্ফূর্ত উদ্দীপনা তখন মানতেই হবে ওরা আমার থেকে বেশী সংঘর্ষ করছে পরিবর্তিত জনবিন্যাসের সাথে। তখন ওই তীব্র মিউজিকের ঝঙ্কারে আগামীকালের আত্মবিশ্বাস, দরকারে রণহুঙ্কার দেওয়ার বল দেখতে পাই। রামনবমীর শোভাযাত্রা যখন এতদিন ধরে বাঙালি তার ললিত ছন্দে করেনি, বাঙালির মিউজিক কম্পোজিশন যখন এত বছরেও হয়নি তাহলে আপাতত হিন্দুদের বিহার উত্তরপ্রদেশ ছন্দেই তা করা উচিত। কারণ , রণহুঙ্কারের দাম আছে। বাকিটা সময় বাঙালিআনা চর্চার জন্য যথেষ্ট।

চর্চাবাসর ১১২

ঘন, মিষ্টি পুডিংকে বোঝানোর জন্য শব্দটি বাংলা (হালুয়া), মারাঠি (হালওয়া), পাঞ্জাবি (হলুা), এবং গুজরাটি (হলো) ভাষায় গৃহীত হয়েছিল। মনে করা হয়, এই পরিভাষা ও খাবারটির উৎপত্তি আরব দেশগুলোতে এবং সম্ভবত ত্রয়োদশ শতাব্দীর আরবি রন্ধনবিষয়ক গ্রন্থে এর উল্লেখ পাওয়া যায়।

— কলমবীর

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

দলের নির্দেশ নাকি অজ্ঞতা!

স্ট্রংরুমে তৃণমূল নেত্রী মল্লিকা চোংদার, ছবি ভাইরালে বিতর্ক

নিজস্ব প্রতিবেদন, আউশগ্রাম: দায়িত্ব পাওয়ার পর থেকেই একাধিক বিতর্কিতমূলক কাজে নাম জড়িয়েছেন গুসকরা শহর তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী মল্লিকা চোংদার। এবার আউশগ্রাম বিধানসভার স্ট্রং রুমে ভেতরের ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রকাশ করে বিতর্কে জড়ালেন মল্লিকা। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে গুসকরা মহাবিদ্যালয়ের নির্বাচনের ইভিএম আনার কাজ চলছিল। সেই সময় সব দলের প্রতিনিধিরা থাকলেও রাতেই তৃণমূল সভানেত্রী স্ট্রং রুমের ভেতরের একাধিক ছবি সমাজ মাধ্যমে পাবলিস করেন।

যার ফলে বিতর্ক শুরু হয় বিস্তর। ২৪ ঘন্টা কাটতে না কাটতেই সেই ছবি আবার সমাজ মাধ্যম থেকে তুলে নেন তিনি। তৃণমূল কংগ্রেস দলকে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়েছেন এই নেত্রী। নিছকই ভুলবশত না ইচ্ছাকৃত প্রশ্ন তুলছেন সাধারণ ভোটাররা। গুসকরা শহর এরিয়া কমিটি (সিপিএম) -এর সেক্রেটারি ইরফান শেখ জানান, আমরা সংশ্লিষ্ট সমস্ত উন্নয়ন আধিকারিক এর নজরে এনেছি। উনি আমাদের যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন। আউশগ্রাম বিধানসভার বিজেপির কনভেনার গণেশ সরকার বলেন, 'এই ভাবে সোশ্যাল সাইটে স্ট্রং রুমের ছবি দেওয়াটা অপরাধ, আমরা বিষয়টি নিয়ে নির্বাচন কমিশনারকে অভিযোগ করেছি। আর মানুষের মনে বিজেপি গেঁথে গেছে, মানুষ এই চোরদের সরকার আর চাইছে না। ভোটার দিন মানুষ যোগ্য জবাব দেবে। মানুষ বুঝে গেছে পরিবর্তন দরকার। এই সব ছবি দিয়ে পাহারা দিয়ে কিছু হবে না।' গুসকরা শহর তৃণমূলের সভাপতি মল্লিকা চোংদার বলেন, 'কেও না জেনে ভুল করতে পারে আমার বিষয়টি জানা ছিল না। পরে নিজের ভুল বুঝতে পেরে ছবিটি মুছে ফেলা হয়েছে। এটা নিয়ে বিতর্ক করে লাভ কি বিরোধীদের।'

ভোটের দিন 'বাড়াবাড়ি' হলে পাল্টা জবাব, কমিশন-বিজেপিকে নিশানা তৃণমূল প্রার্থীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, আউশগ্রাম: আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ক্রমেই চড়ছে রাজনৈতিক পারদ। প্রচারের মাঝে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে নির্বাচন কমিশন ও বিজেপিকে তীব্র আক্রমণ করলেন ভাতার বিধানসভার তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী শান্তনু কোনার।

তিনি অভিযোগ করেন, 'গত নির্বাচনে ভাতার বিধানসভার পান্না ও মুরাতপুর গ্রামে কেন্দ্রীয় বাহিনীর ব্যাপক লাঠিচার্জের ঘটনা ঘটেছিল। অন্যায়ভাবে এমনভাবে মারা হয়েছিল, যা দেখলে কান্না পেয়ে যাবে।' তার দাবি, নির্বাচন কমিশন সাধারণ মানুষকে ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করে 'ঘুরপথে' বিজেপিকে জেতানোর চেষ্টা করছে'। সৌমেন কোনার স্পষ্ট হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, 'ভোটের দিন কোনও রকম বাড়াবাড়ি হলে তার প্রত্যুত্তর দেওয়া হবে। আমরা সংগঠন নিয়ে প্রস্তুত আছি, প্রয়োজনে মোকাবিলা করব।' বিজেপির বিরুদ্ধে ধর্মীয় রাজনীতির অভিযোগ তুলে তিনি

বলেন, 'ওরা বিশেষ একটি ধর্মকে আশ্রয় করে রাজনীতি করে। ভাতারের জনসংখ্যার গঠন অনুযায়ী অন্তত ৫০ শতাংশ বুথে ওদের এজেন্ট বসানোই সম্ভব হবে না।' তাঁর কথায়, 'মানুষ ইতিমধ্যেই বিজেপিকে প্রত্যাখ্যান করেছে। ভাতার বিধানসভায় এ ধরনের রাজনীতি চলবে না।'

রামনবমীর শোভাযাত্রায় এক ফ্রেমে তৃণমূল-বিজেপি দুই প্রার্থী

নিজস্ব প্রতিবেদন, অন্ডাল: প্রতি বছরের মতো এই বছরও অন্ডালের কোলানি থেকে বের হল রামনবমীর শোভাযাত্রা। রানিগঞ্জ বিধানসভার বিজেপি ও তৃণমূলের দুই প্রার্থীকে দেখা গেল শোভাযাত্রায় একসঙ্গে পায়ে পা মেলাতে। শনিবার এই শোভাযাত্রাকে ঘিরে সাজো সাজো রব অন্ডাল খনি অঞ্চল। এই দিনটি ভগবান শ্রী রামচন্দ্রের জন্ম দিবস হিসেবে পালন করা হয়। ভারতের লক্ষ লক্ষ হিন্দু ভক্তরা এই দিনটি পালন করে থাকেন। এই দিন শোভাযাত্রা কে কেন্দ্র করে পুলিশ বাহিনীর পাশাপাশি কেন্দ্র বাহিনীও মোতায়েন করা হয়। পাশাপাশি ড্রোনের মাধ্যমেও নজরদারি চালানো হয়।

সন্দেশখালি: অভিষেকের সভার আগে হেলিকপ্টার ট্রায়াল

নিজস্ব প্রতিবেদন, সন্দেশখালি: সন্দেশখালি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভার আগে হেলিপ্যাডে হেলিকপ্টার ট্রায়াল সম্পন্ন হল শুক্রবার। উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বসিরহাট মহকুমার সন্দেশখালিতে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্বাচনী জনসভা। তার আগে হেলিপ্যাডে হেলিকপ্টার ট্রায়াল হল।

আগামী ২৯ মার্চ, রবিবার সন্দেশখালি বিধানসভা কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী ঝরনা সরদারের সমর্থনে আয়োজিত

জনসভাকে ঘিরে জোরকদমে প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। সরবেড়িয়া হাইস্কুল মাঠে এই জনসভায় উপস্থিত থাকার কথা সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক ও সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের। সভাকে কেন্দ্র করে নিরাপত্তা ও অবকাঠামোগত প্রস্তুতির অংশ হিসেবে এদিন হেলিপ্যাডে হেলিকপ্টার ট্রায়াল সম্পন্ন হয়। ট্রায়াল পর্বের পর হেলিপ্যাড এলাকার সার্বিক পরিস্থিতি খতিয়ে দেখা হয় এবং প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশ দেওয়া হয়। এই পরিদর্শন কর্মসূচিতে উপস্থিত থেকে প্রস্তুতির অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করা হয়। প্রশাসন ও দলীয় নেতৃত্বের সমন্বয়ে জনসভাকে সফল করতে সবরকম ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

যাত্রীদের তৎপরতায় প্রাণ ফিরে পেলেন যুবতী

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: অচৈতন্য অবস্থায় রেল লাইনের উপর পড়ে আছে যুবতী, যাত্রী তৎপরতায় প্রাণ ফিরে পেলে। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। প্রাথমিক অনুমান, রাতের অন্ধকারে কীটনাশক খাইয়ে যুবতীকে রেললাইনের উপরে ফেলে রেখে পালায় দুষ্কৃতীরা। রেলের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলছে সাধারণ মানুষ। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার শিয়ালদা-হাসনাবাদ লাইনের মধ্যমপুর স্টেশন এলাকায়। প্লাটফর্মের মাথা থেকে ৫০ ফুট দূরে ওই এলাকার এক ব্যক্তি স্টেশনে আসার সময় দেখতে পান রেল লাইনের উপরে অচৈতন্য অবস্থায় শুয়ে আছে। ওই ব্যক্তি এসে স্টেশন লাগোয়া চায়ের দোকানে খবর দিলে বেশ কয়েকজন ওই মেয়েটিকে উদ্ধার করে তড়িঘড়ি বসিরহাট থানার পুলিশকে খবর দেয়। বসিরহাট থানার পুলিশ এসে তাঁকে বসিরহাট স্বাস্থ্য জেলা হাসপাতালে নিয়ে যান। মেয়েটির নাম ও পরিচয় দুপুর পর্যন্ত জানা যায়নি। তবে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। এলাকার মানুষের দাবি, পাশেই ঘোষ বাড়ি পিকনিক স্পট এন্ড রিসোর্ট। সেখানে বাইরে থেকে বহু যুবক-যুবতীরা আসে। এবং সন্ধ্যা নামতেই এই মধ্যমপুর স্টেশনে যুবক ও যুবতীরা ভিড় জমায়। এলাকার মানুষ চাইছে প্রশাসন এই বিষয়গুলো নজর দিক এবং দ্রুততার সঙ্গে ব্যবস্থা নিক, যাতে আগামী দিনে এর থেকে বড় ঘটনা যাতে না ঘটে।

'দিদিকে বলো' কর্মসূচি নিয়ে বিস্ফোরক কালীপদ

নিজস্ব প্রতিবেদন, শ্যামপুর: 'দিদিকে বলো' কর্মসূচি নিয়ে দলীয় সভায় বিস্ফোরক মন্তব্য শ্যামপুরের বিদায়ী বিধায়ক কালীপদ মণ্ডলের। উল্লেখ্য হাওড়া গ্রামীণ জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারম্যান কালীপদ মণ্ডল যিনি শ্যামপুর বিধানসভার পাঁচবারের বিধায়ক। তাঁকে এবার দল টিকিট দেয়নি। কিন্তু তিনি বর্তমান তৃণমূল প্রার্থী তথা শ্যামপুর কেন্দ্র তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি নদেবাসী জানার সমর্থনে তিনি ও খাটছেন। বিভিন্ন কর্মী সভায় ঐক্যবদ্ধ শ্যামপুরের নেতৃত্বকে দেখা গেলেও বৃহস্পতিবার শ্যামপুরের ডিহিমণ্ডলঘাট দুই অঞ্চলের অনন্তপুরে দলীয় কর্মী সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিস্ফোরক মন্তব্য করেন। ইতিমধ্যেই চর্চার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে ডিহিমণ্ডলঘাট দুই গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। এদিন তিনি বিধানসভায় ভোটের টাইপ আলোচনা করতে গিয়ে বলেন স্থানীয় ভাবে কিছু সমস্যার প্রভাব এই ভোটে পড়ে। পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী 'দিদিকে বলো' কর্মসূচির সমালোচনা করে বলেন, 'এটা ভালোই বলুন আর খারাপ বলুন এটা এই গ্রাম পঞ্চায়েতে দলের ক্ষতি করেছে। 'দিদিকে বলো'তে ফোন করে অনেক ব্যাক ডোর দিয়ে বিজেপি আগে ঘর পেয়ে গিয়েছে। যারা তৃণমূল করে তাঁদের অনেকেই পঞ্চায়েতে ঘরের জন্য আবেদন করলেও এখনও ঘর পায়নি। পঞ্চায়েতের প্রধানকে না জানানোয় এই সমস্যা হয়েছে, অনেকের রাগ হয়েছে। এটা কাটিয়ে উঠতে হবে।' উল্লেখ্য দলীয় সভায় 'দিদিকে বলো' কর্মসূচির এই ভাবে সমালোচনা রীতিমতো অস্বস্তিতে ফেলে দেবে তৃণমূলকে এমনটাই মনে করছে দল।

বারাসাতে তৃণমূলের নির্বাচনী কার্যালয় উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: বারাসাত বিধানসভার নির্বাচনী কার্যালয়ের উদ্বোধন হল শুক্রবার। উদ্বোধন করেন বারাসাত বিধানসভায় তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী সব্যসাচী দত্ত। উপস্থিত ছিলেন উপপুরপ্রধান তাপস দাসগুপ্ত, পুরপিতা অরুন ভৌমিক, চম্পক দাস, বারাসাত সাংগঠনিক জেলার যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি লিঙ্কন মল্লিক-সহ অন্যান্যরা। এদিন সব্যসাচী দত্ত বলেন, 'এটা মূলত শহর তৃণমূল কংগ্রেসের কার্যালয়, তবে বর্তমানে বারাসাত বিধানসভার পুর এলাকায় তৃণমূল কংগ্রেসের নির্বাচনী কার্যালয় হিসেবে ব্যবহার করা হবে।' পঞ্চায়েত এলাকাতেও এমনই একটি কার্যালয় তৈরি করা হবে। এদিন তিনি আরও বলেন, 'বারাসাতের মানুষ প্রতিদিন নিয়ম করে যেমন তাঁর কর্মস্থলে যান, তেমনই আমিও কলকাতা থেকে প্রতিদিন আমার কর্মস্থল বারাসাতে আসব।' নির্বাচনে জিতলে কী কাজকে প্রাধান্য দেবেন? তার উত্তরে তিনি জানান, 'পুর এলাকা ও পঞ্চায়েত এলাকায় পৃথক পৃথক সমস্যা আছে। সেগুলির সমাধান করবো। বারাসাতে যানজট সমস্যার সমাধান করার পাশাপাশি বারাসাত মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মর্গে বেওয়ারিশ লাশগুলির আইন মেনে শৎকারের ব্যবস্থা করে এলাকা দুর্গন্ধ মুক্ত করব।'

পুরুলিয়ায় রামনবমীর শোভাযাত্রা ঘিরে উত্তেজনা, পুলিশের লাঠিচার্জ

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: পুরুলিয়ার পাড়া থানার অন্তর্গত ভেলাঢাঁড় গ্রামে রাম নবমীর শোভাযাত্রা যাওয়ার সময় একটি মসজিদের সামনে শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণকারীরা 'জয় শ্রীরাম' বলতে থাকলে অভিযোগ ওই সময় ব্যাপক ইট, পাথর নিক্ষেপ করা হয়। কোনভাবে সেখান থেকে সকলে পালিয়ে পাশের অসুরবাঁধ গ্রামে

গিয়ে ঘটনার কথা জানালে ব্যাপক উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। দল ভারী করে ফের ভেলাঢাঁড় গ্রামে শোভাযাত্রা করতে গেলে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যাপক উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। পরিস্থিতি ভয়াবহ আকার নিলে পুলিশ লাঠিচার্জ করে শূন্যে গুলি নিক্ষেপ করে সকলকে ছত্রভঙ্গ করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। যদিও পুলিশ লাঠিচার্জ ও শূন্যে গুলি নিক্ষেপ করার কথা অস্বীকার করেছে। তবে ওই এলাকায় কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের সাথে পুলিশ টহল দিচ্ছে।

দুর্গাপুরে শোভাযাত্রায় ভিন্ন মেজাজে দুই বিজেপি প্রার্থী

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: দুর্গাপুর পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী লক্ষ্মণ ঘোড়ুই খোলা গাড়িতে কাঁধে গদা নিয়ে শোভাযাত্রায় অংশ নেন। তাঁকে মূলত একটি বাইক র‍্যালির নেতৃত্ব দিতেও দেখা যায়, যা দুর্গাপুরের বিভিন্ন এলাকা প্রদক্ষিণ করে। অন্যদিকে, দুর্গাপুর পূর্ব বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় পায়ে হেঁটে রামনবমীর শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করেন। তাঁর নেতৃত্বে শোভাযাত্রাটি দুর্গাপুরের গ্যামন ব্রিজ এলাকা থেকে শুরু হয়ে শেষ হয় এসবি মোড়ে। এই দুই পৃথক শোভাযাত্রায় বহু ছাত্র-যুবক থেকে শুরু করে মহিলাদেরও উল্লেখযোগ্য উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়, ফলে উৎসবের আবহে রাজনৈতিক উপস্থিতিও ছিল চোখে পড়ার মতো।

পরিবেশ সুরক্ষা ও থিয়েটারের মেলবন্ধনের উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: থিয়েটারের মধ্য দিয়ে পরিবেশ সুরক্ষা আন্দোলন গড়ে তুলুন। সাংস্কৃতিক চর্চা বিকাশ, সমাজ কল্যান ও বিনোদনের পাশাপাশি পরিবেশ ও জল সুরক্ষা আন্দোলন গড়ে তুলতে থিয়েটারের মত জনপ্রিয় ও শক্তিশালী মাধ্যমকে কাজে লাগানো দরকার। পরিবেশ সুরক্ষা ও থিয়েটারের মেলবন্ধন দরকার। বিশ্ব থিয়েটার দিবসে এই বার্তা তুলে ধরে 'একটু জল পাই কোথায়', 'বিকল্পের সন্ধানে' ও 'গেঁড়িগুগলি, থানকুনি, কুলেখাড়া ও হিংচেদের কথা' নাটক পরিবেশন করা হয়। পরিবেশবাদী সংস্থা মাই ডিয়ার ট্রিজ এন্ড ওয়াইল্ডস উদ্যোগে ও কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি মন্ত্রকের সহযোগিতায় আয়োজিত এনভায়রনমেন্টাল মিউজিক ফেস্টিভ্যালের শিল্পীদের উদ্যোগে

নাটকে নাটকে দিনটি পালন করা হয়। সংস্থার সভাপতি সংগীতা বিশ্বাস জানান, 'পরিবেশ সুরক্ষা বিষয়ক থিয়েটারকে ভাল বেশে স্নাতক ও শিক্ষক প্রশিক্ষণ নিয়েও একাজে যুক্ত হয়েছেন। তিনি নাটকের গানের সুর করে চলেছেন।' তাদের পরিবেশ সুরক্ষার নাটকের সহপরিচালক একতা গঙ্গোপাধ্যায় উচ্চ মাধ্যমিকে দশম হয়ে বর্তমানে প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ে অঙ্কে মাস্টার ডিগ্রি করছে। তা সত্বেও পরিবেশ আন্দোলনে যুক্ত। তাই সকলের পক্ষেই সম্ভব পরিবেশ সুরক্ষা থিয়েটার ও আন্দোলনে যুক্ত হওয়া। স্বস্তি চ্যাটার্জি ও মালিনী রায় বলেন, তাঁরা বহরমপুর, সিউড়ি ও চুঁচুড়া রবীন্দ্র ভবন এবং কলকাতার মধুসূদন মঞ্চ ইত্যাদি রাজ্য সরকারের অডিটোরিয়াম-সহ রাজ্যের বিভিন্ন প্রেক্ষাগৃহে পরিবেশ সুরক্ষার নাটক করেছেন। ঝরনা গঙ্গোপাধ্যায় জানান, 'তাদের অভিনিত জলসংরক্ষণের ওপর টেলিফ্লিম 'আমরাও পাবি' কলকাতা দূরদর্শনে দেখানো হয়েছে।' অবসরপ্রাপ্ত ব্যাঙ্ক কর্মী ভারতী ব্যানার্জি জানান, 'পরিবেশ সুরক্ষা বিষয়ে আন্দোলন গানে নাটকে গড়ে তুলতেই এই উদ্যোগে আমার সামিল হওয়া।'

offline Short Sealed BID-09 of 2025-26 of EE, P.W.D., BD-II for (1) Emergent erection of temporary structure of Kitchen and Dining shed etc. for providing logistic supports and accommodation of CAPF/SPF at several location of Bhagawangola PS (phase-IV), 5 nos. in the district of Murshidabad in connection with ensuing West Bengal Legislative Assembly election 2026 under BD-II, P.W.D. (2) Emergent erection of temporary structure of Kitchen and Dining shed etc. for providing logistic supports and accommodation of CAPF/SPF at several location of Sagarpara PS (phase-IV), 4 nos. in the district of Murshidabad in connection with ensuing West Bengal Legislative Assembly election 2026 under BD-II, P.W.D.
Date of Publication of BID:- **27.03.2026.**
Last date and time of application for quotation documents:- **30.03.2026 Upto 1:00 p.m.**
Last Date and time of issuance of Quotation documents:- **30.03.2026 upto 3.00 pm.**
Last date and time of receipt of quotations in sealed envelope :- **30.03.2026 Upto 4:30 p.m.**
Opening of the Quotations:- **30.03.2026 upto 5.00 PM.**
The details can be obtained from the website http://www.wbpwd.gov.in and office notice board
Executive Engineer, P.W.D.
Berhampore Division No.II

ফর্ম জি (পদ্ধতি ২)
রামকৃষ্ণ টাউনশিপস অ্যান্ড প্রোজেক্টস প্রাইভেট লিমিটেড -এর জন্য আগ্রহ প্রকাশক ডাক আহ্বান বিজয়ওয়াড়া, অন্ধ্রপ্রদেশ-এ "নির্মাণকার্য" পরিচালনকারী
(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (ইনসলভেন্সি রেজলিউশন প্রসেস ফর কর্পোরেট পার্সেনস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৩৬এ-এর সাব-রেগুলেশন (১) অধীনে)

ক্রম	বিবরণ	বিস্তারিত
১.	প্যান এবং সিন/এলএলপি নং সহ কর্পোরেট ডেটরের নাম	**সেন হোল্ডিংস প্রাইভেট লিমিটেড** PAN: AAHCS3224L CIN: U67120WB1996PTC077312
২.	রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানা	৮৫ এস এন ব্যানার্জি রোড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত ৭০০০১৪
৩.	ওয়েবসাইটের ইউআরএল	https://shpl.stellarinsolvency.com/
৪.	যেখানে অধিকাংশ স্থায়ী সম্পদ অবস্থিত	আরপি নিকট স্থায়ী সম্পদের কোনও বিস্তারিত তথ্য নেই
৫.	প্রধান পণ্য/পরিষেবা উৎপাদন ক্ষমতা	প্রাপ্ত নয়
৬.	বিগত আর্থিক বর্ষে প্রধান পণ্য/পরিষেবা বিক্রির পরিমাণ এবং মূল্য	এফওয়াই ২০১৬-১৭ নিরীক্ষিত আর্থিক তথ্য অনুযায়ী কার্যাদি থেকে রাজস্ব ৬,৪৫,৫০০.০০ টাকা
৭.	কর্মী/কাজের লোকের সংখ্যা	জানা নেই
৮.	বিগত দুই বছরের, বিনিয়োগকারীগণের তালিকা, প্রক্রিয়াগত সংশ্লিষ্ট ঘটনা (শিডিউলড সহ) প্রাপ্ত আর্থিক প্রতিবেদন সহ পরবর্তী ইউআরএল প্রাপ্ত :	এফওয়াই ২০১৬-১৭ এর নিরীক্ষিত আর্থিক তথ্য প্রাপ্ত। এই আর্থিক তথ্যাদি বিনিয়োগকারীগণের তালিকা সহ, আরপি senholdings.sipl@email.com নিকট ইমেল পাঠিয়ে পাওয়া যাবে
৯.	প্রস্তাবক আবেদনকারীগণের যোগ্যতার বিষয় পাওয়া যাবে সংশ্লিষ্ট কোডের ধারা ২৫(২)(এইচ) অধীনে ইউআরএল প্রাপ্ত	আরপি senholdings.sipl@gmail.com নিকট ইমেল পাঠিয়ে পাওয়া যাবে
১০	আগ্রহ প্রকাশক আহ্বান গ্রহণের শেষ তারিখ	**মঙ্গলবার ১০ মার্চ ২০২৬**
১১	সম্ভাব্য প্রস্তাবক আবেদনকারীগণের সাময়িক তালিকা ইস্যুর তারিখ	সোমবার ১৬ মার্চ ২০২৬
১২	সাময়িক তালিকার বিষয়ে আপত্তি দাখিলের শেষ তারিখ	শনিবার ২১ মার্চ ২০২৬
১৩	সম্ভাব্য প্রস্তাব আবেদনকারীগণের চূড়ান্ত তালিকা ইস্যুর তারিখ	বৃহস্পতিবার ২৬ মার্চ ২০২৬
১৪	মেমোর‍্যান্ডাম, মূল্যায়ণ ম্যাট্রিক্স এবং প্রস্তাব পরিকল্পনা অনুরোধ ইস্যুর তারিখ	মঙ্গলবার ৩১ মার্চ ২০২৬
১৫	রেজোলিউশন প্ল্যান জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	**বৃহস্পতিবার ৩০ এপ্রিল ২০২৬**
১৬	আগ্রহ প্রকাশ আহ্বান দাখিলের প্রক্রিয়া ইমেল আইডি	senholdings.sipl@gmail.com
১৭	কর্পোরেট ডেটরের এমএসএমই হিসেবে রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাসের বিস্তারিত	জানা নেই

শ্রী অনুপ কুমার সিং প্রস্তাব পেশাদার সেন হোল্ডিংস প্রা. লি. IBB1/IPA-001/IP-P00153/2017-2018/10322
AFA বৈধ ৩১/১২/২০২৫ পর্যন্ত স্যুট ১বি, ২য় তল, ২২/২৮এ মনোহরপুকুর রোড, কলকাতা-৭০০০২৯, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
তারিখ এবং স্থান : ২৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬, কলকাতা

অ্যাক্সিস ফিনান্স লিমিটেড
(CIN : U65921MH1995PLC212675)
অ্যাক্সিস হাউস, সি-২, ওয়াদিয়া ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার, পাণ্ডুরঙ্গ বুধকর মার্গ, ওরলি, মুম্বই - ৪০০ ০২৫

ই-পাবলিক নিলাম-তথা-বিক্রয় নোটিশ
২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্স মেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রয়ের জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ।
এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা/গণ, জামিনদাতা/গণ এবং বন্ধকদাতা/গণের প্রতি বিশেষভাবে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে নিম্নে বর্ণিত নির্ধারিত ঋণদাতার নিকট বন্ধক/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি, অ্যাক্সিস ফিনান্স লিমিটেডের অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **প্রতীকী দখলীকৃত**, নির্ধারিত ঋণদাতা, **"যেখানে যেমন আছে", "যেখানে যা আছে", "যেমন অবস্থায় আছে" এবং "কোনও পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত" ৩০.০৪.২০২৬ তারিখে, ২,০৩,৪৯,১৩৩ টাকা (দুই কোটি তিন লাখ উনপঞ্চাশ হাজার একশ তেত্রিশ টাকা) ০৫.০৩.২০২৬ অনুযায়ী [**দাবি নোটিশ তারিখ ১৯.১১.২০২৪ অনুযায়ী বকেয়া সারফেসি আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে ইস্যুকৃত--আইএনআর **১,৭৩,০৪,৪৪৩ টাকা (এক কোটি তিয়াত্তর লাখ চার হাজার চারশ তেতাল্লিশ টাকা) ০৫.১১.২০২৪ অনুযায়ী বকেয়া]** চুক্তি মোতাবেক হারে পরবর্তী সুদ সহ খেলাপি/জরিমানা সুদ এবং অন্যান্য চার্জ সহ চূড়ান্ত আদায়/উশুল পর্যন্ত ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতাগণ/ জামিনদাতাগণের কাছ থেকে যেমন **(১) গুলাম সরওয়ার (২) নিখাত পারভিন (৩) সুমাইয়া এন্টারপ্রাইজেস** কাছ থেকে বকেয়া আদায়ের জন্য। সম্পদের বিবরণ, সংরক্ষিত মূল্য (আরপি), বায়না জমা (ইএমডি) এবং বিক্রয়ের বিস্তারিত নিম্নোক্ত মতে :

তপশিল -১

জামিনদত্ত স্থাবর সম্পদের বিবরণ
প্লট নং ১৬, হোল্ডিং নং ৩৮-৩৯/৪, জয়া বিবি রোড, ঘুষুড়ি, মৌজা -ঘুষুড়ি, জেএল নং ১৮, দাগ নং ১০৬, ১০৭, ১১২, ১১৩, ১১৪, ১১৫, ১১৮, ১৫০, ১৫৩, ১৫৪, ১৫৫ এবং ১৫৭,খতিয়ান নং ৪৭, ৫৩ এবং ৫৪, থানা- মালিপাঁচঘড়া, ওয়ার্ড নং ১, বরো নং ১ হাওড়া পৌর সংস্থা অধীন, জেলা-হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ- ৭১১১০৭, পরিমাপ ১২,৫২২ বর্গফুট।
ভবন/প্লটের চৌহদ্দি :
পূর্বে : সাধারণ চলার পথ।
পশ্চিমে : প্লট নং ১৭।
উত্তরে : সাধারণ চলার পথ এবং পরে প্লট নং ১৮।
দক্ষিণে : ১৯.৫ ফুট সাধারণ চলার পথ এবং পরে প্লট নং ১, ২, ৩, ৪।

তপশিল -২
ই-নিলামের বিস্তারিত

সম্পত্তি/গুলির বিস্তারিত	তপশিল -১ অনুযায়ী
ই-নিলামের তারিখ এবং সময়	৩০.০৪.২০২৬ **সময় :** বেলা ১১ টা থেকে দুপুর ১২ টা পর্যন্ত প্রতিটি ৫ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সাপেক্ষে
টেন্ডার দাখিলের তারিখ এবং সময়	২৮.০৪.২০২৬ বিকেল ৪ টার মধ্যে

সংরক্ষিত মূল্য : আইএনআর ৩,২৫,৪১,০৬০ টাকা (তিন কোটি পঁচিশ লাখ একচল্লিশ হাজার ষাট টাকা)
*** সংশ্লিষ্ট মূল্যের কমে ফ্ল্যাট/সম্পত্তি/সমূহ বিক্রি হবে না।**
বায়না জমা (আরপি এর ১০ শতাংশ) **: ৩২,৫৪,১০৬**
(বত্রিশ লাখ চুয়ান্ন হাজার একশোছয় টাকা)
ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ : ১,০০,০০০ টাকা (এক লাখ টাকা)।
যোগাযোগের ব্যক্তির বিস্তারিত এবং মো নং : শ্রী সার্থক শর্মা, মো : ৯৮১০১৬৩৩১২

বিক্রির নিয়ম এবং শর্তাদির বিস্তারিত জানতে অনুগ্রহ করে দেখুন ওয়েবসাইট : **https://www.auction.infolarge.com** এবং **www.axisfinance.in**।

সংশ্লিষ্ট ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬)/ রুল ৯(১) অধীনে বিধিবদ্ধ ৩০ দিনের বিক্রয় নোটিশ।

সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬)/রুল ৯(১) অধীনে ঋণগ্রহীতাগণ, জামিনদাতাগণ এবং বন্ধকদাতাগণের প্রতি উক্ত ঋণ বিষয়ক এবং উক্ত উল্লিখিত তারিখ অনুযায়ী ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ।

তারিখ : ২৭.০৩.২০২৬ | **অনুমোদিত অফিসার**
স্থান : নিউ দিল্লি | **অ্যাক্সিস ফিনান্স লিমিটেড**

অ্যাক্সিস ফিনান্স লিমিটেড
(CIN : U65921MH1995PLC212675)
অ্যাক্সিস হাউস, সি-২, ওয়াদিয়া ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার, পাণ্ডুরঙ্গ বুধকর মার্গ, ওরলি, মুম্বই - ৪০০ ০২৫

ই-পাবলিক নিলাম-তথা-বিক্রয় নোটিশ
২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্স মেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রয়ের জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ।
এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা/গণ, জামিনদাতা/গণ এবং বন্ধকদাতা/গণের প্রতি বিশেষভাবে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে নিম্নে বর্ণিত নির্ধারিত ঋণদাতার নিকট বন্ধক/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি, অ্যাক্সিস ফিনান্স লিমিটেডের অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **প্রতীকী দখলীকৃত**, নির্ধারিত ঋণদাতা, **"যেখানে যেমন আছে", "যেখানে যা আছে", "যেমন অবস্থায় আছে" এবং "কোনও পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত" ৩০.০৪.২০২৬ তারিখে, ৫৩,৫২,৪১৬ টাকা (তিপান্ন লাখ বাহান্ন হাজার চারশ যোলো টাকা) ০৫.০৩.২০২৬ অনুযায়ী [**দাবি নোটিশ তারিখ ২৬.০৫.২০২৫ অনুযায়ী বকেয়া সারফেসি আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে ইস্যুকৃত--আইএনআর **৪৭,৮৩,১১২ টাকা (সাতচল্লিশ লাখ তিরাশি হাজার একশ বারো টাকা) ০৫.০৫.২০২৫ অনুযায়ী বকেয়া]** চুক্তি মোতাবেক হারে পরবর্তী সুদ সহ খেলাপি/জরিমানা সুদ এবং অন্যান্য চার্জ সহ চূড়ান্ত আদায়/উশুল পর্যন্ত ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতাগণ/ জামিনদাতাগণের কাছ থেকে যেমন **(১) বায়োটেক ফাউন্ডেশন (২) সুদীপা চক্রবর্তী (৩) রেখা বাসু (৪) অমিত চক্রবর্তী (৫) নীলাঞ্জন বাসু (৬) নারায়ণ বাসু এবং (৭) ইনস্টিটিউট অফ জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং** কাছ থেকে বকেয়া আদায়ের জন্য। সম্পদের বিবরণ, সংরক্ষিত মূল্য (আরপি), বায়না জমা (ইএমডি) এবং বিক্রয়ের বিস্তারিত নিম্নোক্ত মতে :

তপশিল -১

জামিনদত্ত স্থাবর সম্পদের বিবরণ
হোল্ডিং নং -৯, ঠাকুর হাট রোড, প্লট নং বি২ এবং বি৩, বারাসত পুরসভা অধীন, থানা -বারাসত, উত্তর ২৪ পরগনা, জেএল নং ৭০, আরএস দাগ নং ১২৮, আরএস খতিয়ান নং ১৭, তৌজি নং ১৪৬, আরএস নং ১০৪,মৌজা - আমডাঙ্গা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ- ৭০০১২৮, পরিমাপ ৫৮৪৮ বর্গফুট।
ভবন /প্লটের চৌহদ্দি :
পূর্বে : দাগ নং ১২৯।
পশ্চিমে : সড়ক।
উত্তরে : দাগ নং ১২৯।
দক্ষিণে : দাগ নং ১৪৬।

তপশিল -২
ই-নিলামের বিস্তারিত

সম্পত্তি/গুলির বিস্তারিত	তপশিল -১ অনুযায়ী
ই-নিলামের তারিখ এবং সময়	৩০.০৪.২০২৬ **সময় :** বেলা ১১ টা থেকে দুপুর ১২ টা পর্যন্ত প্রতিটি ৫ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সাপেক্ষে
টেন্ডার দাখিলের তারিখ এবং সময়	২৮.০৪.২০২৬ বিকেল ৪ টার মধ্যে

সংরক্ষিত মূল্য : আইএনআর ৮৭,১২,৮২০ টাকা (সাতাশি লাখ বারো হাজার আটশ কুড়ি টাকা)
* সংশ্লিষ্ট মূল্যের কমে ফ্ল্যাট/সম্পত্তি/সমূহ বিক্রি হবে না।
বায়না জমা (আরপি এর ১০ শতাংশ) **: ৮,৭১,২৮২ টাকা**
(আট লাখ একাত্তর হাজার দুশো বিরাশি টাকা)
ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ : ১,০০,০০০ টাকা (এক লাখ টাকা)।
যোগাযোগের ব্যক্তির বিস্তারিত এবং মো নং : শ্রী সার্থক শর্মা, মো : ৯৮১০১৬৩৩১২

বিক্রির নিয়ম এবং শর্তাদির বিস্তারিত জানতে অনুগ্রহ করে দেখুন ওয়েবসাইট : **https://www.auction.infolarge.com** এবং **www.axisfinance.in**।

সংশ্লিষ্ট ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬)/ রুল ৯(১) অধীনে বিধিবদ্ধ ৩০ দিনের বিক্রয় নোটিশ।

সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬)/রুল ৯(১) অধীনে ঋণগ্রহীতাগণ, জামিনদাতাগণ এবং বন্ধকদাতাগণের প্রতি উক্ত ঋণ বিষয়ক এবং উক্ত উল্লিখিত তারিখ অনুযায়ী ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ।

তারিখ : ২৭.০৩.২০২৬ | **অনুমোদিত অফিসার**
স্থান : নিউ দিল্লি | **অ্যাক্সিস ফিনান্স লিমিটেড**

ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাংকরাপসি কোড, ২০১৬ এর অধীনে বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি
এপিটোম পেট্রোকেমিক্যাল প্রা. লিমিটেড (দেউলিয়াগ্রস্ত)
CIN : U24249WB2007PTC117196
রেজিস্টার্ড অফিস : ৭ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা, পব ৭০০০১৩, ভারত
(মাননীয় এনসিএলটি, কলকাতা বেঞ্চ কর্তৃক ২ আগস্ট, ২০২৩ তারিখে প্রদত্ত আদেশ অনুসারে অবসায়ন প্রক্রিয়ার অধীনে থাকা একটি কোম্পানি)
লিকুইডেটরের কার্যালয় : ১৬/২, টেম্পল গার্ডেনস, নিউ আলিপুর, কলকাতা - ৭০০০৫৩, ভারত
এপিটোম পেট্রোকেমিক্যাল প্রা. লি. (**"এপিটোম" বা "কর্পোরেট দেনাদার"**) বর্তমানে মাননীয় ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল, কলকাতা বেঞ্চের ২ আগস্ট, ২০২৩ তারিখের আদেশ অনুসারে ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি কোড, ২০১৬ (**"আইবিসি"**)-এর বিধান অনুযায়ী অবসায়ন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে এবং শ্রী অনুব্রত গাঙ্গুলিকে এর লিকুইডেটর হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে।
আইবিবিআই (লিকুইডেশন প্রসেস) রেগুলেশনস, ২০১৬-এর রেগ. ৩১এ-এর অধীনে গঠিত অংশীজন পরামর্শক কমিটির ১৬ মার্চ, ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় পরামর্শ ও উপদেশ অনুসারে, আইবিসি এবং তদধীন প্রণীত প্রবিধানের অধীনে বিক্রয়ের বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে। কর্পোরেট দেনাদারের নিম্নলিখিত সম্পদসমূহ ক্রয়ের জন্য ই-নিলামে অংশগ্রহণে আগ্রহী সম্ভাব্য দরদাতাদের কাছ থেকে আগ্রহপত্র (ইওআই), দরপত্র আবেদনপত্র ও সংযুক্তিসমূহসহ প্রাসঙ্গিক নথিপত্র আহ্বান করা হচ্ছে। দরপত্র জমা দেওয়ার ভিত্তিগুলো হলো "যেমন আছে যেখানে আছে", "যেমন আছে যা আছে", "যা কিছু আছে" এবং "কোনো পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত"। নির্ধারিত তারিখের পূর্বে ব্যাংকনেট-এর ই-নিলাম প্ল্যাটফর্ম **https//baanknet.com/** ওয়েবসাইটের মাধ্যমে দরপত্র জমা দিতে হবে এবং সেখান থেকে সর্বোচ্চ যোগ্য দরদাতাকে 'নিশ্চিত দরদাতা' হিসেবে ঘোষণা করা হবে। নিম্নোক্ত বিবরণ অনুযায়ী, পরিষেবা প্রদানকারী ব্যাংকনেট (BaankNet) কর্তৃক **https//baanknet.com/** ওয়েবসাইটের মাধ্যমে ই-নিলামটি পরিচালিত হবে :
২০ এপ্রিল ২০২৬ তারিখে সকাল ১১ টা থেকে বেলা ১ টার মধ্যে ই-নিলাম মাধ্যমে ২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি বোর্ড অব ইন্ডিয়া (লিকুইডেশন প্রসেস) রেগুলেশনস এর রেগুলেশন ৩২(সি) অধীনে জমি এবং ভবন এবং প্ল্যান্ট এবং মেশিনারির সামগ্রিক সম্পদ এর সেট বিক্রি

সেট নং	যৌথভাবে সম্পদের সেট বিক্রি	সংরক্ষিত মূল্য(লাখ টাকায়)	ইএমডি (লাখ টাকায়)(সংরক্ষিত মূল্যের ১০ শতাংশ)	ডাক বর্ধিতকরণের মূল্য ই-নিলাম সময়ে (লাখ টাকায়)
১.	৯৯ বছরের লিজ অধীনে জমি (লিজ শুরু ২৭.১১.২০০৭) পরিমাপ ৩.২৪ একর লিজ দলিল অনুযায়ী, অবস্থিত প্লট ১৬৩, ১৩২, ১৭৯, এবং ১৯৪ নামলি, তুমলাবাঙ্গ, রানিপুল, পূর্ব সিকিম- ৭৩৭১৩৫। (ডিস-জয়েন্ট প্লট এবং পুন-পরিমাপিত সরকারি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক)। জমিস্থিত ১৪০০০ বর্গফুট প্রিফেব্রিকেটেড ফ্যাক্টরি শেড, ২০০০ বর্গফুট সুসজ্জিত অ্যাডমিন ব্লক, ৬০০০ বর্গফুট আরসিসি নির্মাণ পরিসর, ৫০০০ বর্গফুট আরসিসি নির্মিত গুদাম, অভ্যন্তরিন চলার পথ, দেওয়াল ইত্যাদি। মেশিনারি -৩ সেট হাস্কি হাইপেট ১২০ (পি৮৫/৯৫), ২ সেট- ৪১৫/৩৩২কেভিএ ভলভো জেনারেটর, এবিবি ১০০০কেভিএ ট্রান্সফর্মার, ইলেট্রিক ডিস্ট্রিবিউশন প্যানেল এবং ৩০০কেভিএ ইমারসন ইউপিএস।	৪০৪.২০	৪০.৪২	১.০০

২৮ মার্চ ২০২৬ তারিখে সংযোজিত সম্পদ ব্লক এর ই-নিলামের সম্পর্কিত শেষ তারিখ

ঘটনার ধরন	সময়সীমা
সম্ভাব্য ডাকদাতা কর্তৃক সাইট/প্ল্যান্ট পর্যবেক্ষণ	১৩ এপ্রিল ২০২৬
প্রামাণ্য নথি দ্বারা ২৯এ ধারা অধীনে উপযুক্ততার ঘোষণা এবং বায়না জমা (ইএমডি) দাখিলের শেষ তারিখ	১৬ এপ্রিল ২০২৬
ই-নিলামের তারিখ	২০ এপ্রিল ২০২৬

ই-নিলামের প্রধান নিয়ম এবং শর্তাবলী নিম্নরূপ :
ক) এই বিক্রয় মাননীয় এনসিএলটি, মাননীয় এনসিএলএটি, মাননীয় হাইকোর্টসমূহ, ভারতের মাননীয় সুপ্রিম কোর্টের আদেশ এবং ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্কারাপসি কোড, ২০১৬-এর বিধানাবলী ও তার অধীনে প্রণীত প্রবিধানমালা এবং আইবিবিআই (আইবিবিআই) কর্তৃক প্রকাশিত নির্দেশিকা সাপেক্ষে পরিচালিত হবে। আগ্রহী পক্ষগণকে ই-নিলাম প্রক্রিয়া তথ্য নথি (E-Auction Process Information Document) এবং ই-নিলামে অংশগ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় আপডেটসহ অন্যান্য প্রাসঙ্গিক তথ্য পেতে **support.baanknet@psballiance.com**-এ নিয়মিত ইমেল করতে হবে। ই-নিলাম প্রক্রিয়া তথ্য নথির সমস্ত শর্তাবলী, যার মধ্যে সমস্ত সংযোজন, সংশোধন এবং প্রদত্ত স্পষ্টীকরণ অন্তর্ভুক্ত, এই বিক্রয় বিজ্ঞপ্তিতে অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে। সম্ভাব্য দরদাতারা লিকুইডেটর-এর কাছ থেকে স্পষ্টীকরণ চাইতে পারেন।
খ) এটি স্পষ্ট করা হচ্ছে যে, এটি কোনো প্রস্তাব নথি (offer document) নয়।
গ) ই-নিলাম "যেখানে আছে সেই ভিত্তিতে", "যেমন আছে যেখানে আছে সেই ভিত্তিতে", "যেমন আছে যা আছে সেই ভিত্তিতে", "যা কিছু আছে সেই ভিত্তিতে" এবং "কোনো প্রতিকার নেই সেই ভিত্তিতে" পরিচালিত হবে। এই ধরনের বিক্রয় লিকুইডেটর কর্তৃক কোনো প্রকার ওয়ারেন্টি এবং ক্ষতিপূরণ ছাড়াই হবে।
ঘ) ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মের বিবরণ : **https//bankeauctions.com**
ঙ) আগ্রহী পক্ষদের তাদের আগ্রহপত্র (ইওআই), আবেদনপত্র, হলফনামা, অঙ্গীকারপত্র ইত্যাদি নির্ধারিত ফরম্যাটে নিলাম প্ল্যাটফর্মের **(https//baanknet.com/)** মাধ্যমে ইলেকট্রনিকভাবে জমা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। এই সংক্রান্ত ই-নিলাম প্রক্রিয়া তথ্য নথি, যেখানে ই-নিলাম প্রক্রিয়ার জন্য প্রযোজ্য বিস্তারিত শর্তাবলী, বিড আবেদনপত্র এবং অন্যান্য ফর্ম রয়েছে, তা **https//baanknet.com/** ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করা যাবে।
চ) ই-নিলাম নির্ধারিত তারিখে সকাল ১১টা থেকে দুপুর ১টার মধ্যে অনুষ্ঠিত হবে এবং প্রতিবার পাঁচ মিনিটের জন্য অনির্দিষ্টকালের জন্য সময় বাড়ানো যাবে।
ছ) প্রযোজ্য সকল কর ও অন্যান্য শুল্ক সফল দরদাতা বহন করবে।
জ) সম্ভাব্য দরদাতাদের, তাদের সন্তুষ্টি অনুযায়ী যথাযথ যাচাই (Due Diligence) সম্পন্ন হওয়ার পর, ই-নিলাম প্রক্রিয়া তথ্য নথি (E-Auction Process Information Document) অনুসারে ইএমডি জমা দিতে হবে। সম্ভাব্য দরদাতাদের আইবিবিআই (লিকুইডেশন) রেগুলেশনস, ২০১৬-এর তফসিল I-এর ধারা ১ (৫এ)-এর অধীনে একটি ঘোষণাও জমা দিতে হবে যে, তারা দ্য ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি কোড, ২০১৬-এর ধারা ২৯এ অনুযায়ী যোগ্য এবং যদি পরবর্তী কোনো তারিখে তাদের অযোগ্য বলে প্রমাণিত হয়, তবে তাদের ইএমডি বাজেয়াপ্ত করা হবে। তদনুসারে, আইবিবিআই (লিকুইডেশন) রেগুলেশনস, ২০১৬-এর তফসিল I-এর ধারা ১ (১২ডি) অনুসারে, দ্য ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি কোড, ২০১৬-এর ধারা ২৯এ অনুযায়ী অযোগ্য প্রমাণিত হলে ইএমডি বাজেয়াপ্ত করা হবে। ই-নিলাম প্ল্যাটফর্ম দ্বারা ঘোষিত ফার্ম বিডারকে আইবিবিআই (লিকুইডেশন) রেগুলেশনস, ২০১৬-এর তফসিল I-এর ধারা ১(১২) অনুসারে তার অবশিষ্ট অর্থ পরিশোধ করতে হবে, অন্যথায় তার ইএমডি বাজেয়াপ্ত করা হবে। অসফল এবং অন্যথায় যোগ্য বিডারদের ইএমডি আইবিবিআই (লিকুইডেশন) রেগুলেশনস, ২০১৬ অনুসারে ফেরত দেওয়া হবে।
ঝ) দরদাতাদের নিবন্ধিত অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে নিলাম পোর্টালের ওয়ালেটে ইএমডি জমা দিতে হবে।

স্বা/-
অনুব্রত গাঙ্গুলি, লিকুইডেটর
এপিটোম পেট্রোকেমিক্যাল প্রাইভেট লিমিটেড (লিকুইডেশনে)
IBBI : IPA-001/IP-P-02662/22-23/14072
স্থান : কলকাতা | AFA : AA1/14072/02/300626/108355 ৩০.০৬.২০২৬ পর্যন্ত বৈধ
তারিখ : ২৮ মার্চ ২০২৬ | cirp.eppl@gmail.com | +৯১ ৯৮৩৬৬৮৮৮২৮

আজ গেরুয়া গড় পুরুলিয়ায় জোড়া জনসভা মমতার

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: বিজেপির শক্ত ঘাঁটি বলে পরিচিত পুরুলিয়া জেলা। জেলার মোট ৯টি বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে গত বারের বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি ৭টি ও তৃণমূল ৩টি আসনে জয়লাভ হয়েছিল। মূলত জেলার রঘুনাথপুর মহকুমার তিনটি আসনেই বিজেপি তৃণমূলকে পরাস্ত করে রঘুনাথপুর মহকুমা থেকে তৃণমূলকে উৎখাত করেছিল। রঘুনাথপুর মহকুমার তিনটি বিধানসভা কেন্দ্র রঘুনাথপুর, কাশীপুর ও পাড়া তিনটি কেন্দ্রেই তৃণমূল বিজেপির কাছে ধরাশায়ী হয়েছিল।

এবারের বিধানসভা নির্বাচনে মূলত পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর মহকুমার সেই তিনটি বিধানসভা কেন্দ্র পুনরুদ্ধার করার লক্ষ্যেই দলনেত্রী তথা তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আজ শনিবার পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর মহকুমায় দুটি নির্বাচনী জনসভা করবেন। এদিন তিনি রঘুনাথপুর বিধানসভার অন্তর্গত নিতুড়িয়া ব্লকের ইনানপুরের হাটতলা ফুটবল ময়দানে এবং কাশীপুর বিধানসভার অন্তর্গত কাশীপুর সেবাব্রতী ময়দানে জনসভা করবেন। জনসভা শেষে তিনি পুরুলিয়ায় রাত্রিবাস করবেন ও দলের নেতৃত্ববৃন্দদের সাথে আলোচনায় বসবেন। রবিবার তিনি পুরুলিয়ার মানবাজার বিধানসভার তৃণমূল প্রার্থী সন্ধ্যারাণী টুডুর সমর্থনে জনসভা করবেন। এদিকে রঘুনাথপুর ও কাশীপুর বিধানসভা এলাকায় মুখ্যমন্ত্রীর জনসভা ঘিরে তৃণমূলের নেতা কর্মীদের মধ্যে ব্যাপক তৎপরতা শুরু হয়েছে। সভাস্থলের পাশেই তৈরি করা হয়েছে হেলিপ্যাড। শুক্রবার সেই হেলিপ্যাডে কপ্টার ট্রায়াল রানও করে। নিরাপত্তা ব্যবস্থাও জোরদার করা হয়েছে। রঘুনাথপুর বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী হাজারি বাউড়ি জানান, 'নির্বাচনের আগেই বিজেপি তো হেরে গিয়েছে। গতবারের নির্বাচনে জয়ী হয়েও বিজেপির বিধায়ক মানুষের কাজ করতে পারেননি বলে রঘুনাথপুরের বিধায়ককে টিকিট দেওয়া হয়নি। সেটা সকলেই বুঝতে পারছেন। আমরা সবসময় মানুষের সঙ্গে মানুষের পাশে আছি। এমন একটাও পরিবার নেই যারা তৃণমূল সরকারের কোনও না কোনও প্রকল্পের সুবিধা পায়নি। তাই এবার ক্ষমতায় তৃণমূল আসবে।' অন্যদিকে কাশীপুর বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী সৌমেন বেলথরিয়া বলেন, 'কাশীপুরে বিজেপির বিধায়ক কোনও কাজ না করলেও, তৃণমূল সরকারের সময় কাশীপুরে একাধিক স্টেডিয়াম, পর্যটন কেন্দ্র, ছোট কারখানা গড়ে উঠেছে। মিটেছে পানীয় জলের সমস্যা। গড়ে উঠেছে মহিলা ফুটবল অ্যাকাডেমি। তাই ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে কাশীপুর বিধানসভা কেন্দ্রে তৃণমূল খুব সামান্য ভোটে পরাজিত হলেও লোকসভা ভোটে এই কেন্দ্রে তৃণমূল বিজেপির থেকে ১৮৫০টি বেশি ভোটে এগিয়ে যায়। এবারেও সেই ব্যবধান আরো বাড়বে।' যদিও কাশীপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিদায়ী বিজেপির বিধায়ক তথা এবারেও বিজেপির প্রার্থী কমলাকান্ত হাঁসদা বলেন, 'কেন্দ্রীয় সরকার টাকা দিয়েছে। আর সেই টাকা মানুষের উন্নয়নে কাজে না লাগিয়ে তৃণমূল সেই টাকা নিজেদের পকেটে ভরেছে। শিক্ষাকেন্দ্রে পরিকাঠামো ভেঙে পড়েছে। মানুষ সব দেখছে। এবারের নির্বাচনে তার জবাব দেবে।'

মালদায় এখনও কংগ্রেসের প্রার্থী তালিকা না বেরনোয় নিচুতলায় ক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: নির্বাচন ঘোষণার দুই সপ্তাহ পেরিয়ে গেলেও, এখনও কোনও কেন্দ্রেই প্রার্থীর নাম ঘোষণা করতে পারে নি কংগ্রেস। আর এতেই গনিখান চৌধুরীর গড় মালদায় দলের একাংশ নেতাকর্মীদের মধ্যে চরম অসন্তোষ তৈরি হয়েছে। কংগ্রেস আদৌ প্রার্থী দেবে কিনা তা নিয়েও সংশয় দেখা দিয়েছে দলের একাংশের মধ্যে। শুধু মালদা নয়, গোটা রাজ্যের ২৯৪টি আসনে কংগ্রেস কবে প্রার্থী দেবে তা নিয়েও শুরু হয়েছে চরম গুঞ্জন। কংগ্রেসের এমন পরিস্থিতি দেখে শাসকদল তৃণমূল থেকে বিরোধী দল বিজেপিও কটাক্ষ করেছে। এদিকে, রাজ্যের নির্বাচন ঘোষণার পর ১২ দিন কেটে গেলেও এখনও প্রকাশ হয়নি কংগ্রেসের প্রার্থী তালিকা। তৃণমূল, বিজেপি এবং বামেরা ভোট প্রচারে নেমে গেলেও এখনও কার্যত থমকে কংগ্রেসের ভোট প্রচার। এই পরিস্থিতিতে প্রার্থী ঘোষণার আগেই মালদা বিধানসভায় দেখা গেল প্রার্থীর নাম দিয়ে দেওয়াল লিখন। মালদা বিধানসভার প্রাক্তন বিধায়ক ভূপেন্দ্রনাথ হালদারকে প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা করে দেওয়াল লেখ ন শুরু হয়েছে মালদা বিধানসভার বিভিন্ন এলাকায়। ভোট প্রচারে অন্য দলগুলির চাইতে পিছিয়ে থাকতে নারাজ কংগ্রেসের নেতৃত্ব ও কর্মীদের একাংশ। প্রার্থী ঘোষণার আগের দেওয়াল লেখাতেই একথা স্পষ্ট।

যদিও এআইসিসি-র নাম ঘোষণার আগে এভাবে দেওয়াল লিখন সমর্থন করেন না বলে দাবি মালদা জেলা কংগ্রেসের সহ-সভাপতি তথা প্রাক্তন বিধায়ক ভূপেন্দ্রনাথ হালদার। তাঁর দাবি, কংগ্রেস কর্মীরা আবেগতাড়িত হয়ে এভাবে দেওয়াল লিখন করেছে। অন্য রাজনৈতিক দলগুলি প্রচারে নেমে পড়াতেই নিচুতলার কর্মীদের মধ্যে এমন আবেগ স্বাভাবিক। তাঁর আরও দাবি, কংগ্রেস প্রথম থেকেই বলে এসেছে আগে ভোটাধিকার, পরে ভোট। তাই, প্রার্থী তালিকা প্রকাশের কিছুটা দেরি হচ্ছে। অন্যদিকে, প্রার্থী ঘোষণার আগেই দেওয়ার লেখনকে কটাক্ষ করেছে বিজেপি। মালদা জেলা বিজেপি সভাপতি অজয় গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, 'কংগ্রেসের একেক নেতার একেক রকম মত। তাই, আগাম দেওয়ার লেখা নিয়ে কিছুই বলার নেই।' তৃণমূলের জেলার মুখপাত্র শুভময় বসু বলেন, 'বাকি রাজনৈতিক দলগুলি তৃণমূলের থেকে অনেক পিছিয়ে। তৃণমূল কংগ্রেস একবারে রাজ্যের ২৯৪টি বিধানসভায় দলের প্রার্থী ঘোষণা করেছে। আর কংগ্রেস এখনও প্রার্থী দিতে পারছে না। মালদার নাগরিকরা এবার মুখ্যমন্ত্রীর উন্নয়নের পক্ষে সামিল হবেন।'

পুরুলিয়ার নির্বাচনী প্রচারের একদিন আগেই দুর্গাপুরে মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: শনিবার রানিগঞ্জ ও রঘুনাথপুরে নির্বাচনী সভা করবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তার একদিন আগেই দুর্গাপুরে পৌঁছালেন তিনি। শুক্রবার অন্ডালের কাজী নজরুল ইসলাম বিমানবন্দর থেকে সড়কপথে দুর্গাপুরের সিটি সেন্টারের একটি বেসরকারি হোটেলে শুক্রবার দুপুর তিনটে পঞ্চান্ন মিনিটে এসে পৌঁছন মুখ্যমন্ত্রী। দুর্গাপুরে শহরের কেন্দ্রস্থলে একটি বেসরকারি হোটেলে রাত্রি যাপন করেন তিনি। জানা গেছে, তিনি হোটেলে তৃণমূল কংগ্রেসের ঊর্ধ্বতন নেতাদের সঙ্গে একটি সাংগঠনিক সভাও করেন। সরকারি সূত্র অনুযায়ী, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শনিবার থেকে তাঁর নির্বাচনী প্রচার শুরু করবেন। তিনি পশ্চিম বর্ধমান জেলার রানিগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্র এবং পুরুলিয়া জেলার রঘুনাথপুর বিধানসভা কেন্দ্রে দলীয় প্রার্থীদের সমর্থনে জনসভা করার পরিকল্পনা করেছেন। এই সভাগুলিতে তিনি দলীয় কর্মীদের সঙ্গেও দেখা করবেন।

রানিগঞ্জের খান্দরায় আজ জনসভা মমতার

নিজস্ব প্রতিবেদন, লাউদোহা: ভোটের নির্ঘণ্ট বাজতেই সব রাজনৈতিক দলগুলি নিজ নিজ প্রচারের ব্যস্ত। দলের প্রার্থীর হয়ে নির্বাচনী প্রচারে শনিবার রানিগঞ্জ বিধানসভার অন্ডালের খান্দরা স্কুল ময়দানে দলের প্রার্থী কালোবরণ মণ্ডলের সমর্থনে জনসভায় প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত থাকবেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাস্থলের প্রস্তুতির খুঁটিনাটির তদারকিতে রয়েছে প্রশাসন ও তৃণমূলের নেতা কর্মীরা। নিরাপত্তা ব্যবস্থার জোরদার করতে জায়গায় জায়গায় রয়েছে পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর দল। সভাস্থলের পাশেই তৈরি করা হয়েছে অস্থায়ী হলিপ্যাড। তৃণমূলের খান্দরা অঞ্চল সভাপতি সমীর ভট্টাচার্য্য জানান, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আসছেন তাঁদের প্রার্থীর সমর্থনে এটা এলাকাবাসী ও তৃণমূল নেতা হিসাবে তাঁদের কাছে গর্বের। তিনি আরও বলেন, 'খান্দরার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জনসভায় রেকর্ড ভীড় হবে বলে আশা করা হচ্ছে।' এবং দলের সুপ্রিমো আসার আগেই সভাস্থল ও ব্যবস্থাপনা প্রায় শেষের মুখে। এর পাশাপাশি তারা নিশ্চিত তাঁদের দলের প্রার্থী কালোবরণ মণ্ডল ১০০ শতাংশ জয়ী হচ্ছেন বিপুল ভোটে।

'মমতা-ঘনিষ্ঠ রিটার্নিং অফিসার বদল হবে'

খড়গপুরে মমতাকে আক্রমণ দিলীপের

নিজস্ব প্রতিবেদন, পশ্চিম মেদিনীপুর: রামনবমীর সকালে খড়গপুর শহরে ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের হরিজন বস্তি এলাকায় প্রচারে গিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে মুখ্যমন্ত্রীকে তীব্র কটাক্ষ করলেন খড়গপুরের বিজেপি প্রার্থী দিলীপ ঘোষ। একইসঙ্গে এদিন নিমপুরা বাজার এলাকাতেও পায়ে হেঁটে প্রচার সারেন তিনি। কথা বলেন বাজারের ব্যবসায়ী ও সাধারণ মানুষের সঙ্গে।

তৃণমূলের অভিযোগে ভবানীপুরে ফের রিটার্নিং অফিসার বদল এবং নির্বাচন কমিশনের মুখ্যসচিবকে চিঠি দিয়ে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে ৩টি নতুন রিটার্নিং অফিসারের নামের তালিকা চাওয়া প্রসঙ্গে দিলীপ ঘোষ বলেন, 'সব জায়গায় বদল হবে। যেখানে মনে হবে এরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হয়ে কাজ করতে পারে, নির্বাচন কমিশন সেখানেই রিটার্নিং অফিসার বদল করতে পারে। কারণ, নির্বাচন কমিশন দেশের সংবিধান ভুক্ত একটি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান। এতদিন ধরে বাংলায় লক্ষ লক্ষ ভুয়া ভোটার রয়েছে, এখানে এত রিগিং, মারপিট, পোস্টপোল ভায়োলেন্স হয়েছে। পঞ্চায়েতে হিংসা হয়েছে। যেসব অফিসারদের মদতে এইসব হয়েছে তাদের পাল্টাতেই হবে।' জ্বালানি সংকটে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ফের লকডাউনের আশঙ্কা ও শুক্রবার সন্ধেয় মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর বৈঠকে পশ্চিম এশিয়ার যুদ্ধ পরিস্থিতির সংকট নিয়ে আলোচনা বৈঠকে বড় কোনও ঘোষণা প্রসঙ্গে দিলীপ ঘোষ বলেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সবসময় চিন্তায় থাকেন। দেশের চিন্তা মোদী করুক, আপনি পশ্চিমবঙ্গের চিন্তা করুন। ১৫ বছরে পশ্চিমবাংলায় কিছু করতে পারলেন না। মানুষকে জল দিতে পারলেন না। আপনি গ্যাস আর তেল নিয়ে ভাবছেন কেন। আমি বাংলার লোকেদের বলছি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায় ভয় পাবেন না। ঘাবড়াবেন না। যারা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায় এসআইআর ফর্ম ফিলাপ করেননি, তাদের নাম এসেছে। দৌড়াতে হচ্ছে। এখন তারা ভোট দিতে পারবে না।' সাংবাদিকদের তিনি বলেন, 'করোনার সময় সারা দুনিয়াতে এত বড় সংকট এসেছিল, তবুও সারা দেশের মানুষকে নিশ্চিন্তে রাখা হয়েছিল। তৃণমূল কিছু লোককে ভয় দেখিয়ে কোথাও গ্যাসের লাইনে দাঁড় করাচ্ছে। কোথাও পেট্রোল পাম্পে পাঠাচ্ছে। সবার বাড়িতে গ্যাস যাচ্ছে। এই ধরনের প্রোপাগান্ডায় পড়বেন না।' তিন দফায় প্রায় ৭৬ লক্ষ ভোটারের পর বাকিদের এবার ভাগ্য পরীক্ষা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'প্রক্রিয়া চলতেই থাকবে। যেমন যেমন ভোটার তালিকা প্রস্তুত হবে, সেগুলি সামনে আসতে থাকবে। নির্বাচন কমিশন দেখছে, দেখতে দিন।' উল্লেখ্য, শুক্রবার রাতেই শহরে আসছেন অমিত শাহ। শনিবার বিজেপির সংকল্পপত্র প্রকাশ হবে শাহের হাত ধরে।

আরামবাগে রামনবমীর বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: সারা রাজ্যের সঙ্গে হুগলির আরামবাগ জুড়ে মহাসমারোহে পালিত হল রাম নবমীর মহোৎসব ও পূজাপাঠ। শুক্রবার সকালে ফাঁসিবাগান সংলগ্ন এলাকায় প্রতিষ্ঠিত রামমন্দিরে পূজা-অর্চনার পর শহরে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয় হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলির উদ্যোগে। শোভাযাত্রাটি ফাঁসিবাগান থেকে বেরিয়ে গোটা শহর পরিক্রমা করে। এই শোভাযাত্রায় হাজার হাজার সনাতনী ধর্মাবলম্বী অংশগ্রহণ করেন। উপস্থিত ছিলেন বিজেপির আরামবাগ সাংগঠনিক জেলা সভাপতি সুশান্ত বেরা, আরামবাগ বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী হেমন্ত বাগ, বিদায়ী বিধায়ক মধুসূদন বাগ, বিশ্বনাথ কারণ, কার্তিক মাল-সহ একাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তি। মধুসূদন বাগ জানান, 'সমস্ত সনাতনী হিন্দু ভাইবোনেদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে এই শোভাযাত্রায়। আগামী দিনে বাংলার সুরক্ষা ও একটি সুসংহত সমাজ গঠনের লক্ষ্যে আমাদের এই প্রয়াস অব্যাহত থাকবে। সকলের অধিকার সুরক্ষিত রাখতে হিন্দু ঐক্যের প্রয়োজন রয়েছে।' অন্যদিকে, বিকেলে শহরের ২৪ নম্বর রোডের বজরংবলী মন্দির কমিটির উদ্যোগে রামনবমী উপলক্ষে আরও একটি বিশাল শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়। এই শোভাযাত্রায় উপস্থিত ছিলেন পুরশুড়া বিধানসভার বিজেপি প্রার্থী তথা বিধায়ক বিমান ঘোষ। শোভাযাত্রাটি বজরংবলী মন্দির থেকে বেরিয়ে শহর পরিক্রমা করে এবং তাতেও বিপুল সংখ্যক মানুষের অংশগ্রহণ লক্ষ্য করা যায়। বিমান ঘোষ জানান, 'প্রতি বছরের মতো এ বছরও রামনবমী উপলক্ষে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়েছে। হাজার হাজার মানুষ এতে অংশ নিয়েছেন।' পাশাপাশি খানাকুল, গোঘাট-সহ পুরশুড়া বিধানসভার অন্তর্গত বালিপুর অঞ্চলেও রামনবমী উৎসব কমিটির উদ্যোগে শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে তিনিও উপস্থিত ছিলেন।

মহিলার গলা কাটা দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্বস্থলী: শোবার ঘরের ভিতর থেকে গলার শাসনালি কাটা অবস্থায় এক গৃহবধূর মৃতদেহ উদ্ধারকে ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পরে পূর্বস্থলী থানার কালেকাতলা ১ অঞ্চলে। মৃত গৃহবধুর নাম পিঙ্কি দেবনাথ (২৭)। খবর পেয়ে চাপাতলা-তিনপাড়া এলাকায় ছুটে আসে পূর্বস্থলী থানার পুলিশ। বিছানার পাশে মৃতদেহটি পড়েছিল। পুলিশ মৃতার স্বামী প্রিয়লাল দেবনাথকে আটক করে ও মৃত দেহ উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রিয়লাল ও পিঙ্কি দেবীর একটি পুত্র সন্তান আছে। দু'জনের মধ্যে পারিবারিক অশান্তি লেগেই থাকে। প্রতিবেশীদের সহায়তায় বেশ কয়েকবার মিটমাট-ও করা হয়। মাস খানেক আগে অন্য সম্প্রদায়ক এক যুবকের সঙ্গে চলে গিয়েছিলেন ওই গৃহবধূ। প্রায় চার দিন আগে সে প্রিয়লালের কাছে ফিরে আসে। কিছু গ্রামবাসীর অনুমান, স্বামীই তাঁর স্ত্রীকে খুন করেছেন। এই রহস্য খুনের ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পূর্বস্থলী থানার পুলিশ।

শোভাযাত্রায় দুর্গাপুরে বিজেপি প্রার্থীর হাতে অস্ত্র

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: দুর্গাপুরে রামনবমীর শোভাযাত্রায় তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী ও বিজেপি প্রার্থী একসাথে। সৌজন্য সাক্ষাৎকার দাবি তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী কবি দত্তর। চাপে পড়ে রামনবমীর শোভাযাত্রায় এসেছে তৃণমূল প্রার্থী, কটাক্ষ বিজেপি প্রার্থী লক্ষ্মণ ঘোড়ুইয়ের। এদিন শোভাযাত্রায় দুর্গাপুর পশ্চিম ও দুর্গাপুর পূর্ব বিজেপি প্রার্থী লক্ষ্মণ ঘড়ুই ও চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় একসাথে পা মেলায়। দুর্গাপুর থানার অন্তর্গত বেনাচিতির পাঁচমাথা মোড় থেকে ভিরিঙ্গি মোড় পর্যন্ত এই বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা হয়। এই শোভাযাত্রায় তলোয়ার হাতে নিয়ে হাটেন লক্ষ্মণ ঘোড়ুই। লাঠি হাতে হাঁটেন চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়ও। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের এই শোভাযাত্রায় পারদে পারদে রাজনৈতিক ছোয়া। মিছিলের মাঝে পুলিশ লক্ষ্মণ ঘুড়ুইয়ের হাত থেকে তলোয়ার নিতে গেলে পুলিশের সঙ্গে বচসা ধস্তাধস্তি। যতক্ষণ মিছিল চলবে ততক্ষণ তলোয়ার তার হাতে থাকবে দাবি লক্ষ্মণ চন্দ্র ঘুড়ুইয়ের।

ভোটের খেলায় 'মেমু এক্সপ্রেস' তরজায় সিউড়ির দুই প্রার্থী

মৃণালজিৎ গোস্বামী ● সিউড়ি

সিউড়ি-শিয়ালদা এক্সপ্রেস ট্রেন এখন সিউড়ি বিধানসভা এলাকার ভোট যুদ্ধে বিবাদমান প্রধান দুই প্রার্থীর তুরুপের তাস। সিউড়ি বিধানসভা এলাকায় উন্নয়ন বনাম অনুন্নয়নের ফিরিস্তি এলাকায় যেমন রয়েছে, তেমনি পরিষেবার দিক দিয়ে কে কতটা কাজ করতে পারেন কিংবা উন্নয়নে কার ভাবনা কতটা রয়েছে সব প্রশ্নকেই ছাপিয়ে উঠেছে সিউড়ি-শিয়ালদা মেমু এক্সপ্রেস ট্রেন। জেলা সদর শহর হিসেবে উপেক্ষিত সিউড়ি। শুধুমাত্র রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত নয় বলেই সিউড়ি ক্রমশ পিছিয়ে পড়েছে অন্য দুই মহকুমা শহরের থেকে। যাত্রীবাহী ময়ূরাক্ষী রামপুরহাট থেকে সিউড়ি হয়ে হাওড়ায় যেত কিন্তু রেল দপ্তরের নির্দেশে সেটি এখন ঝাড়খণ্ডের দুমকা পর্যন্ত যায়। তাই কলকাতা যাওয়ার জন্য সদর শহর সিউড়ি থেকে একটি ট্রেনের বিশেষ প্রয়োজন ছিল। এই বিষয়ে নিত্যযাত্রীরা যেমন সরব ছিলেন, তেমনি সিউড়ি শহরের সাধারণ যাত্রীরা সব জায়গায় বারবার আবেদন করতেন। যাত্রীদের কথা ভেবে বীরভূমের সাংসদ শতাব্দী রায় সংসদে ট্রেনের জন্য দাবি করেন। দাবি মেনে রেল দপ্তর হাওড়া-সিউড়ি ট্রেন চালু করেন। মূলত বিকেলের দিকে কোনও ট্রেন না থাকায় সেই সময়ে এই ট্রেনটি চলতে শুরু করে, কিন্তু যাত্রীর অভাবে ট্রেনটি কিছুদিন চলার পর বন্ধ করে দেওয়া হয়। তাই রেলের বঞ্চনার প্রতিবাদে আবারও শুরু হয় আন্দোলন। অভিযোগ পাল্টা অভিযোগ। ২০২১ সালে বিধানসভার ভোট লড়তে এসে সাধারণ মানুষের দাবিগুলি শুনে বিজেপি প্রার্থী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় রেল পরিষেবার ব্যাপারে

অগ্রণী ভূমিকা নিতে থাকেন। ভোটের রেজাল্ট বের হলে তিনি তৎকালীন তৃণমূল বিধায়ক বিকাশ রায়চৌধুরীর কাছে প্রায় সাড়ে ৬ হাজারেরও বেশি ভোটে পরাজিত হন। হেরে গেলেও সিউড়ি মানুষের সুবিধার জন্য তিনি কেন্দ্র সরকারের রেলমন্ত্রীর কাছে ব্যক্তিগত ও দলীয় স্তরে যোগাযোগের মাধ্যমে আবেদন করে এনেছেন সিউড়ি শিয়ালদা মেমু এক্সপ্রেস এমনটাই দাবি করেন জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়। পাল্টা দাবি করেন সাংসদ শতাব্দী রায়ও। তিনি বলেন, বারবার সংসদে ট্রেনের আবেদন তিনি জানিয়েছেন। রেল ওভারব্রিজ নিয়েও একই দাবি করে থাকেন রাজ্য বিজেপির সহ-সভাপতি জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় ও বীরভূমের সাংসদ শতাব্দী রায়ও। উন্নয়নের

টানা পড়েন, অভিযোগ আর পাল্টা অভিযোগ সত্ত্বেও রেল এবং ওভারব্রিজ পাওয়ায় সাধারণ মানুষের কষ্ট একটু কমেছে। ২০২৬ সালের তৃণমূল কংগ্রেস সিউড়ি বিধানসভায় প্রার্থী করেছে সিউড়ি পৌরসভার চেয়ারম্যান উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায়কে। আর বিজেপি সিউড়ি বিধানসভা কেন্দ্রে ফের প্রার্থী করেছে জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়কেই। প্রার্থী নাম ঘোষণার পর থেকেই তৃণমূল প্রার্থী উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নের কথা তুলে ধরে ভোট যেমন চাইছেন, তেমনি বিজেপি প্রার্থীর দাবি, সিউড়ি উন্নয়নের জন্য কোনও পদে না থেকেও শুধুমাত্র রেলমন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় সরকারকে সাধারণ মানুষের সুবিধার কথা মনে করিয়ে সিউড়ি শিয়ালদা মেমু এক্সপ্রেস ট্রেন চালু করিয়েছেন। এমনকি অনেক স্টেশনে এই ট্রেনকে থামানোর উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। ভোটের প্রচারের সর্বত্রই রেলকে ব্যবহার করার জন্য তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে যেমন কটাক্ষ করা হয়েছে, তেমনি সোশ্যাল মাধ্যমেও 'গুল মারছেন জগাবাবু' শিরোনাম কবিতার সঙ্গে কাটুন ছবি এঁকে পোস্ট করা হয়েছে শুধুমাত্র জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়ের রেলের উদাহরণকে কেন্দ্র করে। যদিও বিজেপি প্রার্থী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়ের দাবি, 'প্রচারের কাজে তিনি রেলকে ব্যবহার করেননি। রাজ্যের মানুষ ভাতা নয়, চাকরি চান, চপ শিল্প নয়, আধুনিক শিল্প কারখানা চান, তাই পরিবর্তন প্রয়োজন, আর রাজ্যে আনতে হবে সুশাসন।' সিউড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'রেল দপ্তর ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষের, কিন্তু ভোটের সময় থেকেই কেউ কেউ রেল দপ্তরকে নিজের ভাবতে শুরু করেছেন এমন ভাবে প্রচার করছেন, যেন তিনি নিজের পকেটের পয়সা দিয়ে রেল চালাচ্ছেন। সত্যিই যদি প্রকৃত সিউড়ির উন্নয়ন চান তাহলে সিউড়িতে রেল নিয়ে রাজনীতি করতেন না, হিন্দুবাদী বলে গর্ব করেন অথচ শহরে অনেক মন্দির রয়েছে, যেগুলি ভারত সরকারের তত্ত্বাবধানে অথচ অবহেলায় নষ্ট হচ্ছে।' তৃণমূল প্রার্থী দাবি করেন, 'জেলায় অনেকগুলি সতীপীঠ ও শক্তিপীঠ রয়েছে সেগুলো তো বিজেপি বা কেন্দ্রীয় সরকার কোন উন্নয়ন করেনি সেগুলি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সংস্কার করছেন। আসলে বিজেপি ধর্মের খেলা খেলছে, ভোটের প্রচারে রেলকে ব্যবহার করছে। মানুষ ভোটের বাক্সে জবাব দেবে।'

ছাত্র নিখোঁজে কাটোয়ায় বন্ধ ফেরিঘাট পরিষেবা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাটোয়া: নৌকা দুর্ঘটনায় ছাত্র নিখোঁজের ঘটনার জেরে শুক্রবার সকাল থেকে কাটোয়া বল্লভপাড়া ফেরিসার্ভিস বন্ধ থাকে। কোনো নৌকা চলাচল করেনি। ফেরি বন্ধ থাকায় অন্য ফেরিঘাট দিয়ে পারাপার করেন যাত্রীরা। বৃহস্পতিবার দুপুরে কাটোয়ার পুলিশ প্রশাসনের চেষ্টা সত্ত্বেও নদীয়ার বল্লভপাড়া এলাকার বাসিন্দাদের ক্ষোভের মুখে পড়ে কাটোয়া-বল্লভপাড়া নৌকা চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। ফেরিঘাটের ইজারাদার অশোক সরকার বলেন, দুর্ঘটনার কিছুক্ষণ পরে পুলিশ প্রশাসনের সাহায্যে নৌকা চলাচল শুরু হলেও বল্লভপাড়ার দিকে জনগণের ক্ষোভের জেরে নৌকা থেকে যাত্রীদের নামতে দেওয়া হয়নি। নৌকার মাঝিদের নিরাপত্তা দিয়ে যদি ফেরি চালু হয় আমরা পরিষেবা দিতে রাজি। জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার দুপুরে নদীয়ার বল্লভপাড়া এলাকার বাসিন্দা আকাশ সাহা নামের একাদশ শ্রেণীর ছাত্র টিউশন পড়ে বাড়ি ফেরার পথে নৌকা থেকে জলে পড়ে নিখোঁজ হয়ে যায়। স্থানীয়দের অভিযোগ ফেরিঘাট কর্তৃপক্ষের গাফিলতিতে ছাত্রটি জলে পড়ে যায়। নৌকার মাঝিরা তাঁকে বাঁচানোর চেষ্টা করেনি বলে অভিযোগ উঠেছে। তারপরেই

এলাকাবাসীর মধ্যে ক্ষোভ বাড়তে থাকে। এলাকাবাসীর ক্ষোভের জেরে বন্ধ থাকে ফেরি পরিষেবা। অন্যদিকে ফেরি পরিষেবা বন্ধ থাকায় অন্য ফেরিঘাট দিয়ে যাত্রীদের পারাপার করতে গিয়ে বেশ সমস্যায় পড়তে হয়। বেশ কিছুটা দূরে গিয়েই যাত্রীদের অন্য ফেরিঘাট দিয়ে পারাপার করতে হয়।

পুলিশ ও বাহিনীর নাকা চেকিং দুর্গাপুরে

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করতে আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের উদ্যোগে কেন্দ্রীয়

বাহিনীকে সঙ্গে নিয়ে পশ্চিম বর্ধমান জেলার বিভিন্ন প্রান্তে জোরকদমে নাকা চেকিং চলছে। দুর্গাপুরের হেমসিলা স্কুল মোড় সংলগ্ন এলাকায় দেখা যায় পুলিশের কড়া তল্লাশি অভিযান। রাস্তায় চলাচলকারী বিভিন্ন চার চাকা গাড়িকে থামিয়ে কেন্দ্রীয় বাহিনীর উপস্থিতিতে বিস্তারিতভাবে তল্লাশি চালানো হয়। গাড়ির নথিপত্র পরীক্ষা করার পাশাপাশি সন্দেহজনক কিছু রয়েছে কিনা, তাও খতিয়ে দেখেন কর্তব্যরত পুলিশ আধিকারিকরা। নির্বাচনকে শান্তিপূর্ণ ও অবাধ করতে এই ধরনের অভিযান আগামী দিনগুলিতেও জোরদার করা হবে বলে প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

পশ্চিম এশিয়ায় আটকে থাকা ভারতীয়দের তথ্য দিল কেন্দ্র

নয়াদিল্লি, ২৭ মার্চ: পশ্চিম এশিয়ায় সামরিক সংঘাতের এক মাস হতে চলেছে। ওই অঞ্চলের বিভিন্ন দেশে কর্মসূত্রে রয়েছেন প্রচুর ভারতীয়। ইরান তো বটেই, পশ্চিম এশিয়ার প্রায় সব দেশেই ভারতীয়েরা রয়েছেন। কেউ কমর্সূত্রে সেখানে রয়েছেন, কেউ আবার বসবাস করছেন ওই দেশগুলিতে। লোকসভায় এই বিষয়টি উত্থাপন করে দু'টি বিষয় মোদী সরকারের কাছে জানতে চেয়েছিলেন দক্ষিণ কলকাতার তৃণমূল সাংসদ মালা রায়।

কেন্দ্রের কাছে সাংসদ মালার প্রশ্ন ছিল, বর্তমান যুদ্ধ পরিস্থিতিতে পশ্চিম এশিয়ার দেশগুলিতে কত জন ভারতীয় আটকে রয়েছেন? যদি আটকে থাকেন, তা হলে তাঁদের সংখ্যা কত? দেশ এবং রাজ্যভিত্তিক সেই তথ্য জানানো হোক। তৃণমূল সাংসদের এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছে বিদেশ মন্ত্রক। বিদেশ প্রতিমন্ত্রী কীর্তি বর্ধন সিং লোকসভায় জানিয়েছেন, পশ্চিম এশিয়া এবং উপসাগরীয় অঞ্চলে এক কোটি ভারতীয় বসবাস করেন। ইরান, বাহরিন, সংযুক্ত আরব আমিরশাহি-সহ পশ্চিম এশিয়ার দেশগুলিতে কোথায় কত সংখ্যক ভারতীয় বসবাস করছেন, আলাদা আলাদা করে সেই তথ্য দেন তিনি।

কেন্দ্রীয় বিদেশ প্রতিমন্ত্রী সংসদে আরও জানিয়েছেন, পশ্চিম এশিয়ায় সামরিক সংঘাতের জেরে অনেক দেশ আকাশসীমা বন্ধ করে দিয়েছিল। বিমানও বাতিল হচ্ছিল। ফলে পশ্চিম এশিয়া এবং উপসাগরীয় অঞ্চলের দেশগুলিতে যে সব ভারতীয় গিয়েছিলেন কিংবা ওই পরিস্থিতিতে যাঁরা সেখান থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করেন, বিমান বাতিল, আকাশসীমা বন্ধ থাকার জন্য সমস্যার মুখে পড়তে হয়েছে তাঁদের। তবে ওই সব দেশের ভারতীয় দূতাবাস আটকে থাকা ভারতীয়দের বিমানের ব্যবস্থা করেছে। ২১ মার্চ পর্যন্ত ৩ লক্ষ ৭৫ হাজার ভারতীয় পশ্চিম এশিয়া থেকে দেশে ফিরেছেন।

নেপালে নতুন সূর্যোদয়, শপথ নিলেন বলেন্দ্র শাহ

কাঠমান্ডু, ২৭ মার্চ: নেপালে নতুন সূর্যোদয়। দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে নির্বাচনে জয়ের পর শুক্রবার দেশটির ৪৭তম প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিলেন জেন-জির 'পোস্টার বয়' র‍্যাপার বলেন্দ্র শাহ। ৩৫ বছর বয়সি বলেন্দ্র নেপালের সর্বকনিষ্ঠ প্রধানমন্ত্রী। শুক্রবার বলেন্দ্রর শপথ গ্রহণের পর তাঁকে অভিনন্দন জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ভারত ও নেপালের দীর্ঘ বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার বার্তা দেন তিনি।

শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হওয়ার পর নেপালের তরুণ প্রধানমন্ত্রীকে অভিনন্দন জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এক্স হ্যান্ডলে তিনি লেখেন, 'নেপালের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করায় শ্রী বলেন্দ্র শাহকে আন্তরিক অভিনন্দন। প্রধানমন্ত্রী পদে আপনার শপথগ্রহণ আপনার নেতৃত্বের প্রতি জনগণের আস্থারই প্রতিফলন। দুই দেশের জনগণের পারস্পরিক কল্যাণের লক্ষ্যে ভারত-নেপাল বন্ধুত্ব ও সহযোগিতাকে আরও উচ্চতর পর্যায়ে নিয়ে যেতে আমি আপনার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করতে মুখিয়ে রয়েছি।'

কাঠমান্ডু পোস্টের রিপোর্ট অনুযায়ী শুক্রবার সকালে নেপালের রাষ্ট্রপতি ভবনে আয়োজিত হয় এই শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান। বলেন্দ্রকে শপথবাক্য পাঠ করান রাষ্ট্রপতি রামচন্দ্র পাউডেল। রীতি মেনে ঐতিহ্যবাহী আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আয়োজিত হয় শপথগ্রহণ পর্ব। শঙ্খধ্বনি, ১০৮ জন বটুকের স্বস্তিশান্তি পাঠ ও ১৬ জন বৌদ্ধ ভিক্ষুকের অষ্টমঙ্গল মন্ত্রোচ্চারণের মাধ্যমে শপথ নেন বলেন্দ্র। অনুষ্ঠানে নেপালের শীর্ষ আধিকারিকদের পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন উপদেষ্টা প্রধান সুশীলা কারকি।

উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, নেপাল পণতন্ত্রের পথে হাঁটলেও বলেন্দ্র কিন্তু রাজতন্ত্রপন্থী। ২০০৮ সালে রাজতন্ত্রের বিলোপ হয়েছিল দেশটিতে। বলেন্দ্রর আগমন ফের নেপালে রাজতন্ত্র ফেরার জল্পনাকে উস্কে দিচ্ছে।

যুদ্ধের ধাক্কায় ফের রক্তাক্ত দালাল স্ট্রিট

নয়াদিল্লি, ২৭ মার্চ: পশ্চিম এশিয়ার যুদ্ধের জেরে হরমুজ প্রণালী বন্ধ থাকায় দেশে গ্যাসের জোগানে টান পড়ছে। এর মধ্যেই বিশ্ব বাজারে অশোধিত তেল ব্যারেল পিছু ১১০ ডলার ছাপিয়ে গিয়েছে। এর জেরে রক্তাক্ত শেয়ার বাজার। শুক্রবার সকালে ১,১৫০ পয়েন্ট পতন হয় সেনসেক্সের। পাল্লা দিয়ে নিফটি পড়ল ৫০ পয়েন্ট। বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ৬ এপ্রিল পর্যন্ত ইরানের জ্বালানি স্থাপনাগুলিতে হামলা স্থগিত করলেও ইরান যুদ্ধ নিয়ে অনিশ্চয়তা কাটেনি। তার প্রভাব পড়ছে দালাল স্ট্রিটে।

শুক্রবার সকাল এগারোটায় ১,১৫০ পয়েন্ট পড়ে সেনসেক্স পৌঁছেছে ৭৪,১০০ পয়েন্টে। অন্যদিকে ৫০ পয়েন্টের পতনে নিফটি ৩৫০ পয়েন্টে এসে দাঁড়ায়। মনে করা হচ্ছে, যুদ্ধের গতপ্রকৃতি নিয়ে অস্পষ্টতা তৈরি হওয়ায় কমছে বিনিয়োগ। তার জেরেই শেয়ারে বাজার পতনের মুখে। ওয়াকিবহাল মহলের বক্তব্য, একদিকে যখন ট্রাম্প যুদ্ধবিরতি নিয়ে আলোচনার কথা বলছেন। যা পাকিস্তানের মাটিতে হবে বলে খবর, তার মধ্যেই ইরান হামলা চালাচ্ছে ইজরায়েলে। এই অবস্থায় পশ্চিম এশিয়ার পরিস্থিতি নিয়ে অস্থিরতা তৈরি হয়েছে। সেই অস্থিরতার প্রভাব পড়ছে অর্থনীতিতে। রমুজ বন্ধ থাকায়, মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলি সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ায় অশোধিত তেলের দাম বেড়ে চলেছে। এর প্রভাব পড়ছে ভারতীয় অর্থনীতির অন্যতম ক্ষেত্র দালাল স্ট্রিটে। যদিও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে শুক্রবারই পেট্রল ও ডিজেলের উপর থেকে আবগারি শুল্ক প্রতি লিটারে ১০ টাকা করে কমিয়েছে কেন্দ্র।

ইজরায়েলে ছোড়া ক্ষেপণাস্ত্রে ভারতকে 'ধন্যবাদ' জানাল ইরান

তেহরান, ২৭ মার্চ: ইজরায়েলকে নিশানা করে ছোড়া ক্ষেপণাস্ত্রে 'বন্ধু' দেশগুলির উদ্দেশে বার্তা লিখে দিচ্ছে ইরান। এ বার ভারতের নামও তাতে যুক্ত হল। ক্ষেপণাস্ত্রের বার্তায় ভারতকে ধন্যবাদ দিয়েছে তেহরান। সেই ক্ষেপণাস্ত্র ছোড়া হয়েছে ইজরায়েলে। তাদের কৃতজ্ঞতার তালিকায় ভারত ছাড়াও রয়েছে আরও তিন দেশের নাম।

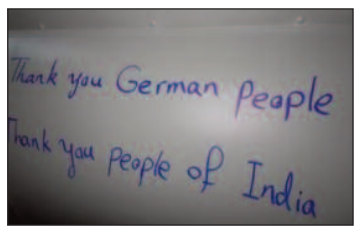

এর আগে ক্ষেপণাস্ত্র-বার্তায় স্পেনকে ধন্যবাদ জানিয়েছিল ইরান। শুক্রবার ইজরায়েলের বিরুদ্ধে নতুন করে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা শুরু করেছে তারা। এটি ইরানের রেভলিউশনারি গার্ড বাহিনীর ৮তম হামলা। ছোড়া হচ্ছে মধ্যম ও দূরপাল্লার একাধিক ক্ষেপণাস্ত্র এবং ড্রোন। শুধু ইজরায়েল নয়, ইরানি হামলার নিশানায় রয়েছে উপসাগরীয় অঞ্চলের বিভিন্ন দেশে অবস্থিত মার্কিন ঘাঁটি। বাহরিনেও একটি হামলা হয়েছে। সমাজমাধ্যমে হামলার ঠিক আগের মুহূর্তের কিছু ভিডিয়ো ছড়িয়ে পড়েছে। তাতে দেখা যাচ্ছে, ইরানের বায়ুসেনার কয়েক জন আধিকারিক ক্ষেপণাস্ত্রের গায়ে ধন্যবাদের বার্তা লিখে দিচ্ছেন। তার পর সেগুলি ছোড়া হচ্ছে লক্ষ্যবস্তুকে নিশানা করে।

ভারত ছাড়াও ইরানের কৃতজ্ঞতার তালিকায় রয়েছে স্পেন, পাকিস্তান এবং জার্মানি। আপাতত এই চার দেশকে ধন্যবাদ দিয়ে ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়েছে ইরান। মুম্বইয়ে নিযুক্ত ইরানের কনসুলেট জেনারেল মিসাইলে লেখা সেই সমস্ত বার্তা সমাজমাধ্যমে পোস্ট করেছেন।

আইএস, আল-কায়দার সঙ্গে জড়িত সন্দেহে গ্রেপ্তার ১২

নয়াদিল্লি, ২৭ মার্চ: আল কায়েদা, আইএসের মতো নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠনের সঙ্গে জড়িত থাকার সন্দেহে ১২ জন গ্রেপ্তার। ধৃতদের মধ্যে কেউ দিল্লির, কেউ অন্ধ্রপ্রদেশের, কেউ বিহারের, তো কেউ পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা। তবে প্রত্যেকেই একই শৃঙ্খলে জড়িত। অন্ধ্রপ্রদেশে এবং দিল্লি পুলিশের যৌথ অভিযানে ১২ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এই চক্রে আরও কেউ জড়িত কি না, তার খোঁজও চালাচ্ছে পুলিশ।

তদন্তে জানা গিয়েছে, প্রশিক্ষণ নিতে এক মাসের জন্য পাকিস্তানে যাওয়ার পরিকল্পনাও ছিল ধৃতদের। তাঁদের মধ্যে অন্ধ্রের তিন যুবক একটি সংগঠনও তৈরি করেছিলেন। সেই সংগঠন যুব সমাজকে সন্ত্রাসমূলক কর্মকাণ্ডে প্রভাবিত করার চেষ্টা করত বলে অভিযোগ। তদন্তকারী সূত্রে খবর, ধৃতেরা ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধের পরিকল্পনা করছিলেন। কয়েকটি রাজ্যে নিজেদের নেটওয়ার্ক বিস্তৃত করার কাজে লিপ্ত ছিলেন অভিযুক্তেরা।

ধৃতদের মধ্যে মির আসিফ আলি পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা। এ ছাড়া, মহম্মদ রহমতুল্লা শরিফ, মির্জা সোহেল বেগ এবং মহম্মদ দানিশকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে অন্ধ্রপ্রদেশ থেকে। পাশাপাশি ধৃতদের মধ্যে রয়েছেন দিল্লির লাকি আহমেদ, রাজস্থানের জিশান, কর্নাটকের আব্দুল সালাম, মহারাষ্ট্রের শাহরুখ খান ও শিয়াক পিয়াজ এবং তেলঙ্গানার সাইদা বেগম। তদন্তকারী সূত্রে খবর, ধৃতেরা সকলেই একটি গেমিং অ্যাপের মাধ্যমে পরিচিত হন। পরে জুড়ে যান আইএস বা আল-কায়েদার মতো সংগঠনের সঙ্গে। অভিযোগ, ধৃতেরা তাঁদের সমাজমাধ্যমে আইএসের পতাকার ছবি দিয়েছিল। এমনকি, ভারতের জাতীয় পতাকা পুড়িয়ে আইএসের প্রশংসা করতেও শোনা গিয়েছে কাউকে কাউকে। ভারতকে ইসলামিক দেশ করার কথাও আলোচনা করেছেন ধৃতেরা। সেই সব অভিযোগের সূত্র ধরেই এই অভিযান।

অটোটেক এশিয়া ২০২৬-এ অংশ নেবেন ২৫০-র বেশি প্রদর্শক

নয়াদিল্লি, ২৭ মার্চ: অটোমোটিভ, ইলেকট্রিক মোবিলিটি, ব্যাটারি প্রযুক্তি এবং উৎপাদন ব্যবস্থার উপর কেন্দ্র করে আয়োজিত বিটুবি প্রদর্শনী 'অটোটেক এশিয়া ২০২৬' শুক্রবার নয়াদিল্লিতে একটি সংবাদ সম্মেলনে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হয়েছে। আয়োজকরা ভ্যালু চেইন জুড়ে উৎপাদকদের সাথে উৎপাদনের সংযোগ স্থাপনকারী একটি সমন্বিত শিল্প প্ল্যাটফর্ম তৈরির সুস্পষ্ট রূপরেখা তুলে ধরেছেন। ২০২৬ সালের ১৭ থেকে ১৯ এপ্রিল পর্যন্ত প্রগতি ময়দানের ভারত মণ্ডপমে অনুষ্ঠিত এই অটোটেক এশিয়া ২০২৬-এ ২৫০টিরও বেশি প্রদর্শক অংশ নেবেন বলে আশা করা হচ্ছে এবং এটি ভারত ও আন্তর্জাতিক বাজার থেকে ওইএম, ইভি উৎপাদক, ব্যাটারি কোম্পানি, যন্ত্রাংশ সরবরাহকারী, বিনিয়োগকারী এবং নীতিনির্ধারক-সহ ২৫,০০০-এরও বেশি বাণিজ্য পরিদর্শককে আকর্ষণ করবে।

ময়দান

আইপিএল উদ্বোধনেই 'সাউথ ইন্ডিয়ান' ডার্বি! সঙ্গে রয়েছে বৃষ্টির আশঙ্কা

নিজস্ব প্রতিবেদন: আইপিএল ২০২৬ মরশুমের প্রথম ম্যাচেই মুখোমুখি হতে চলেছে গতবারের চ্যাম্পিয়ন বেঙ্গালুরু এবং হায়দরাবাদ। শনিবার বেঙ্গালুরুর চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে এই ম্যাচ ঘিরে ইতিমধ্যেই তুঙ্গে উত্তেজনা। তবে সমর্থকদের চোখ থাকবে আকাশের দিকেও কারণ আবহাওয়ার পূর্বাভাস খুব একটা স্বস্তিদায়ক নয়। প্রায় এক বছর পর এই মাঠে বড় ক্রিকেট ম্যাচ ফিরছে। গত বছরের জুন মাসে ভয়াবহ পদদলিত হওয়ার ঘটনায় ১১ জনের মৃত্যু হয়েছিল। সেই ঘটনার পর দীর্ঘদিন এই মাঠে বড় আয়োজন বন্ধ ছিল। ফলে এই ম্যাচ শুধুমাত্র মরশুমের সূচনা নয়, বরং আবেগের দিক থেকেও বিশেষ গুরুত্ব বহন করছে।

গতবার প্রথমবারের মতো শিরোপা জয়ের পর এই প্রথম মাঠে নামবে বেঙ্গালুরু দল। স্বাভাবিকভাবেই নিজেদের প্রিয় দলের খেলা দেখার জন্য মুখিয়ে রয়েছেন সমর্থকেরা। তবে আগের অভিজ্ঞতা কিছুটা দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। গত মরশুমে এই একই মাঠে কলকাতার বিরুদ্ধে বেঙ্গালুরুর ম্যাচ বৃষ্টির কারণে সম্পূর্ণ বাতিল হয়ে গিয়েছিল। ফলে এবারও বৃষ্টি বাধা হয়ে দাঁড়াবে কি না, তা নিয়ে সংশয় থেকেই যাচ্ছে। আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, শনিবার বেঙ্গালুরুর আকাশ আংশিক মেঘলা থাকবে। সন্ধ্যার দিকে তাপমাত্রা প্রায় ২২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি থাকতে পারে। বাতাসে আর্দ্রতার পরিমাণ থাকবে প্রায় ৬৭ শতাংশ। আকাশে মেঘের পরিমাণ প্রায় ৫৩ শতাংশ থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। বৃষ্টির সম্ভাবনা খুব বেশি না হলেও প্রায় ৬ শতাংশ ঝুঁকি থাকছে, যা ম্যাচে প্রভাব ফেলতে পারে।

নিয়ম অনুযায়ী, দুই দল অন্তত পাঁচ ওভার করে ব্যাটিং করতে না পারলে ম্যাচ বাতিল ঘোষণা করা হবে। সে ক্ষেত্রে দুই দলই একটি করে পয়েন্ট পাবে। ফলে আবহাওয়ার পরিস্থিতি ম্যাচের ফল নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে।দুই দলের অতীত পরিসংখ্যান বলছে, এই লড়াই সবসময়ই প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ। এখন পর্যন্ত ২৫ বার মুখোমুখি হয়েছে দুই দল। তার মধ্যে বেঙ্গালুরু জিতেছে ১১টি ম্যাচ, আর হায়দরাবাদ জিতেছে ১৩টি ম্যাচ। একটি ম্যাচ বৃষ্টির কারণে বাতিল হয়েছিল।

গত মরশুমে দুই দলের শেষ সাক্ষাতে হায়দরাবাদ দাপট দেখিয়ে জয় ছিনিয়ে নেয়। সেই ম্যাচে হায়দরাবাদের এক ব্যাটার অপরাজিত ৯৪ রানের ঝড়ো ইনিংস খেলেন যার জোরে দল তোলে ২৩১ রান। জবাবে বেঙ্গালুরু ১৮৯ রানে অলআউট হয়ে যায়। সব মিলিয়ে মরশুমের প্রথম ম্যাচে উত্তেজনা, প্রত্যাশা এবং আবহাওয়ার অনিশ্চয়তা সবকিছু মিলিয়ে এক জমজমাট লড়াইয়ের অপেক্ষায় ক্রিকেটপ্রেমীরা। এখন দেখার, বৃষ্টি না খেলা, শেষ হাসি কে হাসে।

রোহিত শর্মার দুরন্ত বোলিংয়ে মেসার্স ক্লাব পরাস্ত, অনায়াসে লক্ষ্যপূরণ বেহালার

এনসি চ্যাটার্জি ট্রফিতে ৭ উইকেটে জয়, কোয়ার্টার ফাইনালে বেহালা ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন

নিজস্ব প্রতিবেদন: এনসি চ্যাটার্জী ট্রফির গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে চমৎকার পারফরম্যান্স দেখিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে জায়গা করে নিল বেহালা ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন ক্লাব। মেসার্সার্স ক্লাবকে ৭ উইকেটে পরাজিত করে আত্মবিশ্বাসী ভঙ্গিতে শেষ আটে পৌঁছল তারা।২০ ওভারের এই ম্যাচে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে বেহালার শৃঙ্খলাবদ্ধ ও আক্রমণাত্মক বোলিংয়ের সামনে দাঁড়াতেই পারেনি মেসার্সার্স ক্লাব। নির্ধারিত ওভারের আগেই ১১৫ রানে অল আউট হয়ে যায় তারা। শুরু থেকেই প্রতিপক্ষকে চাপে রেখে বড় রান তুলতে দেয়নি বেহালার বোলাররা। জবাবে ব্যাট করতে নেমে বেহালা ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন ক্লাব আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে ইনিংস গড়ে তোলে। মাত্র ১৭.১ ওভারে ৩ উইকেট হারিয়ে সহজেই জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছে যায় তারা। ম্যাচের সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হন বেহালার রোহিত শর্মা। তিনি বল হাতে দুরন্ত পারফরম্যান্স করে ৪ ওভারে মাত্র ১৭ রান দিয়ে ৩টি গুরুত্বপূর্ণ উইকেট তুলে নেন, যা দলের জয়ে বড় ভূমিকা রাখে।এই জয়ে স্বাভাবিকভাবেই উচ্ছ্বসিত ক্লাবের শীর্ষ কর্তা ও সিএবির অবজার্ভার কমিটির চেয়ারম্যান শ্রীমন্ত কুমার মল্লিক। দলের পারফরম্যান্সে সন্তোষ প্রকাশ করে তিনি আগামী ম্যাচগুলিতেও এই ধারাবাহিকতা বজায় থাকবে বলেই আশাবাদী।

শেষ পর্দা নামল সিএবি অনূর্ধ্ব-১৫ লিগের

ইউনিভার্সিটি মাঠে জমজমাট ফাইনাল, ৪০০-র বেশি দলের লড়াইয়ে সেরা পল্লীশ্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন: উঠতি ক্রিকেটারদের প্রতিভা বিকাশের অন্যতম মঞ্চ সিএবি আয়োজিত অনূর্ধ্ব-১৫ লিগের পর্দা নামল শুক্রবার। ইউনিভার্সিটি মাঠে আয়োজিত এই প্রতিযোগিতার ফাইনাল ঘিরে এদিন ছিল উৎসবমুখর পরিবেশ।সারা বাংলার ৪০০-রও বেশি দলের অংশগ্রহণে দীর্ঘ লড়াইয়ের শেষে ফাইনালে মুখোমুখি হয় পল্লীশ্রী মধ্যমগ্রাম ও সম্বরণ অ্যাকাডেমি। উত্তেজনাপূর্ণ ম্যাচে শেষ পর্যন্ত ২৩ রানের ব্যবধানে জয় তুলে নিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয় পল্লীশ্রী মধ্যমগ্রাম।ফাইনাল ম্যাচে তরুণ ক্রিকেটারদের পারফরম্যান্স মুগ্ধ করেছে উপস্থিত সকলকে। মাঠে উপস্থিত ছিলেন সিএবি সচিব বাবলু কোলে, অবজার্ভার কমিটির চেয়ারম্যান শ্রীমন্ত কুমার মল্লিক, আব্দুল মোনায়েম, মদন ঘোষ-সহ একাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তি। সব মিলিয়ে, প্রতিভা অন্বেষণের এই মঞ্চ আবারও প্রমাণ করল-বাংলার ক্রিকেটের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হাতে গড়ে উঠছে।

'লাইনে দাঁড়াব না', দাবি বিধায়কদের! শৃঙ্খলা নিয়ে চাপে কর্ণাটক ক্রিকেট সংস্থা

নজস্ব প্রতিবেদন: আইপিএল শুরু হওয়ার আগেই কর্ণাটকে তৈরি হল তীব্র বিতর্ক। তবে এই উত্তেজনার কারণ মাঠের খেলা নয় বরং বিধায়কদের জন্য বিনামূল্যে টিকিট ও বিশেষ আসনের দাবি। আগামী শনিবার বেঙ্গালুরুর চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে বেঙ্গালুরু ও হায়দরাবাদের ম্যাচ দিয়ে নতুন মরশুম শুরু হতে চলেছে। তার আগেই রাজ্যের ক্রিকেট সংস্থার বিরুদ্ধে অসহযোগিতার অভিযোগ তুলে সরব হয়েছেন শাসক ও বিরোধী, দুই পক্ষেরই জনপ্রতিনিধিরা। হুনগুন্ডের কংগ্রেস বিধায়ক বিজয়নন্দ কাশাপ্পানাভার এই ইস্যুতে সরাসরি দাবি জানিয়েছেন, প্রতিটি বিধায়ককে অন্তত পাঁচটি করে টিকিট দিতে হবে। তাঁর বক্তব্য, বিধায়করা সাধারণ দর্শক নন, তাই তাঁদের লাইনে দাঁড়িয়ে টিকিট কেটে খেলা দেখা সম্ভব নয়। গতবার তাঁদের সাধারণ দর্শকদের সঙ্গে বসানো হয়েছিল বলে অভিযোগ তুলে তিনি জানান, এবার সেই পরিস্থিতি মেনে নেওয়া হবে না। বিধায়ক ও মন্ত্রীদের জন্য আলাদা আসনের ব্যবস্থাও করতে হবে বলে দাবি তোলেন তিনি।কাশাপ্পানাভার আরও অভিযোগ করেন, রাজ্যের ক্রিকেট সংস্থা সরকারের কাছ থেকে জমি ও নিরাপত্তা সহ নানা সুবিধা পেলেও জনপ্রতিনিধিদের প্রতি কোনও সম্মান দেখাচ্ছে না। পাশাপাশি অনলাইন টিকিট বিক্রির ক্ষেত্রে কালোবাজারির অভিযোগও তোলেন তিনি।

বিরোধী শিবির থেকেও একই সুর শোনা গিয়েছে। বিরোধী দলনেতা আর অশোক বিধানসভায় এই বিষয়টি তুলে ধরে জানান, সরকার নামমাত্র ভাড়ায় বিপুল পরিমাণ জমি ক্রিকেট সংস্থাকে দিয়েছে। অথচ সেই সংস্থা সাধারণ দর্শকদের কাছ থেকে মোটা অঙ্কের টাকা নিচ্ছে। তাঁর অভিযোগ, সংস্থা বিপুল লাভ করছে, অথচ জনপ্রতিনিধিদের জন্য ন্যূনতম সুবিধাও দিচ্ছে না। এই বিতর্কে সুর মিলিয়েছেন বিধানসভার স্পিকার ইউ টি খাদের এবং উপমুখ্যমন্ত্রী ডি কে শিবকুমারও। শিবকুমার জানিয়েছেন, তিনি ব্যক্তিগতভাবে ক্রিকেট সংস্থার কর্তাদের সঙ্গে কথা বলে বিষয়টি মেটানোর চেষ্টা করবেন, যাতে বিধায়কদের দাবি বিবেচনা করা হয়।বিধায়কদের পক্ষ থেকে মূলত তিনটি দাবি সামনে এসেছে। প্রথমত প্রতিটি ম্যাচে তাঁদের জন্য ন্যূনতম পাঁচটি করে টিকিট বরাদ্দ করতে হবে। দ্বিতীয়ত সাধারণ দর্শকদের থেকে আলাদা বিশেষ গ্যালারিতে বসার ব্যবস্থা রাখতে হবে। তৃতীয়ত যেহেতু সংস্থা সরকারি জমি ও নিরাপত্তার সুবিধা ভোগ করছে, তাই তাদের আরও দায়বদ্ধ ও নমনীয় হওয়া উচিত।

এদিকে সাধারণ দর্শকদের একাংশ এই দাবি নিয়ে তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**

চা শ্রমিকদের জনসমর্থন জয়তিলক পরাবে আলিপুরদুয়ারের প্রার্থীকে

শুভাশিস বিশ্বাস

আলিপুরদুয়ারের রাস্তায় পায়ে হেঁটে প্রচারে বামপ্রার্থীরা। আলিপুরদুয়ার বিধানসভা থেকে ২০২৬-এ বামেদের প্রার্থী শ্যামল রায়। প্রার্থী ঘোষণা হবার পড়েই সঙ্গে সঙ্গেই মিছিল হয় আলিপুরদুযার জুড়ে। যে মিছিলে উপস্থিত ছিলেন আলিপুরদুয়ার বিধানসভা কেন্দ্রের সিপিআই(এম) প্রার্থী শ্যামল রায়, সিপিআই(এম) আলিপুরদুয়ার জেলা সম্পাদক কিশোর দাস, রাজ্য কমিটির সদস্য অলোকেশ দাস সহ নেতৃবৃন্দ।এককথায় বামপ্রার্থী জমিয়ে প্রচার শুরু করেছেন নিজেদের এলাকায়। লক্ষ্য একটাই বেশি করে জনসংযোগ স্থাপন করা। শ্যামল রায় পেশায় শিক্ষক। যদিও চাকরির কিছু সময় বাকি থাকার আগে তিনি স্বেচ্ছা অবসর নিয়েছেন।তারপর থেকে দলের কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেন তিনি। যদিও শ্যামল রায় ছাড়া আলিপুরদুয়ার বিধানসভা কেন্দ্রে প্রার্থীর দৌড়েছিলেন আরও অনেকেই। কিন্তু রাজ্য কমিটির তরফে তাঁকেই দেওয়া হয়েছে প্রার্থী পদ। বর্তমানে শ্যামল রায়কে দেখা যাচ্ছে আলিপুরদুয়ার শহরের বিভিন্ন এলাকায় গিয়ে প্রচার চালাতে। যুব সমাজের সঙ্গে বেশি করে জনসংযোগ স্থাপন করছেন তিনি। কখনও যুবকদের চায়ের ঠেক, আবার কখনও যুবকদের সঙ্গে ক্যারাম খেলায় মেতেও উঠতে দেখা যাচ্ছে তাঁকে। তিনি মনে করেন, সমাজকে উন্নত করতে হলে চাই যুবদের সঙ্গ। বর্তমান সময়ে যুব সমাজে যে অবক্ষয় হয়েছে তার জন্য শাসক দল তৃণমূল দায়ী। সঙ্গে এও জানান, মানুষের মন থেকে সংগ্রামের মানসিকতা কমে গিয়েছে। সমাজের উন্নতি চাইলে সবার আগে বিজেপি ও তৃণমূল মুক্ত রাজ্য চাই।

এদিকে দীর্ঘদিনের স্থবিরতা কাটিয়ে এবারের প্রচারে সাধারণ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ এক নতুন মাত্রা যোগ করেছে। এলাকার গরিব চাষি, ক্ষেতমজুর এবং ১০০ দিনের কাজের কর্মীদের মধ্যে প্রার্থী শ্যামল রায়কে ঘিরে প্রবল উৎসাহও নজর কাড়ছে। বিশেষ করে পরিযায়ী শ্রমিক পরিবার ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের মধ্যেও সমর্থনের ঢেউ চোখে পড়ার মতো। দোকানের দেওয়াল থেকে গ্রামাঞ্চলের বাড়ি সর্বত্রই কাস্তে-হাতুড়ি-তারা চিহ্নের দেওয়াল লিখন শুরু হচ্ছে। যারা আগে ভয় বা সংকোচে দেওয়াল দিতে চাইতেন না, তারাও এখন স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে দলীয় কর্মীদের ডেকে দেওয়াল রাঙাচ্ছেন। এলাকাজুড়ে এখন একটাই স্লোগান শোনা যাচ্ছে 'হাল ফেরাতে লাল ফেরান'। প্রচারে শুধু দলীয় কর্মীরাই নয়, সাধারণ মানুষও সক্রিয়ভাবে অংশ নিচ্ছেন। স্থানীয়দের মতে, বাংলার পুরনো ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনতে এবং দুর্নীতিমুক্ত শাসন প্রতিষ্ঠা করতে বামপন্থীরাই একমাত্র ভরসা।

আর অন্যদিকে নির্বাচনের আগে ফের প্রকাশ্যে বিজেপি গোষ্ঠী কোন্দল। আলিপুরদুয়ার বিধানসভা কেন্দ্রে মনোনীত প্রার্থী নিয়ে সন্তুষ্ট নয় দলীয় কর্মীরাই। আলিপুরদুয়ার বিধানসভা কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী মনোনীত হয়েছেন পরিতোষ দাস। আর তাঁকেই প্রার্থী হিসাবে মানতে নারাজ তাঁরই দলের কর্মীরা। এর আগে প্রার্থী নির্বাচন করা নিয়ে নিজেদের মধ্যে কোন্দল ছিল দলের অন্দরে। প্রার্থীর নাম প্রকাশ হতেই আগুনে যেন ঘি ঢালা হয়।এরপর দলীয় কর্মীরা প্রার্থী ঘোষণার পরই রাতে জেলা পার্টি অফিসে ভাঙচুর চালায়। শুধু তাই নয়, পার্টি অফিসে তালাবন্দি করে রাখা হয় দলের জেলা সভাপতি মিঠু দাসকে। পরে রাত ১১টা নাগাদ তাঁকে মুক্ত করা হয়। এমনকী কর্মীরা প্রার্থী বদলের সুপারিশ পাঠাতে নেতৃত্বের উপর চাপ সৃষ্টি করতে থাকে। যদিও দলের রাজ্য সহ সভাপতি দীপক বর্মন বলেন, 'প্রার্থী বদলের সম্ভবনা নেই। ফলে প্রার্থী বদলের সুপারিশ পাঠানোর কোনও প্রশ্নই উঠে না।'

এদিকে বঙ্গ স্যাফ্রন ব্রিগেড সূত্রে খবর, ২০২৬-এর পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে এবার রাজ্য প্রচারের গতি বাড়াচ্ছে ভারতীয় জনতা পার্টি। তারই অঙ্গ হিসেবে আগামী ৫ এপ্রিল উত্তরবঙ্গের আলিপুরদুয়ারে নির্বাচনী জনসভা করতে আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। কারণ, বিজেপির পাখির চোখ যে ভাবে হোক বঙ্গের মসনদ দখলের। আর সেই কারণেই মোদীর সভাকে ঘিরে তৈরি হয়েছে এক ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা। সূত্র মারফত জানা যাচ্ছে, এই সভা থেকে প্রধানমন্ত্রী কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের খতিয়ান তুলে ধরার পাশাপাশি রাজ্যের বর্তমান শাসক দলের বিরুদ্ধে সরব হতে পারেন। বিশেষ করে উত্তরবঙ্গের চা-বলয় এবং আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলের সমস্যা ও সম্ভাবনা তাঁর ভাষণে উঠে আসতে পারে। পাশাপাশি রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করলে দক্ষিণবঙ্গের তুলনায় উত্তরবঙ্গে বিজেপি অনেকটাই শক্তিশালী ফলে এখানে জয় নিয়ে একশ শতাংশ আশাবাদী বিজেপি। এরপর মোদীর প্রচার বিধানসভা নির্বাচনে ব্যাপক প্রভাব ফেলবে বলেও আশাবাদী বিজেপির বঙ্গ নেতৃত্ব। আর অন্তর্দ্বন্দ্ব ভুলে বিজেপির প্রার্থীরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোটারদের কাছে ভোটও চাইছেন। সব মিলিয়ে প্রচার এখন তুঙ্গে।

উত্তরবঙ্গের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র আলিপুরদুয়ার। একই নামের জেলার সদর এই বিধানসভা সাধারণ শ্রেণিভুক্ত আসন এবং আলিপুরদুয়ার লোকসভা কেন্দ্রের সাতটি বিধানসভা অংশের একটি। পুরো আলিপুরদুয়ার পুরসভা এলাকা, আলিপুরদুয়ার রেল জংশন, আলিপুরদুয়ার,১ ব্লকের ১০টি এবং আলিপুরদুয়ার,২ ব্লকের ৩টি গ্রাম পঞ্চায়েত নিয়ে গঠিত এই কেন্দ্র। ভুটান সীমান্তের কাছাকাছি অবস্থানের কারণে কৌশলগত গুরুত্ব যেমন রয়েছে, তেমনই রয়েছে এক আলাদা সীমান্ত-সংলগ্ন আবহ।

তবে এটা ঠিক যে ছবির মত সাজানো এই আলিপুর দুয়ার। যেন শান্তির তপোবন। ভৌগোলিকভাবে আলিপুরদুয়ার সমতল ভূমি থেকে ধীরে ধীরে হিমালয়ের পাদদেশে উঠে গিয়েছে। চারদিকে ঘন বন, চা-বাগান আর কালজানি, রাইডাক, সংকোশ-সহ একাধিক নদীর প্লাবনভূমি রয়েছে। বর্ষায় বন্যা সমস্যা থাকলেও কৃষি ও চা শিল্পের জন্য এই নদীগুলিই জীবনরেখা। ব্রিটিশ আমলে ১৯০০ সালে গড়ে ওঠা আলিপুরদুয়ার রেল জংশন শহরের বিকাশে বড় ভূমিকা নেয়। ডুয়ার্স অঞ্চলে অবস্থিত আলিপুর দুয়ার স্বতন্ত্র জেলার সম্মান পেয়েছে ২০১৪ সালের ২৫ জুন। জেলার উত্তরে ভুটান, পূর্বে অসম রাজ্য, পশ্চিমে জলপাইগুড়ি এবং দক্ষিণে কোচবিহার। আলিপুর জেলার মোট আয়তন ২৮৪১ বর্গ কিলোমিটার। জেলাটি কালজানি নদীর তীরে অবস্থিত। চা বাগান, পর্যটনের উপর নির্ভরশীল এখানকার অর্থনীতি। আর চা বাগানের আদিবাসী অধ্যুষিত বিভিন্ন জনজাতির বাস আলিপুরদুয়ার কেন্দ্রের অন্তর্গত এলাকাগুলিতে। এই লোকসভা কেন্দ্রেই থাকেন টোটো জনজাতির মানুষরা। চা বাগান, পাহাড় ও বনাঞ্চল বেষ্টিত এই লোকসভা কেন্দ্রকে 'মিনি ইন্ডিয়া'ও বলা হয়। বক্সা টাইগার রিজার্ভ ফরেস্ট ও জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের মত ঘন জঙ্গল, পাহাড়ি নদী, চা বাগান সব মিলিয়ে গোটা জেলা ট্রাভেল মানচিত্রে প্রথম সারিতে নিজের নাম লিখিয়েছে।সব মিলিয়ে রেল ও সড়ক যোগাযোগের সুবাদে আলিপুরদুয়ার আজ উত্তরবঙ্গের অন্যতম ট্রানজিট হাব। আসাম, বাংলা ও ভুটানের মধ্যে যাত্রী ও পণ্য পরিবহণের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র এটি। অর্থনীতির মূল ভরকেন্দ্র চা শিল্প, কাঠ, কৃষি ও ভুটানের সঙ্গে সীমান্ত বাণিজ্য। ছোট-মাঝারি ব্যবসা, সাপ্তাহিক হাট, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিকাঠামো শহর ও গ্রাম;দুই এলাকাকেই জুড়ে রেখেছে।কলকাতা থেকে রেলে আলিপুরদুয়ারের দূরত্ব প্রায় ১৭০ কিলোমিটার। জলপাইগুড়ি ৭০ কিমি, শিলিগুড়ি ১০০ কিমি, কোচবিহার ১৩৫ কিমি দূরে। হাসিমারা,জয়গাঁও হয়ে ভুটানের ফুনশোলিং সীমান্ত প্রায় ৬৫ কিলোমিটার উত্তরে।

হিন্দু, মুসলিম ছাড়াও খ্রিস্টান, বৌদ্ধ ও তফসিলি জাতি-উপজাতি ও অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণি , রাজবংশী, রাভা, বোরো সম্প্রদায়ের মানুষের বসবাস। আবার অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির মানুষজনের মধ্যে বাংলাদেশি বেশি।

আলিপুর দুয়ারের রাজনৈতিক ইতিহাস বলছে, কয়েক দশক ধরে, সিপিআই(এম)-নেতৃত্বাধীন বামফ্রন্টের শরিক দল বিপ্লবী সমাজতান্ত্রিক দল (আরএসপি) আলিপুরদুয়ারে আধিপত্য বিস্তার করেছিল এবং নয়বার জয়লাভ করেছিল, যার মধ্যে ১৯৭৭ থেকে ২০০৬ সালের মধ্যে টানা সাতবার বিজয় নজরকাড়া। কংগ্রেস দল ছয়বার সফল হয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেস এবং বিজেপি প্রত্যেকে একবার করে জিতেছে, যা সাম্প্রতিক বছরগুলিতে রাজনৈতিক পরিবর্তনের এক প্রতিফলন বোঝায় বললে ভুল হবে না। পাশাপাশি নির্বাচনের ফলাফলের দিকে তাকালে আলিপুরদুয়ারের এই চলমান পরিবর্তনটি স্পষ্টভাবেই বোঝা যায়। ২০০৬ সালে, আরএসপি-র নির্মল দাস কংগ্রেসের সৌরভ চক্রবর্তীকে ৩৮,৮৬৮ ভোটে পরাজিত করে টানা চতুর্থবারের মতো নির্বাচিত হন। তবে ২০১১ সালে, কংগ্রেস বামদের রেকর্ড উল্টে দেয়। কারণ, এই ২০১১-তে দেবপ্রসাদ রায় আরএসপি-র ক্ষিতি গোস্বামীকে ৬, ৭৮৩ ভোটে পরাজিত করেন। এরপর কংগ্রেস ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দেন সৌরভ। চক্রবর্তী ২০১৬ সালে কংগ্রেসের বিশ্বরঞ্জন সরকারকে ১১, ৯৫৮ ভোটে পরাজিত করে তাঁর নতুন দলের হয়ে আসনটি জেতেন। ২০২১ সালে বিজেপি আলিপুরদুয়ারে তাদের প্রথম জয় দাবি করে, যখন সুমন কাঞ্জিলাল তৃণমূলের বর্তমান বিধায়ক সৌরভ চক্রবর্তীকে ১৬,০০৭ ভোটে পরাজিত করেন।

সংসদীয় নির্বাচনেও বিজেপির উত্থান ছিল চোখে পড়ার মতো। ২০০৯ এবং ২০১৪ উভয় সালেই দলটি যথাক্রমে ১০.৯৪ শতাংশ এবং ১৮.৭৪ শতাংশ ভোট পেয়ে তৃতীয় স্থান অধিকার করেছিল, কিন্তু ২০১৯ সালে আলিপুরদুয়ার বিধানসভা কেন্দ্রে ৫৫.১০ শতাংশ ভোট পেয়ে এবং তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ে ৩৭, ০২০ ভোটের ব্যবধানে এগিয়ে থেকে বিপুল সাফল্য লাভ করে। ২০২৪ সালেও দলটি ২৮,৫৬৪ ভোটের ব্যবধানে এগিয়ে ছিল, যা তাদের ধারাবাহিক জনপ্রিয়তা এবং তৃণমূলের বিরুদ্ধে নিজেদের অবস্থান ধরে রাখার সক্ষমতার প্রমাণ দেয়।

২০২৪ সালে আলিপুরদুয়ার বিধানসভা কেন্দ্রে ২৬৮,৬৭০ ভোট পড়েছে, যেখানে ২০২১ সালে ২৬০,৬৫২ এবং ২০১৯ সালে ২৪৯,০৬৪ ভোট পড়েছিল। যদিও এটি একটি সাধারণ শ্রেণির আসন, তবে এখানে তফসিলি জাতি ভোটারদেরই প্রাধান্য, যারা মোট নির্বাচকমণ্ডলীর ৪২.৮৪ শতাংশ। তফসিলি উপজাতি ভোটারদের সংখ্যা ১১.৭৬ শতাংশ, এবং মুসলিম ভোটাররা একটি ক্ষুদ্র সংখ্যালঘু। গ্রামীণ ভোটাররা ৫৯.০৮ শতাংশ নিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ, যেখানে শহুরে ভোটারদের সংখ্যা ৪০.৯২ শতাংশ। ভোটদানের হার বেশ ভালো, সাধারণত ৮০ শতাংশের উপরে থাকে ২০১১ সালে ৮৬.০৫ শতাংশ, ২০১৬ সালে ৮৬.২৩ শতাংশ, ২০১৯ সালে ৮৪.৪২ শতাংশ, ২০২১ সালে সামান্য বেড়ে ৮৫.৬৮ শতাংশ এবং ২০২৪ সালে সর্বনিম্ন ৮০.৭০ শতাংশ।

এদিকে এবারের ভোট ইস্যু জেলার পৌরসভাগুলির তীব্র আর্থিক সংকট। এই আর্থিক সংকটের জেরে ব্যাহত হচ্ছে পৌর পরিষেবা। ফলে রাস্তায় যত্রতত্র পড়ে বর্জ্য। পাশাপাশি দুর্বল ড্রেনেজ ব্যবস্থা এবং রাস্তাঘাটের বেহাল অবস্থা শহরবাসীর অন্যতম সমস্যা। শহরের বিভিন্ন এলাকায় জবরদখল এবং তীব্র পার্কিং সমস্যাও রয়েছে, এমনটাই অভিযোগ স্থানীয় বাসিন্দাদের। শুধু তাই নয়, আলিপুরদুয়ার জেলার গ্রামীণ হাসপাতালগুলিতে চিকিৎসক ও নার্সের তীব্র ঘাটতি রয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সময়ে বহির্বিভাগে চিকিৎসক বসেন না। জেলার একাধিক সেতু জরাজীর্ণ হয়ে পড়েছে। গ্রামীণ এলাকায় রাস্তা সংস্কারের অভাব রয়েছে, বিশেষ করে চা বাগান সংলগ্ন এলাকাগুলিতে। তোর্সা নদীতে ভুটানের পাসাখা শিল্পাঞ্চলের বর্জ্য পড়ার কারণে জল দূষণের ভয়াবহ প্রভাব পড়ছে। সরকার বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করলেও চা শ্রমিক পরিবারগুলির আয় ও সামগ্রিক জীবনযাত্রার মান একটি বড় চ্যালেঞ্জ।

ভোটের আগে দেওয়া পরিকাঠামোগত প্রতিশ্রুতির সাথে বাস্তব কাজের আকাশপাতাল ফারাক দেখা যাচ্ছে বলে অভিযোগ স্থানীয় বাসিন্দাদের। অন্যদিকে পৌরসভায় প্রপার্টি ট্যাক্সের বকেয়া পড়ে আছে ৪ কোটি টাকার বেশি। এ সবের পিছনে রয়েছে রাজনৈতিক অবহেলা। ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ পড়া এবং ভুয়ো ভোটার নিয়েও চলছে বিতর্ক।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশ অবশ্য বলছেন, ২০২৬ বিধানসভা নির্বাচনের আগে আলিপুরদুয়ারে বিজেপি আপাতত শক্ত অবস্থানে। সাম্প্রতিক নির্বাচনগুলিতে ধারাবাহিক লিড ধরে রেখে তারা দ্বিতীয়বার ক্ষমতা ধরে রাখার দৌড়ে এগিয়ে। কারণ, তফসিলি জাতি ও উপজাতি ভোটারদের মধ্যে বিজেপির ক্রমবর্ধমান প্রভাব এবং তুলনামূলক কম মুসলিম ভোট তৃণমূলের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ।

তবে রাজনীতিতে শেষ কথা বলে কিছু নেই। কারণ, তৃণমূল যদি রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে তৈরি হওয়া ক্ষোভ সামাল দিয়ে শক্তিশালী স্থানীয় ইস্যু তুলে ধরতে পারে, তাহলে লড়াই জমতে পারে। আপাতত পাল্লা ভারী বিজেপির দিকেই, কিন্তু আলিপুরদুয়ারে নির্বাচনী লড়াই এখনও খোলা। আর চা শ্রমিকদের জনসমর্থন যে রাজনৈতিক দলের দিকে যাবে, তাদের কপালেই আঁকা হবে জয়তিলক। তবে যে যাই বলুন, সব মিলিয়ে এবার আলিপুরদুয়ারে লড়াই ত্রিমুখী। তবে বিধানসভা নির্বাচনে এই জেলার মানুষ কাদের ওপর ভরসা রাখবে তা অবশ্য সময় বলবে।

নজরকাড়া কেন্দ্র

২০২১ সালের বিধানসভা ভোটের হিসেবনিকেশ

প্রার্থীর নাম	দল	ভোট	ভোট শতাংশ
সুমন কাঞ্জিলাল	বিজেপি	১,০৭,৩৩৩	৪৮.১৯ %
সৌরভ চক্রবর্তী	তৃণমূল কংগ্রেস	৯১,৩২৬	৪১.০০ %
দেবপ্রসাদ রায়	কংগ্রেস	১৫,৬৫১	৭.০৩ %
কোনও দলকে নয়	নোটা	১,৯৮১	০.৮৯ %

২০২৬ সালের বিধানসভা ভোটারের হিসেবনিকেশ

কেন্দ্র	২০২৪ সালের ভোটার লিস্টে মোট ভোটার	২০২৬ সালের এসআইআর-এ খসড়া তালিকা	২০২৬ সালের এসআইআর-এ চূড়ান্ত তালিকা
আলিপুরদুয়ার	২,৩৩,০০০	২,৪৯,৮৪৬	২,৪৯,২০৭

এছাড়াও বিচারাধীন রয়েছেন বেশ কিছু ভোটার

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশ অবশ্য বলছেন, ২০২৬ বিধানসভা নির্বাচনের আগে আলিপুরদুয়ারে বিজেপি আপাতত শক্ত অবস্থানে। সাম্প্রতিক নির্বাচনগুলিতে ধারাবাহিক লিড ধরে রেখে তারা দ্বিতীয়বার ক্ষমতা ধরে রাখার দৌড়ে এগিয়ে। কারণ, তফসিলি জাতি ও উপজাতি ভোটারদের মধ্যে বিজেপির ক্রমবর্ধমান প্রভাব এবং তুলনামূলক কম মুসলিম ভোট তৃণমূলের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ। তবে রাজনীতিতে শেষ কথা বলে কিছু নেই।

যাদুর কপালে ভোট দিয়ে যা, ভোট দিয়ে যা, আয় ভোটার আয়...

প্রচারে বেলেঘাটা বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী কুণাল ঘোষ।

প্রচারে পানিহাটি বিধানসভা কেন্দ্রে সিপিএম প্রার্থী কলতান দাশগুপ্ত।

প্রচারে ব্যারাকপুর কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী কৌস্তভ বাগচি।

প্রচারে আসানসোল দক্ষিণ কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অগ্নিমিত্রা পল।

প্রচারে আসানসোল দক্ষিণ কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী অভিজিৎ ঘটক।